উত্তরবঙ্গের আত্মার আত্মীয়

উত্তরবঙ্গ সংবাদ

MLD

ভোটার দিবস পালন নিয়ে কটাক্ষ মমতার ৩

আজকের সম্ভাব্য তাপমাত্রা

মালদা		রায়গঞ্জ		বালুরঘাট		শিলিগুড়ি	
সর্বোচ্চ	সর্বনিম্ন	সর্বোচ্চ	সর্বনিম্ন	সর্বোচ্চ	সর্বনিম্ন	সর্বোচ্চ	সর্বনিম্ন
২৮°	১১°	২৮°	১১°	২৭°	১৪°	২৮°	১৩°

পদ্মাপারে ফের হিন্দুকে পুড়িয়ে খুন ৭

বুমরাহ শো-র পর অভিষেক-সূর্যের তাণ্ডব সিরিজ জয় ভারতের ১৬

১২ মাঘ ১৪৩২ সোমবার ৫.০০ টাকা 26 January 2026 Monday 16 Pages Rs. 5.00 ইন্টারনেট সংস্করণ www.uttarbangasambad.in Vol No. 46 Issue No. 248

আমরা সবাই রাজা... তাজমহলকে সাক্ষী রেখে তিন তরুণীর উচ্ছ্বাস। আগ্রায় রবিবার। -পিটিআই

বুম্বা সহ বাংলায় মনোনীত ১১ জন

নবনীতা মণ্ডল

নয়াদিল্লি, ২৫ জানুয়ারি : জাতীয় স্তরে পদ্ম সম্মানের জন্য মনোনীত ১৩১ জন। শিল্প, সাহিত্য, শিক্ষা ও সমাজসেবার আঙিনায় সমানভাবে উজ্জ্বল পশ্চিমবঙ্গও। বিনোদন জগৎ থেকে নাট্য, সাহিত্যচর্চা ও প্রান্তিক লোকশিল্পে অবদানের জন্য রাজ্যের ১১ জন কৃতীকে 'পদ্মশ্রী' সম্মান দিতে চলেছে কেন্দ্রীয় সরকার।

সেই তালিকায় উল্লেখযোগ্য নাম বাংলা চলচ্চিত্রের আইকনিক অভিনেতা প্রসেনজিৎ চট্টোপাধ্যায়। যিনি বুম্বা নামে বাংলায় পরিচিত। পাঁচ দশকের বেশি বাংলা সিনেমাকে জাতীয় স্তরে পৌঁছে দেওয়ার নিরলস প্রচেষ্টার স্বীকৃতি পেলেন তিনি। শিল্পকলায় বাংলার

দেশে মোট ১৩১

মুকুটে যুক্ত হয়েছে আরও ১০ জনের নাম। সেই তালিকায় আছেন বেনারস ঘরানার বিশ্ববিখ্যাত তবলাবাদক পণ্ডিত কুমার বসু এবং আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন সন্তুরশিল্পী তরুণ ভট্টাচার্য পদ্মশ্রী পাচ্ছেন।

বীরভূমের প্রথিতযশা কাঁথাশিল্পী তৃপ্তি মুখোপাধ্যায় এবং নদিয়ার জামদানি তাঁতশিল্পী জ্যোতিষ দেবনাথও আছেন এই তালিকায়। তৃপ্তি শুধু শিল্পী নন, ২০ হাজারের বেশি গ্রামীণ মহিলাকে স্বনির্ভর করার কারিগরও। সাহিত্য ও শিক্ষাক্ষেত্রে বাংলার জয়গান গেয়েছেন সাঁওতালি সংস্কৃতির ধারক রবিলাল টুডু। চিকিৎসায় বিশেষ অবদানের জন্য কলকাতার বিশিষ্ট হৃদরোগ বিশেষজ্ঞ সরোজ মণ্ডলকে এই সম্মান দেওয়া হচ্ছে।

জাতীয় স্তরে যে ১৩১ জনকে পদ্ম সম্মান দেওয়া হচ্ছে, তাঁর মধ্যে ৫ জন পদ্মবিভূষণ, ১৩ জন পদ্মভূষণ এবং ১১৩ জন পদ্মশ্রীর জন্য মনোনীত হয়েছেন।

এরপর বারোর পাতায়

উত্তরের চার উজ্জ্বল কৃতীকে পদ্ম সম্মান

নিউজ ব্যুরো

২৫ জানুয়ারি : মরণোত্তর হলেও যোগ্য স্বীকৃতি প্রয়াত নাট্যব্যক্তিত্ব হরিমাধব মুখোপাধ্যায়ের। তাঁকে পদ্মশ্রী সম্মানের জন্য মনোনীত করেছে ভারত সরকার। বালুরঘাটের বাসিন্দা হলেও যাঁর নাট্যপ্রতিভা গোটা রাজ্য ও দেশে ছড়িয়ে পড়েছিল। জীবদ্দশায় সংগীত নাটক অ্যাকাডেমির পুরস্কার পেয়েছিলেন। প্রাপ্তির ঝুলিতে ছিল রায়গঞ্জ বিশ্ববিদ্যালয়ের ডি-লিট উপাধি, দিশারি পুরস্কার ও পশ্চিমবঙ্গ সরকারের বঙ্গরত্ন সম্মান।

প্রজাতন্ত্র দিবসের আগের দিন রবিবার পদ্ম সম্মানের তালিকা ঘোষণা করেছে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রক। ওই তালিকায় উত্তরবঙ্গের আরও তিন কৃতীর নাম রয়েছে। তাঁদের একজন মহেন্দ্রনাথ রায় উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের রসায়নের অধ্যাপক। গ্রামের মাটির গন্ধ মেখে যে মানুষটি শিক্ষার আলোয় নিজেকে গড়ে তুলেছিলেন শৈশব থেকে। শিক্ষকতা ও গবেষণায় প্রায় চার দশকের কর্মজীবনে তাঁর প্রকাশিত গবেষণাপত্রের সংখ্যা পাঁচশোর বেশি। আন্তর্জাতিক স্বীকৃতিস্বরূপ তিনি রয়েল সোসাইটি অফ কেমিস্ট্রির (লন্ডন) ফেলো নির্বাচিত হন।

পদ্মশ্রী প্রাপকের তালিকায় ফের নাম জুড়ল কালিম্পংয়ের। ওই সম্মানের জন্য মনোনীত হয়েছেন কালিম্পংয়ের গম্ভীর সিং ইয়নজন। কালিম্পং কলেজের এই প্রাক্তন অধ্যক্ষ পরিবেশ রক্ষায় সারাজীবন ধরে কাজ করে চলেছেন। ফেডারেশন অফ সোসাইটি ফর এনভায়রনমেন্ট প্রোটেকশন নামে একটি বেসরকারি সংগঠন তাঁর হাতে তৈরি। ওই সংগঠনের কাজের ভিত্তিতে তিনি ২০০৭ সালে ইন্দিরা গান্ধি প্রিয়দর্শিনী দীক্ষামিত্র পুরস্কার পেয়েছিলেন।

মালদার অবসরপ্রাপ্ত রেলকর্মী অশোককুমার হালদারও মনোনীত হয়েছেন পদ্মশ্রী সম্মানে। বিভিন্ন পত্রপত্রিকায় যাঁর তিন হাজারের বেশি লেখা ছাপা হয়েছে। বাংলা ও ইংরেজি মিলিয়ে ১৩টি বই লিখেছেন। আটটি ইংরেজিতে ও পাঁচটি বাংলায়। রেলকর্মী হিসেবে কর্মসূত্রে বিভিন্ন জায়গায় ঘুরতে ঘুরতে তাঁর চোখে দেখা সমাজ এবং প্রকৃতির উপলব্ধি উঠে এসেছে অশোকের লেখায়।

পদ্ম সম্মানে পিছিয়ে নেই উত্তরবঙ্গ। রাজ্যে ১১ জন পদ্মপ্রাপকের মধ্যে এই চারজন গঙ্গার উত্তর পাড়ের। বালুরঘাটের প্রয়াত হরিমাধবের সম্মানে আপ্লুত উত্তরবঙ্গ। যিনি কলকাতায় পড়াশোনা করলেও নাটকের টানে সারাজীবন কাটিয়েছেন উত্তরবঙ্গে। স্থানীয়দের আক্ষেপ একটাই, জীবদ্দশায় এই সম্মান পেলেন না তিনি।

হরিমাধবের পুত্র কৃষ্ণেন্দু বলেন, 'বাবা নিজে হাতে পুরস্কারটা নিলে আরও ভালো লাগত। নাট্যচর্চা ও সংস্কৃতি জগতে এটা অত্যন্ত আনন্দের খবর।' প্রয়াত নাট্যকারের দীর্ঘদিনের সহযোদ্ধা কমল দাস বলেন, 'উত্তরবঙ্গে তিনিই প্রথম নাট্যব্যক্তিত্ব, যিনি এই সম্মান পেলেন। বাইরে কোথাও না গিয়ে বালুরঘাটে আজীবন সাধনা করে গিয়েছেন। এই সম্মান যেন সেই সাধনার সিদ্ধিলাভ।' হরিমাধবের হাতে তৈরি নাট্যদল ত্রিতীর্থ-এর সম্পাদক দুর্গাশংকর সাহার কথায়, তিনি বহুদিন ধরে এই সম্মানের যোগ্য ছিলেন।

রবিবার বিকেলে রাষ্ট্রপতি ভবন থেকে টেলিফোনে খবরটি জানানো হয় উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক মহেন্দ্রনাথকে। তাঁর কথায়, 'উত্তরবঙ্গে শিক্ষার প্রসার ও সমাজসংস্কারে আরও কাজ করতে চাই।

হরিমাধব মুখোপাধ্যায় (মরণোত্তর)

মহেন্দ্রনাথ রায়

গম্ভীর সিং ইয়নজন

অশোককুমার হালদার

পিছিয়ে পড়া মানুষের পাশে দাঁড়াতে চাই। পদ্ম সম্মান প্রাপ্তি সেই কাজে আমাকে অনেক বেশি উজ্জীবিত করবে।' পশ্চিমবঙ্গ সরকারের 'বঙ্গভূষণ', 'শিক্ষারত্ন', বিদ্যাসাগর সম্মান, সিভি রমন পুরস্কার ইত্যাদি জাতীয় ও রাজ্য স্তরের বহু সম্মান পেয়েছেন তিনি।

পদ্মশ্রী প্রাপ্তির খবর শুনে উচ্ছ্বসিত কালিম্পংয়ের গম্ভীর সিং ইয়নজন বলেন, 'সারাজীবন মানুষের জন্য, পরিবেশের জন্য কাজ করে গিয়েছি।' পার্বত্য অঞ্চলে যেভাবে উষ্ণায়ন হচ্ছে, তার মোকাবিলায় দ্রুত পদক্ষেপের ওপরে জোর দিয়েছেন তিনি। উত্তরবঙ্গের পরিবেশ রক্ষা এবং উষ্ণায়ন মোকাবিলায় 'এনভায়রনমেন্টাল প্ল্যানিং অ্যান্ড ম্যানেজমেন্ট' কমিটি তৈরি করার প্রস্তাব তিনি কেন্দ্রীয় সরকারকে দেবেন বলে জানিয়েছেন।

মালদার অশোক বলেন, 'পুরস্কার মানুষকে অনুপ্রেরণা দেয়। আমি দলিত সমাজের একজন। যাত্রাটা খুব কঠিন ছিল। প্রকৃতি ও সমাজ নিয়ে লেখালেখি করছি।' হরিমাধবের সম্মান প্রাপ্তিতে তাঁর জীবন ও সৃষ্টি নিয়ে আলোচনা শুরু হয়েছে। *এরপর বারোর পাতায়*

DESUN HOSPITAL SILIGURI

যে কোনও বিপদে ভরসা থাক ডিসানে

• হার্ট অ্যাটাক • স্ট্রোক
• বার্ন • অ্যাক্সিডেন্ট

24x7 Emergency
90 5171 5171

অনুপ্রবেশকারীদের 'ঘাঁটি' বালুরঘাটে

জমি কিনছেন বাংলাদেশিরা

সুবীর মহন্ত

বালুরঘাট, ২৫ জানুয়ারি : হিলিতে ভারত-বাংলাদেশ সীমান্ত লাগোয়া এলাকাগুলি তো বটেই, সেইসঙ্গে বালুরঘাট শহর ও শহরতলিতেও ক্রমশ সংখ্যা বাড়ছে বাংলাদেশিদের। রীতিমতো জমিজমা কিনে ভারতীয় ভূখণ্ডে বসবাস শুরু করেছেন তাঁরা। হিলি, তপন, কুমারগঞ্জ তো বটেই, বালুরঘাট ব্লকের ডাঙ্গা, বোয়ালদার, ভাটপাড়া, অমৃতখণ্ড গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকাগুলিতে বেড়েই চলেছে বাংলাদেশি জনসংখ্যা। খোদ বালুরঘাট শহরের একাধিক ওয়ার্ডে বেশ কয়েক বছর ধরে বাংলাদেশ থেকে অনেকে এসে এভাবে পাকাপাকিভাবে বাড়ি করে থাকছেন।

গত কয়েক বছর ধরে বালুরঘাট শহর সংলগ্ন এলাকায় জমি বেচাকেনার খতিয়ান দেখলে একটাই প্রশ্ন মাথায় আসবে। কোথা থেকে আসছে এত মানুষ? বর্ষীয়ান আইনজীবী তথা তৃণমূল নেতা সুভাষ চাকি তো নিশ্চিত সুরেই বললেন, 'বাংলাদেশ থেকেই এসেছে প্রচুর মানুষ। সীমান্ত পাহারার দায়িত্ব কেন্দ্রের। কীভাবে বা কাদের মদতে অনুপ্রবেশ হচ্ছে, তা ভাবা দরকার। ২০০১ সালের জনগণনার সঙ্গে ২০১১ সালের জনগণনার আকাশপাতাল পার্থক্য ছিল বালুরঘাট ও সংলগ্ন এলাকায়। বর্তমানে সেই সংখ্যা আরও বেড়ে গিয়েছে।'

এবার উল্লেখ করার মতো ব্যাপার হল, যাঁরা এইসব এলাকায় জমি কিনে রেখে দিচ্ছেন বা বসবাস করছেন, তাঁদের কেউ চট করে বাংলাদেশি বলতেও পারবে না। কেন? কারণ, তাঁদের কাছে তো ভারতীয় পরিচয়পত্র রয়েছে। সেই পরিচয়পত্র তাঁরা নানাবিধ অবৈধ উপায়ে বানিয়ে নিচ্ছেন। কাঁটাতারের ওপার থেকে লোকজন এসে প্রথমে ভুয়ো আধার কার্ড বানাচ্ছেন। তারপর তা থেকে প্যান কার্ড। সেই আধার কার্ড ও প্যান কার্ডের সাহায্যে জমি রেজিস্ট্রি করে নিচ্ছেন। এভাবে ধাপে ধাপে ভারতীয় পরিচয় পাকা করে নিচ্ছেন তাঁরা।

জমি রেজিস্ট্রি অফিসের এক কর্মীর সঙ্গে কথা হচ্ছিল। নাম না প্রকাশ করার শর্তে জানালেন, বছর দুয়েক আগে যে নিয়ম হয়েছে, তাতে ভোটার কার্ড ছাড়া জমি কেনা যায় না। তার আগে জমি কিনতে আধার কার্ড লাগত। আর তারও আগে যখন নথিপত্রের এত কড়াকড়ি ছিল না, তখন তো এপারের দালালদের ধরে বাংলাদেশ থেকেই অনেকে দেদারে জমি কিনে রাখতেন। অনেক সময় এপারের আত্মীয়দের নামে জমি কিনে রাখতেন।

এদিকে বাংলাদেশিরা বালুরঘাটে অনায়াসেই ঢুকে পড়ায়, শহরের নিরাপত্তা বিঘ্নিত হতে শুরু করেছে। বছর কয়েক আগে বালুরঘাট শহরের বেশ কয়েকটি চুরির ঘটনায় নাম জড়িয়েছিল বাংলাদেশিদের। দক্ষিণ দিনাজপুর জেলা পরিষদ অফিসের চুরি, বালুরঘাট পুরসভা পরিচালিত হাসপাতালে চুরির ঘটনাতে পরবর্তীতে নাম জড়িয়েছিল বাংলাদেশি দুষ্কৃতীদের। এমনকি রানাঘাটের এক সন্ন্যাসিনীকে ধর্ষণের ঘটনাতেও নাম জড়িয়েছিল বালুরঘাটের ডাকাতি কাণ্ডের সঙ্গে জড়িত ওই বাংলাদেশি দুষ্কৃতীদের।

আব্দুস সালাম নামে এক বাংলাদেশি এদেশে এসে

-প্রতীকী ছবি

নাম ভাঁড়িয়ে করে নিয়েছিলেন অলোক মণ্ডল। এমন ঘটনা আরও ঘটছে, বলছে পুলিশ। ভারতীয় নাগরিকদের টাকা দিয়ে, তাঁদের পরিচয় 'ভাড়া' করে বানিয়ে ফেলছেন ভুয়ো ভারতীয় পরিচয়পত্র। যাঁদের এভাবে পরিচয়পত্র তৈরি করতে দেরি হচ্ছে, তাঁদের অনেকে আবার অন্য পন্থা নিচ্ছেন। এই যেমন আব্দুস ওরফে অলোকই তো স্থানীয় এক মহিলাকে বিয়ে করে এদেশে বসবাস করতে শুরু করেছিলেন। এদেশে বেশ কয়েকবছর থাকার পরে স্থানীয় জনপ্রতিনিধিদের কাছ থেকে শংসাপত্র নিয়ে নাগরিক পরিচয়পত্র তৈরি করে ফেলছেন।

সম্প্রতি চারজন বাংলাদেশিকে গ্রেপ্তার করার পর পুলিশ নড়েচড়ে বসেছে। বালুরঘাট শহরজুড়ে সন্দেহজনকদের খোঁজ পেতে ব্যাপক নজরদারি বাড়িয়েছে। ফেরিওয়ালা, ভবঘুরেদের বেশে কারা এই শহরে ঘুরে বেড়াচ্ছে, তারও খোঁজখবর নিতে শুরু করেছে বালুরঘাট থানার পুলিশ।

ছুটিতেও ছুটি নয়

প্রজাতন্ত্র দিবস উপলক্ষ্যে সোমবার উত্তরবঙ্গ সংবাদের পোর্টাল বাদে সব বিভাগে ছুটি থাকবে। তাই মঙ্গলবার পত্রিকার কোনও মুদ্রিত সংস্করণ প্রকাশিত হবে না

তবে প্রিয় পাঠক বঞ্চিত হবেন না। উত্তরবঙ্গ সহ দেশ-বিদেশের নিউজ বুলেটিন এবং টাটকা খবর পেতে নজর রাখুন উত্তরবঙ্গ সংবাদের নিউজ পোর্টাল এবং ফেসবুক পেজে।
www.uttarbangasambad.com
www.facebook.com/uttarbangasambadofficial

সময়ের কথা

৬ ইঞ্চির স্ক্রিনে শুরু ভোটের 'খেলা'

দীপ সাহা

প্রথমে ছিল স্রেফ 'খেলা হবে'। সেখান থেকে বিবর্তিত হয়ে দাঁড়াল 'ভয়ংকর খেলা হবে'। আর এখন বাংলা রাজনীতির রঙ্গমঞ্চে সেটাই নতুন মোড়কে 'ফাটাফাটি খেলা হবে'। শেষের এই আপ্তবাক্যটির বক্তা স্বয়ং মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়, যিনি রাজ্যের শাসকদল তৃণমূল কংগ্রেসের সর্বময় নেত্রীও।

বঙ্গ রাজনীতিতে একসময় যা ছিল নিছকই কর্মীদের চাঙ্গা করার স্লোগান, আজ সেটাই এক নির্মম বাস্তব।

আনুষ্ঠানিকভাবে বাংলায় ভোট ঘোষণা কবে হবে ঠিক নেই, কিন্তু তার আগেই চুপিসারে 'খেলা' শুরু হয়ে গিয়েছে রাজনীতিতে। এই খেলা অবশ্য এখন আর মাঠের ধুলোবালি মেখে নয়, হচ্ছে শীতাতপনিয়ন্ত্রিত ঘরের নরম গদি আর স্মার্টফোনের নীল আলোর জগতে।

রাজনীতির অ্যালগরিদম নিয়ে যাঁরা নাড়াঘাঁটা করেন, তাঁরা এর নাম দিয়েছেন 'ডিজিটাল নিলাম'। হাটের নাম সোশ্যাল মিডিয়া, পণ্য হল 'জনমত', আর সেই পণ্যের দালাল, যাদের কেতাবি নাম 'ইনফ্লুয়েন্সার'। একদা যাঁরা লিপস্টিকের শেড কিংবা বিরিয়ানির হাঁড়ির খবর দিয়ে নেটিজেনদের মন ভোলাতেন, আজ তাঁরাই রাজনীতির গুরুগম্ভীর বুলি আউড়ে ঠিক করে দিতে চাইছেন আপনি কাকে ভোট দেবেন।

এপার বাংলার রাজনীতিতে 'খেলা হবে' স্লোগানটি তৃণমূল কুক্ষিগত করে রাখলেও, আড়ালে কিন্তু বেড়ে 'খেলছে' বিজেপিও। বাম, কংগ্রেসের কথা বাদ রাখছি, কারণ এই 'খেলা'য় তারা দুধভাত। আছে আবার নেই-ও।

ক'দিন আগে উত্তরবঙ্গের এক ইনফ্লুয়েন্সার বলছিলেন, 'ছয় অঙ্কের অফার পেয়েছিলাম দাদা। দুটো দলের থেকেই। কিন্তু নিজেকে বিকিয়ে দিতে পারলাম না। আমার বন্ধু এবং ভাইস্থানীয় অনেকেই ফাঁদে পা দিয়েছে। অল্প সময়ে বড়লোক হওয়ার লোভ তো...।'

কথাটা যে ভুল নয়, তার প্রমাণ পেলাম গত পরশু। ফেসবুক স্ক্রল করতে করতে চোখ আটকাল এক কনটেন্ট ক্রিয়েটরের প্রোফাইলে। হাস্যিঠাট্টার নানা ভিডিও বানান তিনি। দিনদুয়েক আগে হঠাৎ

এরপর বারোর পাতায়

শহরের ক্ষোভে উর্বর পদ্মের নির্বাচনি জমি

প্রতিটি বিধানসভা এলাকা একেকটি জীবন্ত জনপদ। তার নিজস্ব রসায়ন আছে। একেক বিধানসভায় রাজনীতির বোঝাপড়া একেকরকম। ভোটের আগে প্রতিটি বিধানসভার সেইসব গোপন রাজনৈতিক রসায়নের কথা তুলে ধরছে উত্তরবঙ্গ সংবাদ। আজ নজরে ধূপগুড়ি

ভোটের অঙ্ক

সপ্তর্ষি সরকার ও পূর্ণেন্দু সরকার

ধূপগুড়ি, ২৫ জানুয়ারি : ধূপগুড়ি হাসপাতালের আশপাশে ইদানীং দিনরাত ভারী যন্ত্রপাতির আওয়াজ মেলে। তিরিশ কোটি টাকা খরচে ছয়তলা ঢাউস মাপের সুপারস্পেশালিটি হাসপাতাল গড়ার কাজ চলছে যে। হাসপাতালের গেটের বাইরে দাঁড়িয়ে সেদিকে ইশারা করে ওষুধের দোকানদারকে এক ক্রেতা বললেন, 'তোমাদের তো গুটি লাল।' দোকানি সহাস্য জবাব দেন, 'তোমাদের বোলো না, বলো আমাদের সবার। হাসপাতাল হলে ধূপগুড়ির সবথেকে বড় সমস্যার সমাধান হবে।'

মাথা নেড়ে সায় দিয়ে ক্রেতা পালটা বলেন, 'ভাগ্যিস মহকুমাটা হয়েছিল। তা না হলে কি হাসপাতালের এই উন্নয়ন হত?' প্রাক্তন বিজেপি বিধায়ক বিষ্ণুপদ রায়ের মৃত্যুর পর ২০২৩-এ বিধানসভার উপনির্বাচনে তৃণমূলের সবথেকে বড় প্রতিশ্রুতি ছিল সময় বেঁধে মহকুমা ঘোষণা। তার সুফল মিলেছিল। হাড্ডাহাড্ডি লড়াই হলেও ৪৩০৯ ভোটে জয়ী হয়েছিল তৃণমূল।

ধূপগুড়ি শহরে অবশ্য ৯৪১ ভোটে পিছিয়ে ছিলেন তৃণমূল প্রার্থী। ছয়তলা হাসপাতাল যেখানে গড়ে উঠছে, শহরের সেই ৮ নম্বর ওয়ার্ডে সবথেকে বেশি ব্যবধানে ছিল বিজেপির সঙ্গে। পরিসংখ্যান দেখলে বোঝা যায়, ২০০৭ থেকেই এই হাসপাতাল বিজেপির দুর্ভেদ্য দুর্গ। উপনির্বাচনে তৃণমূল জেতার পর শুধু ধূপগুড়ি হাসপাতালের ভোল বদল নয়, বানারহাটে তিরিশ কোটি টাকায় গ্রামীণ হাসপাতালের পরিকাঠামো উন্নয়নও চলছে।

হয়েছে আরও বেশকিছু কাজ। পানীয় জল, আবাস যোজনায় বরাদ্দ এবং জঞ্জাল অপসারণ নিয়ে ধূপগুড়ি শহরের নাগরিকদের ক্ষোভ চরমে। কলেজ রোডের ওপর এক দোকানদারের চাঁছাছোলা কথা, '৩ লাখ ৬৩ হাজার টাকার ঘর পাওয়ার আশায় পুরোনো ঘর ভেঙে বাড়িভাড়া নিয়ে থাকতে হয়েছে। শেষে বছরের পর বছর অপেক্ষা করে বরাদ্দ না পেয়ে সুদে টাকা ধার নিয়ে ঘরের কাজ শেষ হয়েছে। এই যাঁদের অবস্থা, তাঁরা তৃণমূলকে ভোট দেবেন কেন?'

ধূপগুড়িতে ছয়তলা হাসপাতালের কাজ চলছে জোরকদমে।

১২১ কোটি টাকায় ২২টি বড় মাপের কাজ। যেমন, পেভার্স ব্লকের রাস্তা, জয়েন্ট ব্রিজ, প্রেক্ষাগৃহ ইত্যাদি। তা সত্ত্বেও যে আসন্ন বিধানসভা নির্বাচনে ধূপগুড়ি নিরাপদ আসন নয়, তা তৃণমূলও জানে। এই বিধানসভা এলাকার ১২টি গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকা এবং একমাত্র শহর ঘুরলে স্পষ্ট হয় কারণটা। পাওয়ার আনন্দের চাইতে হয়তো না পাওয়ার জ্বালা অনেক বেশি।

সুর মেলালেন পাশে দাঁড়ানো আরেকজন। যাঁর কথায়, 'আবর্জনায় যে শহরে পথ চলা দায়, যে শহরে উদ্বোধনের ৯ বছর পরেও প্রকল্পের জল মেলে না, সেই শহরে তৃণমূল ভোট চাইবে কোন মুখে!' তাছাড়া শুধু ভোটের প্রচারে তো ভোট আসে না। মিছিল, মিটিংয়ে প্রভাবিত হন মাত্র ১০ শতাংশ মানুষ। ৩০ শতাংশ ব্যক্তিগত লাভলোকসানের (লক্ষ্মীর ভাতা, *এরপর বারোর পাতায়*

নামে 'বন্দি' স্বাধীনতা সংগ্রামীরা

মালদা শহরে তাঁদের নামে রয়েছে একটি করে রাস্তা। রাস্তার পাশে তাঁদের নাম লেখা ফলক। মালদা শহরে এই রাস্তাগুলি কোথায়, সেটাই বা কতজন জানেন?

কল্লোল মজুমদার

মালদা, ২৫ জানুয়ারি : ২৩ জানুয়ারি হোক কিংবা ২৬ জানুয়ারি বা ১৫ অগাস্ট। শুধু এই দিনগুলোতেই মনে পড়ে শান্তি সেন, তরুবালা সেন, উমা রায় কিংবা রাধেশচন্দ্র শেঠের নাম। মালদা শহরে তাঁদের নামে রয়েছে একটি করে রাস্তা। রাস্তার পাশে তাঁদের নাম লেখা ফলক। মালদা শহরে এই রাস্তাগুলি কোথায়, সেটাই বা কতজন জানেন? একটা সময় এলাকায় কিছু বোর্ড লাগানো থাকলেও এখন আর তা খুঁজে পাওয়া যায় না। দেশের স্বাধীনতা সংগ্রামে এই মানুষগুলির ভূমিকা কতটা ছিল, তা আদৌ কি জানতে চায় বর্তমান মালদা?

রবিবার সকাল নয়টা। মালদা শহরের অন্যতম ব্যস্ত এলাকা ফোয়ারা মোড়ে এক প্রবীণ বাসিন্দা শ্যামল চৌধুরী দাঁড়িয়েছিলেন টোটো ধরার জন্য। দুই হাতে ব্যাগভর্তি বাজার। একটা টোটো ফাঁকা দেখতেই জিজ্ঞাসা করলেন, 'তরুবালা সেন সরণি যাব। কত নেবে?' ওই টোটোচালক রীতিমতো অবাক হয়ে যান। 'যাব না' বলেই টোটো চালাতে শুরু করেন। শ্যামল আবার টোটোকে দাঁড় করিয়ে বলে ওঠেন, 'আরে বাবা, অমুক বেকারির পাশের গলিতে।' এবার গন্তব্য বুঝতে পারেন টোটোচালক।

এখন আর কেউ মনে না রাখলেও স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাসে মালদা জেলার এই তরুবালা সেনের নাম

রাধেশচন্দ্র শেঠ রোড। মালদায়।

অত্যন্ত উল্লেখযোগ্য। অথচ তাঁর কর্মকাণ্ড নিয়ে মালদার মানুষ আজও অন্ধকারে। অল্প বয়সেই তরুবালা তাঁর ননদ সুরবালাদেবীর হাত ধরে সম্ভবত অনুশীলন সমিতিতে যোগ দিয়েছিলেন। সেখানে তিনি লাঠি ও ছোরা খেলা সহ বাঘনখ ব্যবহার ও আত্মরক্ষার নানাবিধ প্রশিক্ষণ নেন। ১৯৩২-'৩৩ সালে আইন অমান্য আন্দোলন করতে গিয়ে কারাবরণ করেন।

মালদা শহরে যে রাস্তাটি রাজমহল রোড নামে পরিচিত, খাতায়-কলমে তার আসল নাম কিন্তু বলদেবানন্দ গিরি রোড। মালদা শহরের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ও ব্যস্ততম রাস্তার মধ্যে এটি একটি। বড় বড় শপিং মল, পেট্রোল পাম্প, ওষুধের দোকান, খাবার দোকান কী নেই এই এলাকায়? এই এলাকার যানজটের কথা সবাই জানে, কিন্তু যাঁর নামে এই রাস্তা, *এরপর বারোর পাতায়*

ক্যামেরায় ছবি জোড়া কালো চিতাবাঘের

তমালিকা দে

শিলিগুড়ি, ২৫ জানুয়ারি : কার্সিয়াংয়ের জঙ্গলে ঘুরে বেড়াচ্ছে জোড়া আতঙ্ক। চার-চারটি জ্বলন্ত চোখ নিয়ে যেন সাক্ষাৎ দুই কালান্তক যম! একের পিছে আরেক। ওরা ব্ল্যাক লেপার্ড, বাংলায় যাকে বলে কালো চিতাবাঘ।

শেষ কবে এমন দৃশ্য দেখা গিয়েছে, মনে করতে পারছেন না অনেকেই। শনিবার রাতে কার্সিয়াং ডিভিশনের বাগোরায় বন দপ্তরের ট্র্যাপ ক্যামেরায় ধরা পড়েছে এই 'বিরল দৃশ্য'। ভিডিও প্রকাশ করে জানিয়েছেন কার্সিয়াং-এর ডিএফও দেবেশ পান্ডে। মাসখানেক আগে কার্সিয়াংয়ের পাহাড়ে দেখা গিয়েছিল বিরল কালো বার্কিং ডিয়ার। এবার জোড়া কালো চিতাবাঘের দেখা পাওয়ায় স্বাভাবিকভাবেই খুশির হাওয়া বন দপ্তরে। ইতিমধ্যে সমাজমাধ্যমে ভাইরাল এই জোড়া কালো চিতাবাঘের ভিডিও।

কার্সিয়াংয়ের রেঞ্জ অফিসার মনোজ ছেত্রী বলেন, 'চিতাবাঘ সাধারণত দল বেঁধে ঘোরে না। ট্র্যাপ ক্যামেরায় ধরা পড়া এই ভিডিও দেখে আমাদের প্রাথমিক অনুমান, এরা সম্ভবত যুগল। ফলে এদের সঙ্গে শাবক থাকার বিষয়ও অস্বাভাবিক নয়। সেক্ষেত্রে জোড়ায় কালো চিতাবাঘের দেখা পাওয়ার পর থেকেই আমরা আশা করছি, জঙ্গলে এই প্রজাতির সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছে। এই খবর খুবই আশাজনক। তবে এখন আমাদের লক্ষ্য হল, জঙ্গলে এদের জন্য পর্যাপ্ত শিকারের বন্দোবস্ত করা।'

কার্সিয়াংয়ের জঙ্গলে ব্ল্যাক লেপার্ড।

শুধু বন্যপ্রাণী নয়। চোরাশিকারিদের গতিবিধির ওপর নজরদারি রাখার জন্যও কার্সিয়াংয়ের জঙ্গলে ট্র্যাপ ক্যামেরা বসিয়েছে বন দপ্তর। তবে আগে ট্র্যাপ ক্যামেরায় কখনও একসঙ্গে দুটি কালো চিতাবাঘ বা মেলানিস্টিক লেপার্ডের দেখা মেলেনি। বিশেষজ্ঞদের মতে, এই দৃশ্য খুবই বিরল। ডিএফও দেবেশ বলেন, 'এক বছরের বেশি সময় ধরে বন্যপ্রাণ সংরক্ষণের লক্ষ্যে বিভিন্ন পদক্ষেপ করা হয়েছে। বিনা অনুমতিতে যাতে বনের ভেতরে কেউ প্রবেশ করতে না পারেন সেদিকে বনকর্মীরা নজর রাখছেন। এর আগেও ট্র্যাপ ক্যামেরায় কালো চিতাবাঘের দেখা পাওয়া গিয়েছিল। কিন্তু এমন একের পর এক কালো চিতাবাঘের পদচারণার ছবি অতি বিরল।'

> **এখন আমাদের লক্ষ্য, জঙ্গলে এদের জন্য পর্যাপ্ত শিকারের বন্দোবস্ত করা।**
>
> -মনোজ ছেত্রী
> রেঞ্জ অফিসার, কার্সিয়াং

বিশেষজ্ঞদের মতে, মেলানিস্টিক লেপার্ড মূলত চিতাবাঘেরই প্রজাতি। তবে জিনগত বিবর্তনের কারণে এদের শরীরে অতিরিক্ত মেলানিন নামক রঞ্জক পদার্থ থাকে। এর ফলে এই চিতাবাঘের শরীর কালো রঙের হয়ে যায়। তবে গায়ের চাকা দাগ পর্যবেক্ষণের পরেই লিঙ্গ নির্ধারণ করে জানা যাবে এরা এক পরিবারের কি না। এর আগে, গতবছর ২৩ জানুয়ারি কার্সিয়াংয়ের চিমনি থেকে বাগোরাগামী কালো চিতাবাঘের ভিডিও ভাইরাল হয়েছিল। সেবারও শোরগোল পড়ে গিয়েছিল। তারপরেও কার্সিয়াংয়ের জঙ্গলে দেখা পাওয়া গিয়েছে এই কালো চিতাবাঘের।

শাবক উদ্ধার

মালবাজার, ২৫ জানুয়ারি : রেললাইনের উপর দাঁড়িয়ে থাকা একটি অসুস্থ চিতাবাঘের শাবককে প্রাণে বাঁচালেন গ্রামবাসীরা। মাল ব্লকের ডামডিম গ্রাম পঞ্চায়েতের গুডহোপ চা বাগানের নিউ কোয়ার্টার্র এলাকায়। মাল স্কোয়াড ও তারঘেরা রেঞ্জের বনকর্মীরা শাবকটি উদ্ধার করে রেঞ্জ অফিসার অঙ্কন নন্দী জানান, চিকিৎসার পর শাবকটিকে জঙ্গলে ছেড়ে দেওয়া হবে।

ভ্রমণ

গ্রুপ ট্যুরে বেড়াতে চলুন 'শ্রীলঙ্কা'। Dt:- 3/4/26 - হলিডেইয়ার। শিলি Ph :- 9434042969.

ব্যবসা

Need Business Partners/Sub Dealers for North Bengal areas by Greaves Genset Authorized Dealer having H.O. at Kolkata & Siliguri. Contact 9830215112 or 8981809841. (K)

কর্মখালি

Gangarampur B.Ed. College, Kaldighi, Dakshin Dinajpur, invites Applications for the post of Assistant Professor in the B.Ed. Section, in Pedagogy Subjects - 2 (Bengali- 1, Education- 1), in Foundation Subjects- 2, and in Fine Arts- 1. Qualification as per NCTE norms. Mail CV to gmpbedcollege@yahoo.com within 7 days. Contact : 9800434703. (K)

অ্যাফিডেভিট

I, Subir Paul, S/o- Sukchant Pal, Residing at Sajnapara, Dhupguri, Jalpaiguri, declared before the Executive Magistrate Jalpaiguri vide affidavit no. 35AA 957656 dated 16/01/26 that Subir Chandra Paul & Subir Paul both are same and one identical person.

•

আমি রবিউল সরকার, পিতা - মৃত ইয়াসিন সরকার, সুশীলদাস পল্লি, ওয়ার্ড- 19, পো:+জেলা- কোচবিহার। গত 21/01/2026 ইং J.M. ফার্স্ট ক্লাস, কোচবিহার-এর অ্যাফিডেভিট বলে ঘোষণা করছি যে, 2002 সালে ভোটার লিস্টে লেখা রবিউল ইসলাম ও রবিউল সরকার উভয় একই ব্যক্তি।

অ্যাফিডেভিট

I Rajesh Choudhury, S/o. Lt. Hari Kishan Choudhury I belong to the Agaroyala Community and my name has been a recorded Voter Card and few documents as agaroyala. On 24.01.26 before Notary Jalpaiguri District Court by affidavit I declared Rajesh Choudhury and Rajesh Agaroyala one and same identical person. (C/120212).

•

আমি স্বপ্না দে, স্বামী প্রদীপ দে, নিলকুঠী রেলঘুমটি, ওয়ার্ড নং- 09, থানা-কোতয়ালী, পো:+জেলা: কোচবিহার-736101, গত 07/01/2026 J.M. ফার্স্ট ক্লাস, সদর, কোচবিহারের অ্যাফিডেভিট বলে ঘোষণা করছি যে, কোচবিহার 4 উত্তর বিধানসভা নির্বাচন ক্ষেত্র, তালিকা নং-2002, অংশ নং- 180, ক্রমিক নং-417-এ, আমার নাম ভুলক্রমে মালা দে লিপিবদ্ধ হয়েছে। স্বপ্না দে ও মালা দে উভয়ই একই ব্যক্তি।

•

I, Matiur Rahaman, S/o- Hakimuddin, R/o- Vill- Rahamatpur, P.O.- Isadpur, P.S.- H.C.Pur, Dist- Malda. Declares that Hakimuddin & Jahur Alam is the same and one identical person who is my father, affidavit dated 11.11.2025 before the E.M. Chanchal Court, Malda. (S/T)

কারিশাল হুজুরের মেলায় পুণ্যার্থীদের ভিড়। রবিবার কোচবিহারে ভাস্কর সেহানবিশের তোলা ছবি।

তামাং সংস্কৃতি রক্ষায় সম্মেলন

শিলিগুড়ি, ২৫ জানুয়ারি : ঐতিহ্য, সংস্কৃতি তুলে ধরে তিনদিনব্যাপী বার্ষিক সম্মেলনের আয়োজন করল অল ইন্ডিয়া তামাং বুদ্ধিস্ট অ্যাসোসিয়েশন। দার্জিলিংয়ের লেবংয়ে গোর্খা স্টেডিয়ামে ৩৮তম এই সম্মেলন চলছে। তামাং সংস্কৃতির এই সম্মেলনে পর্যটকরাও অংশ নিচ্ছেন।

ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামে তামাংদের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে। কিন্তু তাঁদের আত্মবলিদান সম্পর্কে অনেকেরই জানা নেই। এই সম্মেলনে সেব্যাপারে আলোচনা করা হয়। এছাড়া তামাং সংস্কৃতির সঙ্গে পর্যটকদের পরিচয় করে দিতে তাঁদের খাবার ও নাচ, গান পরিবেশন করা হয়। তিনদিনব্যাপী অনুষ্ঠান চলবে।

২৬ জানুয়ারি পর্যন্ত এই অনুষ্ঠানে ঐতিহ্যবাহী তামাং সংস্কৃতির সঙ্গে পরিচিত হতে পারবেন পর্যটকরা। সেকারণে অনুষ্ঠানে শেলরুটি, মোমো, চাউমিন সহ বিভিন্ন রকমের খাবার পাওয়া যাবে। অনুষ্ঠানের প্রশংসা করেছেন সিকিমের মুখ্যমন্ত্রী প্রেমসিং গোলে। শনিবার তিনি লেবংয়ে এসে এই সম্মেলনে যোগ দিয়েছিলেন। দার্জিলিংয়ের পাশাপাশি সিকিমেও এধরনের অনুষ্ঠানের আয়োজনের কথা জানিয়েছেন।

- ২৬ জানুয়ারি পর্যন্ত তামাং সংস্কৃতির সঙ্গে পরিচিত হতে পারবেন পর্যটকরা
- অনুষ্ঠানে শেলরুটি, মোমো, চাউমিন সহ বিভিন্ন রকমের খাবার পাওয়া যাবে
- অনুষ্ঠানের প্রশংসা করেছেন সিকিমের মুখ্যমন্ত্রী প্রেমসিং গোলে

> **তামাং সংস্কৃতি নিয়ে সাধারণ মানুষ যাতে আরও বেশি জানতে পারেন, সেজন্য বহু বছর ধরে এধরনের সম্মেলনের আয়োজন করা হয়।**
>
> -কিরণ দোং কার্যনির্বাহী সভাপতি

সংগঠনের কার্যনির্বাহী সভাপতি কিরণ দোং বলেন, 'তামাং সংস্কৃতি সম্পর্কে অনেকেই জানেন না। কিন্তু ঐতিহ্যবাহী এই সংস্কৃতিতে অনেক কিছু রয়েছে। তামাং সংস্কৃতি নিয়ে সাধারণ মানুষ যাতে আরও বেশি জানতে পারেন, সেজন্য বহু বছর ধরে এধরনের সম্মেলনের আয়োজন করা হয়।' এই সম্মেলনে তামাং সম্প্রদায়ের বিভিন্ন ক্ষেত্রে বিশিষ্টদের সংবর্ধনা দেওয়া হয়। পাহাড়ে ঘুরতে এসে অনেক পর্যটকও এই সম্মেলনে অংশ নেন।

স্বয়ংক্রিয় সিগন্যালিং-এর ব্যবস্থা এবং সেন্ট্রালাইজড ট্র্যাফিক নিয়ন্ত্রণ কাজ

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং. : এসঅ্যান্ডটি_সিওএন_২০২৫_০৮, তারিখ : ১৬-০১-২০২৬। নিম্নস্বাক্ষরকারী কর্তৃক নিম্নলিখিত কাজের জন্য ই-টেন্ডার আহ্বান করা হচ্ছে। টেন্ডার নং. : ডিওয়াই.সিএসটিই_সিওএন_এনজেপি_২০২৫_০৮_০৪_আর; কাজের নাম : উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের কাটিহার ডিভিশনে সূর্যকমল থেকে ওল্ড মালদা সেকশনে (১১৮ কিলোমিটার) এবং কাটিহার থেকে মুকুরিয়া সেকশনে (৩৪ কিলোমিটার) স্বয়ংক্রিয় সিগন্যালিং ব্যবস্থার কাজের জন্য এবং ওল্ড মালদা-নিউ জলপাইগুড়ি ও কাটিহার-মুকুরিয়া সেকশনে সেন্ট্রালাইজড ট্র্যাফিক কন্ট্রোল (সিটিসি) ব্যবস্থা চালু করার জন্য প্রকল্প ব্যবস্থাপনা পরিষেবা প্রদানের জন্য অথরিটি ইঞ্জিনিয়ার নিয়োগের জন্য রিকোয়েস্ট ফর প্রপোসাল (আরএফপি)। কাজের আনুমানিক মূল্য : ৩,৬৮,৪২,৬৯০/- টাকা; বায়না মূল্য : ৩,৩৪,২০০/- টাকা; টেন্ডার বন্ধের তারিখ ও সময় ১৩-০২-২০২৬ তারিখে ১২:০০ টায়। সম্পূর্ণ তথ্য এবং ই-টেন্ডারের নথি www.ireps.gov.in ওয়েবসাইটে পাওয়া যাবে।

ডেপুটি সিএসটিই/সিওএন, নিউ জলপাইগুড়ি
উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
নির্মাণ সংস্থা
হাসি মুখে গ্রাহক সেবা

ধামসা ফিরল বিয়েতে

ঐতিহ্য ফেরানোর তাগিদ আদিবাসী জনগোষ্ঠীতে

রাজু সাহা

শামুকতলা, ২৫ জানুয়ারি : একসময় আদিবাসী জনগোষ্ঠীর বিয়েতে ধামসা, মাদলের তালে গান ও নাচ অপরিহার্য অঙ্গ ছিল। বর্তমানে সেই জায়গা দখল করে নিয়েছে হিন্দি গানের সঙ্গে চটুল নাচ। তবে শামুকতলার এক আদিবাসী বিয়ের অনুষ্ঠান এই হারিয়ে যেতে বসা ঐতিহ্যকে ফিরিয়ে আনল। শনিবার গভীর রাত পর্যন্ত সেই বিয়েতে ধামসা, মাদলের তালে আদিবাসী নৃত্য চলে। তরুণ, তরুণী থেকে শুরু করে প্রবীণরা সেই তালে কোমর দোলালেন। নিজেদের সংস্কৃতিকে এভাবে ফিরিয়ে আনার প্রচেষ্টা অতিথিদের নজর কেড়েছে।

শনিবার শামুকতলা-আলিপুরদুয়ার রাজ্য সড়কের পাশে আদিবাসী দম্পতি সুনীল হাঁসদা ও সুষন্না মুর্মুর একমাত্র ছেলে সানি হাঁসদার বিয়ের প্রীতিভোজ অনুষ্ঠান ছিল। গত ২২ তারিখ কার্তিকা ক্যাথলিক চার্চে সানির সঙ্গে ফাঁসখাওয়া চা বাগানের মেরিগ্রেস ভেংরার বিয়ে হয়। শনিবার প্রীতিভোজে আমন্ত্রিত হয়ে এসেছিলেন আলিপুরদুয়ার ডিস্ট্রিক্ট প্রাইমারি স্কুল কাউন্সিল (ডিপিএসসি)-এর চেয়ারম্যান পরিতোষ বর্মন। তিনি বলেন, 'আমি রাজবংশী সম্প্রদায়ের মানুষ। আমাদের সম্প্রদায়ের বিয়ের অনুষ্ঠানে গান ও নিজস্ব সংস্কৃতির নাচের প্রচলন ছিল। কিন্তু ধীরে ধীরে সেই সংস্কৃতি হারিয়ে যাচ্ছে। ধামসা, মাদলের জায়গা নিয়েছে সাউন্ড বক্স। এখনকার বিয়েতে হিন্দি গানের তালে চটুল নাচ চলে। এই পরিস্থিতিতে সানির বিয়েতে আদিবাসী সংস্কৃতিকে যেভাবে তুলে ধরা হল সেটা মনে ভীষণ আনন্দ দিয়েছে। এভাবেই নিজস্ব সংস্কৃতিকে বাঁচিয়ে রাখার উদ্যোগ নিতে হবে।'

শামুকতলা গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধান আজেন মিঞ্জ, জেলা পরিষদ সদস্য বাবুলাল মারান্ডি, ও রাহাবিয়াম কিসকুরা এই বিয়েতে আমন্ত্রিত ছিলেন। ধামসা, মাদলের তালে নাচ দেখে তাঁরা নিজেদের ধরে রাখতে পারেননি। তিনজনেই মাদল ও ধামসা কাঁধে নিয়ে বাজাতে শুরু করেন। অনেকক্ষণ সেই তালে নাচেন। বাবুলালের কথায়, 'আগে বিয়ের অনুষ্ঠানে যেভাবে নাচ, গান চলত সেটা অনেকটাই হারিয়ে যেতে বসেছে। সানির বিয়েতে এভাবে আদিবাসী সংস্কৃতিকে বাঁচিয়ে রাখার উদ্যোগ প্রশংসনীয়।'

এদিকে সুনীল ও সুষন্না অতিথিদের আনন্দ দিতে পেরে ভীষণ খুশি। সুনীলের বক্তব্য, 'ছেলের বিয়েতে নিজস্ব সংস্কৃতিকে তুলে ধরার ইচ্ছে জেগেছিল। সেজন্য ধামসা, মাদল শিল্পীদের নিয়ে আসি। বিয়ের অনুষ্ঠানে আত্মীয়স্বজন ও অতিথিরা সবাই আদিবাসী নৃত্যে অংশ নেন। এটা আমাদের কাছে অনেক বড় পাওনা।' আদিবাসী নাচ-গানে সবাই শামিল হওয়ায় খুশি নবদম্পতিও।

প্রতি শনিবার প্রতিভা রং ছড়ায় বিশ্বনাথপুরে

বিশ্বজিৎ প্রামাণিক

কুমারগঞ্জ, ২৫ জানুয়ারি : শনিবার মানেই হাফ ছুটি। তাড়াতাড়ি স্কুল শেষ করে বাড়ি ফিরে একটু ঘুম, তারপর খেলা। তবে গ্রাম হোক বা শহর, এখনকার খুদেরা অবশ্য ফোনেও ডুবে থাকে। তবে এইসব চেনা পরিচিত শনিবারগুলোর থেকে একেবারে অন্যভাবে কাটে ওদের শনিবার। ওদের মানে বিশ্বনাথপুর প্রাথমিক বিদ্যালয়ের পড়ুয়াদের। কুমারগঞ্জ ব্লকের মোহনা থেকে বাম দিকে প্রায় দুই কিলোমিটার ভিতরে বিশ্বনাথপুর গ্রাম। গ্রামের বাসিন্দা আদিবাসী ও সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের মানুষের কাছে শনিবার যেন একটা উৎসবের দিন। গ্রামে ঢুকলেই শোনা যাবে, মাইকে ভেসে আসছে গান। আরেকটু এগোলেই রংবেরংয়ের জামা পরা খুদেদের নাচ, আবৃত্তি কিংবা নাটকের সংলাপে চোখ আটকাবে। গ্রামের প্রচুর মানুষ ভিড় করে উপভোগ করছেন সেই অনুষ্ঠান। কোনও একটি শনিবার নয়, প্রতি শনিবার করেই এমন আয়োজন হয়। সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়টির লক্ষ্য, এভাবে পড়াশোনার পাশাপাশি পড়ুয়াদের সংস্কৃতিচর্চার দিকেও আকৃষ্ট করে তোলা।

বিশ্বনাথপুর প্রাথমিক বিদ্যালয়ে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে পড়ুয়ারা।

শুধু পড়ুয়াদের উন্নতি নয়, কৃষিজীবী কিংবা খেতমজুরের পেশায় যুক্ত থাকা গ্রামের অধিকাংশ মানুষের কাছেও এই উদ্যোগ গুরুত্বপূর্ণ। দারিদ্র্য আর দৈনন্দিন সংগ্রামের কঠিন জীবনে প্রতিটি শনিবার তাঁদের কাছে মরুভূমিতে মরুদ্যানের মতোই। স্কুলের প্রধান শিক্ষিকা জয়ন্তী রায় বলেন, 'শনিবারের এই সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের জন্য ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে প্রবল উৎসাহ থাকে। গোটা সপ্তাহ ধরেই তারা ঠিক করে রাখে কে কীসে অংশ নেবে। নন্দিনী পাহান, মলি বর্মন, সুর্বনা বর্মন, রাখিমা খাতুন, জাকরিনা খাতুন, সোহানা খাতুন সহ ছাত্রছাত্রীরা নিয়মিত নাচ, গান ও অভিনয়ে অংশ নেয়।' এই উদ্যোগে খুশি অভিভাবক মহম্মদ মোস্তফা মণ্ডল, খিরো পাহান, আসরাফ মণ্ডল ও পল্টু পাহানরাও। পল্টু বলেন, 'স্কুলের শিক্ষক-শিক্ষিকারা যেভাবে আমাদের ছেলেমেয়েদের এমন উদ্যোগে যুক্ত করছেন, তা সত্যিই প্রশংসনীয়। পড়াশোনার পাশাপাশি ওরা একটি সাংস্কৃতিক পরিবেশে বড় হচ্ছে। এটাই আমাদের সবচেয়ে ভালো লাগে।'

আজ টিভিতে

কান্তারা আ লেজেন্ড (ওয়ার্ল্ড টিভি প্রিমিয়ার) সন্ধে ৭.০০ জি সিনেমা

সিনেমা

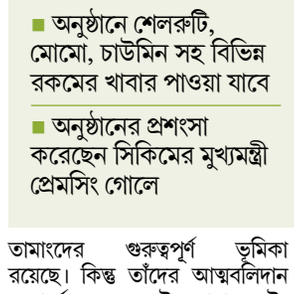

জলসা মুভিজ : সকাল ১০.১৫ লভ স্টোরি, দুপুর ১.০০ বেশ করেছি প্রেম করেছি, বিকেল ৪.১৫ হাঙ্গামা, সন্ধে ৭.৩০ টাইগার, রাত ১০.১৫ আমার মায়ের শপথ
কালার্স বাংলা সিনেমা : সকাল ৯.১৫ ফান্দে পড়িয়া বগা কান্দে রে, দুপুর ১.০০ সাথী, বিকেল ৪.০০ যুদ্ধ, সন্ধে ৭.৩০ শ্বশুরবাড়ি জিন্দাবাদ, রাত ১০.৩০ বিবাহ অভিযান
জি বাংলা সোনার : সকাল ১০.৩০ প্যান্থার, বিকেল ৪.০০ অভাগিনী, সন্ধে ৭.০০ সুলতান, রাত ১২.৩০ বহুরূপী
ডিডি বাংলা : দুপুর ২.৩০ বিন্দুর ছেলে
কালার্স বাংলা : দুপুর ২.০০ ভাই আমার ভাই
স্টার গোল্ড : দুপুর ১২.৩৩ বর্ডার, বিকেল ৩.৫৭ ফির হেরা ফেরি, রাত ৮.০০ ওয়ার টু, ১০.৫৮ টোটাল ধমাল
স্টার গোল্ড টু : সকাল ১০.৫৯ এলওসি কার্গিল, বিকেল ৩.৩১ জমিন, সন্ধে ৬.৫৫ সূরয়াস স্যাটারডে, রাত ১০.১৭ গাজি অ্যাটাক
জি সিনেমা : বেলা ১১.৩৫ রেইক টু, দুপুর ২.২৪ পুষ্পা টু, সন্ধে ৭.০০ কান্তারা, রাত ১০.০০ সূর্যবংশী
সোনি ম্যাক্স টু : দুপুর ১.০০ নসীব, বিকেল ৩.৫৮ ময়দান ই জঙ্গ, সন্ধে ৭.৪৮ আখেঁ, রাত ১০.১০ কুং ফু হ্যাসল
কালার্স সিনেপ্লেক্স বলিউড : দুপুর ১২.৩০ রিস্তে, বিকেল ৪.১০ সিংহম রিটার্নস, সন্ধে ৬.৫০ ত্রিদেব, রাত ৯.৩০ বস
অ্যান্ড পিকচার্স : দুপুর ১.১৯ হলিডে-আ সোলজার ইজ নেভার অফ ডিউটি, বিকেল ৫.০৫ সিম্বা, সন্ধে ৭.৫৯ জওয়ান, রাত ১১.১২ কমান্ডো-থ্রি

প্রজাতন্ত্র দিবসের নানা অনুষ্ঠান

কর্তব্য পথ থেকে সরাসরি সকাল ৯.৩০ মিনিট ডিডি ন্যাশনাল এবং ডিডি বাংলা চ্যানেলে

প্যান্থার সকাল ১০.৩০ জি বাংলা সোনার

ওয়ার টু (ওয়ার্ল্ড টিভি প্রিমিয়ার) রাত ৮.০০ স্টার গোল্ড

দিনপঞ্জি

শ্রীমদনগুপ্তের ফুলপঞ্জিকা মতে ১২ মাঘ, ১৪৩২, ভাঃ ১০ মাঘ, ২৬ জানুয়ারি ২০২৬, ১২ মাঘ, সংবৎ ৮ মাঘ সুদি, ৬ শাবান। সূঃ উঃ ৬।২৫, অঃ ৫।১৫। সোমবার, অষ্টমী, রাত্রি ৬।৫৮। অশ্বিনীনক্ষণ দিবা ১০।৩২। সাধ্যযোগ দিবা ৮।০ পরে শুভযোগ শেষরাত্রি ৫।০। বিষ্টকরণ দিবা ৮।১ গতে ববকরণ রাত্রি ৬।৫৮ গতে বালবকরণ শেষরাত্রি ৫।৫০ গতে কৌলবকরণ। জন্মে-মেষরাশি ক্ষত্রিয়বর্ণ মতান্তরে বৈশ্যবর্ণ দেবগণ অষ্টোত্তরী শুক্রের ও বিংশোত্তরী কেতুর দশা, দিবা ১০।৩২ গতে নরগণ বিংশোত্তরী শুক্রের দশা। মৃতে-দোষ নাই। যোগিনী-ঈশানে, রাত্রি ৬।৫৮ গতে পূর্ব্বে। কালবেলাদি ৭।৪৬ গতে ৯।৮ মধ্যে ও ২।৩৩ গতে ৩।৫৪ মধ্যে। কালরাত্রি ১০।১১ গতে ১১।৫০ মধ্যে। যাত্রা-শুভ পুর্ব্বে ও দক্ষিণে নিষেধ, দিবা ১০।৩২ গতে যাত্রা নাই। শুভকর্ম্ম-দিবা ৬।৪৯ গতে নবশয্যাসনাদুপভোগ, দিবা ৬।৪৯ গতে ১০।৩২ মধ্যে গাত্রহরিদ্রা অব্যূঢ়ান্ন নিষ্ক্রমণ দেবতাগঠন ক্রয়বাণিজ্য বিপপ্যারম্ভ পুণ্যাহ গ্রহপূজা শান্তিস্বস্ত্যয়ন বৃক্ষদিরোপণ ধান্যস্থাপন ধান্যবৃদ্ধিমান নবান্ন কারখানারম্ভ বাহন ক্রয়বিক্রয় কম্পিউটার নির্মাণ ও চালন, দিবা ১০।৩২ গতে বিক্রয়বাণিজ্য ধান্যচ্ছেদন। বিবিধ (শ্রাদ্ধ)- অষ্টমীর একোদ্দিষ্ট ও সিপণ্ডন। অমৃতযোগ- দিবা ৭।৪৮ মধ্যে ও ১০।৪৪ গতে ১২।৫৮ মধ্যে এবং রাত্রি ৬।১৪ গতে ৮।৪৮ মধ্যে ও ১১।২৬ গতে ২।৫৩ মধ্যে। মাহেন্দ্রযোগ-দিবা ৩।৯ গতে ৪।৩৮ মধ্যে।

আজকের দিনটি

শ্রীদেবাচার্য্য
৯৪৩৪৩১৭৩৯১

মেষ : নতুন কর্মক্ষেত্রে যোগ দেওয়ার সম্ভাবনা প্রবল। মূল্যবান কোনও দ্রব্য হারিয়ে যেতে পারে। বৃষ : সামান্যে সন্তুষ্ট থাকার চেষ্টা করুন। মেয়ের চাকরির খবরে খুশি হবেন। মিথুন : ব্যবসার জন্যে সরকারি ঋণ মঞ্জুর হতে পারে। পেটের অসুখে সমস্যা। কর্কট : সমাজে আপনার সুমধুর ব্যবহারে আজ প্রশংসিত হবেন। প্রেমের সঙ্গীকে ভুল বুঝে মানসিক কষ্ট। সিংহ : বিপন্ন কোনও সংসারের পাশে দাঁড়িয়ে তৃপ্তি। রাস্তাঘাটে একটু সাবধানে চলাফেরা করুন। কন্যা : অলসতার কারণে আজ হওয়া কাজ পণ্ড হতে পারে। স্বনিযুক্তি প্রকল্পে সাফল্য পাবেন। তুলা : সামান্য কারণে সংসারে সমস্যা হতে পারে। বুদ্ধির ভুলে আর্থিক খরচ বাড়বে। বৃশ্চিক : বিদেশে যাওয়ার সুযোগ তৈরি হতে পারে। মায়ের শরীর নিয়ে দুশ্চিন্তা কেটে যাবে। ধনু : অফিসের কাজে দূরে যেতে হতে পারে। পরিবারের সঙ্গে সারাদিন কাটিয়ে আনন্দ। মকর : কর্মপ্রার্থীরা ভালো খবর পেতে পারেন। মায়ের শরীর নিয়ে চিন্তা দূরে হবে। কুম্ভ : সামান্যে সন্তুষ্ট থাকুন। বেশি খেয়ে শারীরিক সমস্যা। মূল্যবান দ্রব্য হারাতে পারে। মীন : আজ ব্যবসার জন্যে বেশ কিছু লগ্নি করতে হতে পারে। বন্ধুর দ্বারা উপকৃত হতে পারেন।

সতর্কীকরণ ঃ উত্তরবঙ্গ সংবাদ অথবা পত্রিকার কোনও এজেন্ট পত্রিকায় প্রকাশিত কোনও বিজ্ঞাপনের সততা, যথার্থতার জন্য দায়ী নয়। কোনও প্রকার বিজ্ঞাপন দ্বারা প্রভাবিত হওয়ার আগে বিজ্ঞাপনের যথার্থতা যাচাই করে নিতে পাঠকদের অনুরোধ করা হচ্ছে।

মেরা ভারত মহান... জাতীয় পতাকা হাতে দৌড়। রবিবার বীরভূমের সিংঘি গ্রামে।

রেড রোডে শক্তি দেখাবে নারীবাহিনী

রিমি শীল

কলকাতা, ২৫ জানুয়ারি : জানুয়ারির শেষবেলায় ৭৭ তম প্রজাতন্ত্র দিবসকে কেন্দ্র করে কলকাতা হয়ে উঠেছে এক অভেদ্য দুর্গ ও সংহতির মিলনস্থল। সেজে উঠেছে রেড রোড। শহরজুড়ে কয়েকগুণ বাড়িয়ে তোলা হয়েছে নিরাপত্তার কড়া বেষ্টনী। সোমবার রেড রোডেই নিরাপত্তার দায়িত্বে থাকছে ২৫০০ পুলিশ। শহরে মোতায়েন থাকছে অতিরিক্ত বাহিনী। এবছর রেড রোডের কুচকাওয়াজে চমক দেখাবে নারীশক্তি। উইনার্স টিম থেকে র‍্যাপিড অ্যাকশন ফোর্সের মহিলা ইউনিট অনুষ্ঠানের কেন্দ্রবিন্দুতে। ৫০ মিনিটের অনুষ্ঠান শুরু হবে সকাল সাড়ে ১০টা থেকে। ট্যাবলোর প্রদর্শনী, স্কুলপড়ুয়াদের নিয়ে থাকছে বিভিন্ন অনুষ্ঠানের আয়োজন। বড়বাজারের দোকানগুলিতে জাতীয় পতাকার চাহিদা তুঙ্গে। সেইসঙ্গে মিষ্টির দোকানগুলিতে তৈরি করা হয়েছে 'স্পেশাল দেশপ্রেম' মিষ্টি।

লালবাজারের তরফে শীর্ষ আধিকারিকদের রাস্তায় নামতে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। বম্ব স্কোয়াড, স্নিফার ডগ, বন দপ্তরের তরফেও বারবার তল্লাশি চালানো হচ্ছে। রেড রোডকে ১৫টিরও বেশি জোনে ভাগ করা হয়েছে। রেড রোড সহ তার আশপাশে মোতায়েন থাকছে ২৩০০ পুলিশকর্মী। যার মধ্যে ২২ জন ডিসি পদমর্যাদার ও ৪৬ জন এসি পদমর্যাদার আধিকারিক থাকছেন।

কুইক রেসপন্স টিম, হেভি রেডিও ফ্লাইং স্কোয়াড, আরএফএস ও পিসিআর হিসেবে ৪০টি বিশেষ দল থাকছে। শহরের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ প্রবেশ ও প্রস্থান পয়েন্টে ২৫০০ অতিরিক্ত পুলিশ বাহিনী মোতায়েন থাকছে। ১১টি ওয়াচ টাওয়ার, ১২টি মোটরসাইকেল, ড্রোনের মাধ্যমে নজরদারি চালানো হবে। এদিন বিভিন্ন হোটেল, গুরুত্বপূর্ণ রাস্তা, মেট্রো স্টেশনেও তল্লাশি চালায় পুলিশ।

প্রজাতন্ত্র দিবস উপলক্ষ্যেও শহরের নামী দোকানগুলিতে রাখা হয়েছে স্পেশাল দেশপ্রেম মিষ্টি। বিক্রেতা পার্থ ভৌমিক বললেন, 'জাফরান, পনির ও পেস্তার মিশেলে তৈরি তেরঙা সন্দেশ বিক্রি হচ্ছে ভালো।' আর এক বিক্রেতা তপনকুমার দাস বললেন, কাজুর বরফির ওপর তেরঙা নকশা ও অশোকচক্রের সূক্ষ্ম কাজ স্বাদের সঙ্গে দেশপ্রেমকেও একসঙ্গে মিলিয়েছে।

'কমিশনের ভোটার দিবস পালন প্রহসন'

ভোটাধিকার কাড়ার অভিযোগ মমতার

অরূপ দত্ত ও দীপ্তিমান মুখোপাধ্যায়

কলকাতা, ২৫ জানুয়ারি : জাতীয় ভোটার দিবসেই কমিশনকে নিশানা করলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। নির্বাচন কমিশনের জাতীয় ভোটার দিবস উদযাপনের অধিকার নিয়েও সরব হন তিনি। নির্বাচন কমিশনকে বিজেপির 'হিজ মাস্টার্স ভয়েস' বলেও তীব্র কটাক্ষ করেন মমতা। তথ্যগত অসংগতির নামে মানুষের ভোটাধিকার কেড়ে নেওয়া হচ্ছে বলেও দাবি করেছেন তিনি। যদিও মুখ্যমন্ত্রীর মন্তব্য এখন আর রাজ্যবাসীর কাছে প্রাসঙ্গিক নয় বলেই পালটা সমালোচনা করেন রাজ্য সভাপতি শমীক ভট্টাচার্য। কমিশনের জাতীয় ভোটার দিবসের অনুষ্ঠানে বিএলও মৃত্যুর ঘটনা নিয়ে রাজনৈতিক দলের তোপের মুখে পড়ল কমিশন। শুনানির শুরু থেকেই কমিশনের বিরুদ্ধে হয়রানির অভিযোগ তুলে সরব হয়েছে তৃণমূল সহ বাম-কংগ্রেস। সেই তালিকায় এদিন যুক্ত হয়েছেন রাজ্যের মন্ত্রী শশী পাঁজা ও তৃণমূলের মুখপাত্র দেবাংশু ভট্টাচার্য।

রবিবার জাতীয় ভোটার দিবস পালনের দিনেই কমিশনকে আক্রমণ করলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। এক্স হ্যান্ডেলে মমতা লেখেন, 'নির্বাচন কমিশন আজ জাতীয় ভোটার দিবস পালন করছে। যাকে একটি করুণ প্রহসনের মতো দেখাচ্ছে।'

কমিশনের উদ্দেশে মমতার কটাক্ষ, 'হিজ মাস্টার্স ভয়েস হিসেবে কমিশন এই মুহূর্তে মানুষের ভোটাধিকার লুণ্ঠন করতে ব্যস্ত। তাদের ঔদ্ধত্য হচ্ছে জাতীয় ভোটার দিবস পালন করার- আমি এতে স্তম্ভিত, বিস্মিত, বিচলিত।' বিএলও মৃত্যু প্রসঙ্গেও এদিন সরব হয়েছেন মমতা। পোস্টে তিনি লিখেছেন, 'আপনারা মানুষকে অভূতপূর্ব অত্যাচারের মুখোমুখি দাঁড় করিয়েছেন। এখনও পর্যন্ত ১৩০ জনের বেশি মানুষ মারা গিয়েছেন। ৮৫, ৯০, ৯৫ বছরের মানুষকে শুনানিতে ডাকছেন। প্রতিবন্ধীদেরও হাজির হতে বাধ্য করছেন। তার অধিকার কি আপনাদের আছে? এই বেআইনি চাপ, নিগ্রহের ফলে আত্মহত্যা ও মৃত্যুর সংখ্যা বাড়ছে।'

মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের অভিযোগের আঁচ লেগেছে কমিশনের কর্মসূচিতেও। কমিশনের জাতীয় ভোটার দিবসের অনুষ্ঠানে তৃণমূল এবং কংগ্রেসের প্রতিনিধিরা অভিযোগ করে বলেন, 'ক্ষতিপূরণের কথা বাদ দিন। কাজ করতে গিয়ে যাঁরা মারা গিয়েছেন তাদের জন্যে কি একফোঁটা চোখের জল ফেলা যেত না!'

> **হিজ মাস্টার্স ভয়েস হিসেবে কমিশন এই মুহূর্তে মানুষের ভোটাধিকার লুণ্ঠন করতে ব্যস্ত। তাদের ঔদ্ধত্য হচ্ছে জাতীয় ভোটার দিবস পালন করার- আমি এতে স্তম্ভিত, বিস্মিত, বিচলিত**
>
> -মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়

সিপিএমের প্রতিনিধি বলেন, 'সংবাদমাধ্যমে ১২৬ জন বিএলও'র মৃত্যুর খবর আমরা দেখেছি। তাঁদের মৃত্যুতে শোকজ্ঞাপন করে ১ মিনিট নীরবতা পালন করা গেল না!'

অস্বস্তিকর প্রশ্নের মুখে পড়ে পালটা সওয়াল করতে নামতে হয় মুখ্য নির্বাচনি আধিকারিক মনোজ আগরওয়ালকে। সিইও বলেন, 'ক্ষতিপূরণের বিষয়টি আমাদের রেকর্ডে রাখা গুরুত্বপূর্ণ। প্রতিটি মৃত্যুর অভিযোগের ক্ষেত্রেই সংশ্লিষ্ট জেলা শাসককে রিপোর্ট দিতে বলা হয়েছিল। কিন্তু আজ পর্যন্ত আমরা কোনও রিপোর্ট পাইনি। সিইও দপ্তরের আলাদা কোনও তহবিল নেই। যা করবে কমিশনই করবে।'

তবে একই সঙ্গে এদিন সিইও বলেন, 'আমি আবারও বলছি যে অভিযোগ এসেছে তা দুঃখজনক। দায়িত্ব পালন করতে গিয়ে যদি কেউ দুর্ঘটনার শিকার হন, অসুস্থ হন, আপনারা নিজেরাই পরিবার নিয়ে জেলা শাসকের কাছে আবেদন করুন। জেলা শাসক তা আমাদের পাঠালে কমিশন সহানুভূতি নিয়ে দেখবে।'

কমিশনের অনুষ্ঠানে এদিন বিএলওদের রীতিমতো পিঠ চাপড়েছেন সিইও। শুধু ভোটার তালিকা সংশোধনের কাজেই নয়, নির্বাচন পরিচালনায় বিএলওদের কমিশনের প্রকৃত সৈনিক আখ্যা দিয়ে তাঁদের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকার কথা স্মরণ করিয়েছেন।

যদিও তাতে এসআইআর নিয়ে কমিশনের 'খামখেয়ালিপনা'র জেরে আমজনতার যে হয়রানি হচ্ছে তাকে আড়াল করা যায়নি। রবিবার রাজ্যের মন্ত্রী শশী পাঁজাকে শুনানিতে ডেকেছিল কমিশন। কলকাতার কেশব অ্যাকাডেমি শুনানি কেন্দ্র থেকে বেরিয়েই কমিশনের বিরুদ্ধে হয়রানির অভিযোগ তোলেন শশী। মন্ত্রীর দাবি, ২০০২-এর তালিকাতে তাঁর নাম থাকা সত্ত্বেও পরিবারের সকলকে বাদ দিয়ে তাঁকেই ডেকে পাঠানো হয়েছে। নথি হিসেবে শুনানিতে আধার কার্ড দেখানোয় তাঁর কাছে কমিশন নির্দিষ্ট ১১টি নথির মধ্যে কোনও একটি নথি দেখাতে বলা হয়। তাতেই ক্ষুব্ধ হন মন্ত্রী। জানান, 'আমার কাছে পাসপোর্ট রয়েছে। দেখাতেই পারি। কিন্তু দেখাব না। এটাই আমার প্রতিবাদ।'

সূত্রের খবর, রাজ্যের পরিবহণ সচিবও শুনানিতে ডাক পেয়েছেন। এদিনও সিইও বলেছেন, 'আইনের চোখে সবাই সমান। এক্ষেত্রে কমিশন কোনও ফারাক করতে পারে না। তথ্যে অসংগতি থাকলে তিনি যেই হন তাঁকে শুনানিতে ডাকতে হবে।'

আরজি করের তদন্তকারীকে পুলিশ পদক

কলকাতা, ২৫ জানুয়ারি : আরজি করের তরুণী চিকিৎসকের ধর্ষণ ও খুনে সিবিআই তদন্তের তদারকিতে থাকা জয়েন্ট ডিরেক্টর ভি চন্দ্রশেখর প্রজাতন্ত্র দিবসে পেতে চলেছেন রাষ্ট্রপতি পুরস্কার। সিবিআইয়ের আরও ৩১ জন আধিকারিক এই সম্মাননা পেতে চলেছেন।

বিশেষ পরিষেবার জন্য চন্দ্রশেখরকে এই সম্মান দেওয়া হচ্ছে। আরজি করের মতো হাইপ্রোফাইল মামলায় যুক্ত থাকা অন্যতম কারণ। চন্দ্রশেখর আরজি কর ছাড়াও পুনেতে নিহত সমাজকর্মী নরেন্দ্র দাভোলকরের খুনের তদন্তে যুক্ত ছিলেন। সিবিআইয়ের ২৫ জন আধিকারিককে মেধাবী পরিষেবার জন্য পুলিশ পদক দেওয়া হচ্ছে।

উচ্চমাধ্যমিকে নতুন বিষয়

কলকাতা, ২৫ জানুয়ারি : এবারে উচ্চমাধ্যমিক স্তরের পাঠ্যক্রমে আবার যুক্ত হয়েছে আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স অ্যান্ড ডেটা সায়েন্স, সাইবার সিকিউরিটি, অ্যাপ্লায়েড আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্সের মতো নতুন কিছু বিষয়। পাশাপাশি আধুনিকীকরণ করা হয়েছে মডার্ন কম্পিউটার অ্যাপ্লিকেশন ও কম্পিউটার সায়েন্সের পাঠ্যসূচিরও। এই বিষয়গুলি উচ্চমাধ্যমিক স্তরে পড়ুয়ারা চিহ্নিত করবে কি না, সেই প্রস্তুতির জন্য নতুন বুটস্ট্র্যাপ প্রোগ্রাম শুরু করতে চলেছে উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষা সংসদ। অনলাইন ও অফলাইন দু'টি মোডেই এই কর্মশালায় অংশগ্রহণ করতে পারবেন পড়ুয়ারা। মাধ্যমিক শেষ হচ্ছে ১২ ফেব্রুয়ারি। তারপরই ১৫ ফেব্রুয়ারির মধ্যে সংসদের ওয়েবসাইটে প্রকাশিত হবে একটি গুগল ফর্ম। সেখানে পড়ুয়াদের পছন্দের বিষয় নির্বাচন করে এই কর্মশালায় অংশগ্রহণের জন্য আবেদন করতে হবে। বিষয়ভিত্তিক রেজিস্ট্রেশনের জন্য জমা দিতে হবে মাথাপিছু ১০০ টাকা। এপ্রিলে বিদ্যাসাগর ভবন থেকে পরিচালিত হবে অনলাইন ক্লাস। শিক্ষা মহলের মত, মাধ্যমিকের পর উচ্চমাধ্যমিকে নতুন বিষয় বেছে নেওয়ার আগে এমন প্রস্তুতিমূলক কর্মসূচি পড়ুয়াদের আত্মবিশ্বাস বাড়াতে সাহায্য করবে।

নতুন রোস্টারে জটিলতার আশঙ্কা

কলকাতা, ২৫ জানুয়ারি : প্রথমবারের মতো চলতি স্কুল সার্ভিস কমিশনের নিয়োগে মধ্যশিক্ষা পর্ষদের রোস্টার মেনে কাউন্সেলিং প্রক্রিয়া করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হল। আর এতেই ভিন্ন মত তৈরি হয়েছে চাকরিপ্রার্থীদের মধ্যে। কেউ বলছেন, এই পদ্ধতির ফলে পছন্দের স্কুল বাছাইয়ে অনেক বেশি সুযোগ বৃদ্ধি হবে। কেউ আবার বলছেন, নতুন প্রক্রিয়া অবলম্বন করতে গেলে ফের নিয়োগে জট বাড়তে পারে। তবে এসএসসি ও পর্ষদ উভয়ের আধিকারিকরাই জানাচ্ছেন, স্টেট লেভেল সিলেকশন টেস্টের নিয়োগের কাউন্সেলিং যে কম্বাইন্ড মেরিট লিস্টের (সিএমএল) ভিত্তিতে হবে, তাতে যেহেতু বিদ্যালয়ভিত্তিক কোনও রোস্টার থাকছে না, তাই প্রার্থীরা আগের তুলনায় অনেক বেশি পছন্দের স্কুল বাছাইয়ের সুযোগ পাবেন।

তবে একাদশ-দ্বাদশের মেধাতালিকায় স্থান পাওয়া চাকরিহারা শিক্ষিকা সংগীতা সাহার কথায়, 'এই রোস্টারে বিভিন্ন ক্যাটিগোরির প্রার্থীরা কীভাবে স্কুল নির্বাচন করবেন, স্কোর কার্ডের ভিত্তিতে কীভাবে নিয়োগ শেষ হবে, আদৌ ওয়েটিংরা সুযোগ পাবেন কি না, তা এখনও ধোঁয়াশায়। নিয়োগে আর কোনও জট যেন না হয়, সেই আশা করছি।' নবম-দশমের নিয়োগে অংশগ্রহণকারী চাকরিহারা শিক্ষক রাকেশ আলম বলেন, 'নতুন পদ্ধতির ফলে আমাদের কতটা সুবিধা হবে, সেটি এখনই বলা সম্ভব নয়। আমরা চাইব ওয়েটিং লিস্টে থাকা যোগ্য শিক্ষকরা যেন নিয়োগপত্র ও পছন্দমতো স্কুল পান। একইসঙ্গে দীর্ঘ সাত বছরের অভিজ্ঞতা নতুন চাকরিতে যুক্ত করতে হবে। এছাড়াও ভেরিফিকেশনে ডাক না পাওয়া যোগ্য শিক্ষকদের নিয়ে এসএসসি ও পর্ষদ কী ভাবছে, সেটাও নিশ্চিত করা হোক।' বঞ্চনার অভিযোগে সরব হয়েছেন নতুন চাকরিপ্রার্থীরাও। তাঁদেরই একজন সন্দীপ কুণ্ডু বলেন, 'একাদশ-দ্বাদশের মেধাতালিকায় বাংলা, ইংরেজি, ইতিহাস, ভূগোলের মতো বিষয়গুলিতে নতুনদের সুযোগ একেবারেই শূন্য বললেই চলে। শুধুমাত্র ইডব্লিউএস, পিএইচ ক্যাটিগোরিতে নতুনরা সুযোগ পেয়েছেন। ইতিহাসে ৫৫৩টি আসনের মধ্যে ইন সার্ভিস শিক্ষকরা ৪৯৩টি আসন পেয়েছেন। পিএইচ ও ইডব্লিউএস মিলে মাত্র ৬০ জন ফ্রেশার্স সেখানে সুযোগ পেয়েছেন।' অর্থাৎ রোস্টার যে পদ্ধতিতেই হোক, নতুন চাকরিপ্রার্থীদের কাউন্সেলিংয়ে ডাক পাওয়ার সম্ভাবনা খুবই কম বলে মনে করছেন তাঁরা। খুব শীঘ্রই এই বিষয়ে আদালতের দৃষ্টি আকর্ষণ করার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন ফ্রেশার্সরা।

কথায় বলে, সেলের ফাঁদ পাতা ভুবনে। তার ওপর যদি হয়, 'বিপাবলিক ডে সেল', তবে তো আর কথাই নেই! বিভিন্ন ই-কমার্স সাইট থেকে শপিং মল- প্রজাতন্ত্র দিবস উপলক্ষ্যে বিশেষ ছাড়ের আয়োজন দেখা যায় অনেক জায়গায়। প্রজাতন্ত্র দিবস কি শুধুই ছাড়বেলা?

ছাড়ের গেরোয় ছাব্বিশ

পঙ্কজ মহন্ত

-এআই

বালুরঘাট, ২৫ জানুয়ারি : বালুরঘাট শহরের একটি শপিং মলে রবিবার দুপুরে বেশ জমজমাট ভিড় দেখা গেল। কিন্তু এখন তো সামনে বড় কোনও উপলক্ষ্য নেই। না আছে পুজো, না আছে অন্য কিছু। তাহলে লোকজনের কেনাকাটার প্রতি হঠাৎ এত আগ্রহ কেন? মলে প্রবেশের মুখে কথা হল কলেজ পড়ুয়া সম্রাট মহন্তের সঙ্গে। বললেন, 'বেশ মোটা ছাড়ে ইলেক্ট্রনিক সামগ্রী পাওয়া যাচ্ছে। সেই টানেই চলে এলাম।'

২৬ জানুয়ারি মানেই এখন ছাড়! প্রজাতন্ত্র দিবস আর ছাড় এই দুটি যেন এ যুগে সমার্থক শব্দ। বালুরঘাটের বাজারে ঢুকলেই তা স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে। শহরের শপিং মলগুলিতে এখন দেশাত্মবোধের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে বাড়ছে ছাড়ের বহর। কোথাও ২৬ হাজার টাকার ছাড়, তো কোথাও আবার মোবাইল কিনলেই টিভি 'উপহার'। প্রজাতন্ত্র দিবসের মর্যাদা রাখতে ছাড়ও যে ২৬-এই বাঁধা, সে ব্যাপারে কোনও রাখঢাক নেই। শহরবাসীর নজর থাকছে অনলাইন শপিংয়ের বিশাল ছাড়ের ওপরেও।

শহরের একাধিক বহুতল বিপণিতে ইলেক্ট্রনিক ও গৃহস্থালির প্রায় সমস্ত সামগ্রীতেই বিশেষ অফার। ফলে এক দোকান থেকে আরেক দোকানে ক্রেতাদের ছুটে চলা চোখে পড়ছে। গ্রীষ্ম এখনও ঢের দূরে, তবু ২৬ জানুয়ারির অজুহাতে এখনই এসি কেনার তোড়জোড়। আবার যাঁরা দীর্ঘদিন ধরে কাপড় কাচা ধোয়ার ঝক্কি পোহাচ্ছেন, তাঁদের চোখ ওয়াশিং মেশিনে। আর তরুণ প্রজন্ম? তাদের লক্ষ্য একটাই—কম দামে ভালো ক্যামেরার স্মার্টফোন।

হিলি মোড় এলাকার একটি শপিং মলের ম্যানেজার চন্দন শিকদার জানালেন, ২৬ জানুয়ারি উপলক্ষ্যে দোকানের সমস্ত সামগ্রীতেই অফার রয়েছে। আর সেই ছাড়ের বহরও অনেকটাই। কোথাও সমস্ত ইএমআই-তে সরাসরি ১০ শতাংশ ছাড় দেওয়া হচ্ছে। কোথাও আবার শর্তসাপেক্ষে এসিতে ১০ হাজার টাকা পর্যন্ত ছাড় আছে। কোনও কোনও জায়গায় আবার পুরোনো সামগ্রী বদলে মোটা টাকার ছাড় পাওয়া যাচ্ছে।

> দেশের সংবিধান কতটা পড়ব জানি না। তবে ২৬ জানুয়ারির ছাড়টা আগে থেকেই পড়ে রাখতে ভুল করিনি। বিভিন্ন অনলাইন শপিং সাইটে মোবাইল কেনার জন্য অফার দেখে রেখেছি।
>
> রাহুল সরকার

বর্তমান প্রজন্ম তো কেনাকাটায় অনেকটাই ই-কমার্স সাইটনির্ভর। সেসব সাইটও ক্রেতা টানতে ছাড়ের প্রতিযোগিতা শুরু করে দেয় এই সময়টায়। আর ক্রেতাদেরও নজর থাকে সেইদিকেই। কলেজ পড়ুয়া রাহুল সরকার হাসতে হাসতে বললেন, 'দেশের সংবিধান কতটা পড়ব জানি না। তবে ২৬ জানুয়ারির ছাড়টা আগে থেকেই পড়ে রাখতে ভুল করিনি। বিভিন্ন অনলাইন শপিং সাইটে মোবাইল কেনার জন্য অফার দেখে রেখেছি।'

সেইসঙ্গে মঙ্গলপুর এলাকার একটি শপিং মলেও ভালোই ভিড় চোখে পড়ল। যেহেতু ২৬ জানুয়ারি, তাই কার্ড পেমেন্টে ২৬ হাজার টাকার সরাসরি ছাড় দেওয়া হচ্ছে কোনও জায়গায়। ইএমআই-তে ক্যাশব্যাক, নির্দিষ্ট কোম্পানির মোবাইল কিনলে টিভি ফ্রি-র মতো আকর্ষণ তো রয়েছেই। সেই মলের ডিপার্টমেন্ট ম্যানেজার মিঠুন ঝাঁর বক্তব্য, 'ছাড়ের টানেই লোকজন আসছেন। নতুন জিএসটি চালুর আগেই এই অফার।'

ক্রেতাদের বক্তব্যেও এই ছাড়ের টানের বাস্তব চিত্রটাই ধরা পড়ল। শহরের খাদিমপুরের বাসিন্দা প্রদীপ দাস বললেন, 'প্রজাতন্ত্র দিবস মানে আগে ছিল প্যারেড দেখা। এখন মনে শুধু ছাড় দেখা। ওয়াশিং মেশিন অনেক দিন ধরেই দরকার ছিল, এই অফারে না কিনে উপায় ছিল না।'

অনলাইন হোক বা অফলাইন। সবখানেই ছাড়ের অঙ্ক যত বড়, ক্রেতার আগ্রহ তত বেশি। বাজার ঘুরে এটুকু পরিষ্কার, ২৬ জানুয়ারি মানে দেশপ্রেমের আবেগের সঙ্গে ছাড়ের আকর্ষণও সমানতালে জড়িয়ে যাচ্ছে।

রেজাল্টটা একটু দেখো মা।। *ময়নাগুড়িতে ছবিটি তুলেছেন অনুশ্রী দাস।*

পাঠকের লেন্সে
8597258697
picforubs@gmail.com

চাকরি নিয়ে আন্দোলনে যুব মোর্চা

রায়গঞ্জ, ২৫ জানুয়ারি : রাজ্যে ক্ষমতায় আসার পর তৃণমূল কংগ্রেস সরকার কর্মসংস্থানের কোনও ব্যবস্থা করতে পারেনি। এই অভিযোগ তুলে 'পোস্ট কার্ড ক্যাম্পেন' কর্মসূচিতে নামতে চলেছে বিজেপি যুব মোর্চা। এদিন দুপুরে দলের জেলা কার্যালয়ে এ বিষয়ে সাংবাদিক বৈঠক করা হয়। উপস্থিত ছিলেন যুব মোর্চার জেলা আহ্বায়ক ভক্তকুমার রায় সহ সংগঠনের অন্য সদস্যরা।

যুব মোর্চার দাবি, গত ১৫ বছরে এই রাজ্যের ৩০ লক্ষ মানুষ কাজ হারিয়েছেন। বর্তমানে ৭০ লক্ষ মানুষ ভিনরাজ্যে পরিযায়ী শ্রমিক হিসেবে কর্মরত। ভক্ত বলেন, '২০১৫ থেকে পিএসসি, এসএসসি, টেট ইত্যাদি বিভিন্ন পরীক্ষায় দুর্নীতি হয়েছে। ২৬ হাজার শিক্ষক-শিক্ষাকর্মী চাকরি হারিয়েছেন। পশ্চিমবঙ্গ সরকার ব্যর্থ হয়েছে শিক্ষিত যুবসমাজের কর্মসংস্থান করতে। সেজন্য সোমবার থেকে জেলাজুড়ে আমরা পোস্ট কার্ড ক্যাম্পেন শুরু করতে চলেছি। মুখ্যমন্ত্রীকে পদত্যাগের দাবি জানিয়ে সরাসরি মুখ্যমন্ত্রীর দপ্তরে চিঠি পাঠানো হবে। জেলার প্রত্যেক বিধানসভা এলাকায় একাধিক শিবির স্থাপন করা হবে।' পুরো রাজ্য থেকে ১০ লক্ষ এবং উত্তর দিনাজপুর জেলা থেকে ৩৫ হাজার চিঠি মুখ্যমন্ত্রীর কাছে পাঠানো হবে বলে জানান ভক্ত। সংগঠনের তরফে এই কর্মসূচির নাম রাখা হয়েছে 'চাকরি চায় বাংলা, চাকরি চাই বিজেপি তাই'।

রায়গঞ্জ বিধানসভা কেন্দ্রের অন্তর্গত ঘড়ি মোড়, বকুলতলা, শ্যামপুর মোড়, বারোদুয়ারি হাট, কমলাবাড়ি সহ মোট ছয় জায়গায় শিবির হবে। করণদিঘি, হেমতাবাদ ও কালিয়াগঞ্জ বিধানসভা কেন্দ্রে চারটি শিবির হবে। গোয়ালপোখর ও চাকুলিয়া বিধানসভা কেন্দ্রে দুটি করে এই শিবির করা হবে বলে যুব মোর্চা সূত্রে খবর। ইটাহারেও বেশ কয়েকটি শিবির খোলা হবে। সংগঠনের রাজ্য নেতৃত্ব পোস্ট কার্ডে মুখ্যমন্ত্রীর পদত্যাগের দাবি জানিয়ে বয়ান ছাপিয়ে পাঠাবে। তরুণ-তরুণীরা সেগুলিতে স্বাক্ষর করে ও নিজের শহরের নাম উল্লেখ করে ওই শিবিরে জমা দেবেন। সংগঠনের তরফে ডাকযোগে সরাসরি মুখ্যমন্ত্রীর কাছে সেই পোস্ট কার্ডগুলো পাঠানো হবে।

অন্যদিকে, এই ইস্যুতে বিজেপিকে কটাক্ষ করতে ছাড়েনি তৃণমূল। দলের জেলা সভাপতি কানাইয়ালাল আগরওয়াল বলেন, 'প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুতি মোতাবেক প্রতি বছর দু'-কোটি চাকরি, মানে ১১ বছরে ২২ কোটি চাকরি হওয়ার কথা ছিল। কত চাকরি হয়েছে, সেই হিসেব কি বিজেপি যুব মোর্চা রেখেছে?'

২ কোটির ব্রাউন সুগার বাজেয়াপ্ত

মালদা ও কালিয়াচক, ২৫ জানুয়ারি : ফের ব্রাউন সুগারের বেআইনি কারবারের বিরুদ্ধে অভিযান চালিয়ে সাফল্য পেল মালদা জেলা পুলিশ। শনিবার রাতে কালিয়াচকের শেরশাহি এলাকার একটি মাঠে অভিযান চালিয়েছিল পুলিশ। অভিযানে প্রায় দুই কোটি টাকার ব্রাউন সুগার এবং ব্রাউন সুগার তৈরির সরঞ্জাম বাজেয়াপ্ত হয়। গ্রেপ্তার করা হয়েছে পাঁচ মাদক কারবারিকে। অভিযোগ, ওই এলাকায় দীর্ঘদিন ধরে এই মাদক তৈরির কারখানা চলছিল। সেখান থেকে ব্রাউন সুগার তৈরি করে বিভিন্ন জায়গায় পাচার করা হত।

রবিবার জেলা পুলিশ সুপার অভিজিৎ বন্দ্যোপাধ্যায় জানান, শনিবার রাতে কালিয়াচক থানার শেরশাহির মহেশপুর নয়াগ্রামের আম এবং লিচু বাগানের মধ্যে কাঁচামাল থেকে নিষিদ্ধ মাদক ব্রাউন সুগার তৈরির বেআইনি কর্মকাণ্ড চলছিল। গোপন সূত্র মারফত সে কথা জানতে পেরে কালিয়াচক থানার পুলিশ ওই এলাকায় অভিযান চালায়। পাঁচজনকে ধরতে পারলেও বাকিরা পালিয়ে যেতে সক্ষম হয়। ধৃতদের নাম মহম্মদ তসলিম শেখ, আবদুল্লাহ শেখ, রাজীব শেখ, মহম্মদ তাজেল শেখ এবং মুরসেলিম শেখ। তাদের ডেরা থেকে পুলিশ ২ কেজি ৪০০ গ্রাম ব্রাউন সুগার বাজেয়াপ্ত করেছে। যার আনুমানিক মূল্য দুই কোটি টাকারও বেশি।

পুলিশ সুপারের কথায়, 'জেলা পুলিশের তরফে 'সে নো টু ড্রাগ' নামক একটি কর্মসূচি নেওয়া হয়েছে। এই কর্মসূচির আওতায় ইতিমধ্যে আমরা কিউআর কোড প্রকাশ করেছি। সাধারণ মানুষকে সচেতন করতে নেতাজির জন্মজয়ন্তীতে ফুটবল টুর্নামেন্টেরও আয়োজন করা হয়েছিল। তাতে সাফল্য মিলছে।'

প্রাথমিক তদন্তে জানা গিয়েছে, ধৃতরা বিভিন্ন রাজ্য থেকে কাঁচামাল আমদানি করে কালিয়াচকে বসে সেখান থেকে ব্রাউন সুগার তৈরি করছিল। তাই এই চক্রে আর কে বা কারা জড়িত রয়েছে তা খতিয়ে দেখছে পুলিশ।

ধৃত পাঁচ মাদক কারবারি

গ্রামবাসীর অভিযোগ, ওই আম-লিচুর বাগানের দীর্ঘদিন ধরে ব্রাউন সুগারের কারবার চলছিল। পুলিশকে অনেকবার বিষয়টি জানানোর পরেও পদক্ষেপ করা হয়নি। কিন্তু এবার জেলা পুলিশের লাগাতার অভিযানে খুশি পুলিশ। একদিকে মজমপুরের মাদক মাফিয়া এনারুল হক গ্রেপ্তার হয়েছে। অন্যদিকে, শেরশাহি এলাকায় এই অভিযানে সাফল্য পেয়েছে পুলিশ।

তরুণের মৃত্যু

কুমারগঞ্জ, ২৫ জানুয়ারি : কুমারগঞ্জ ব্লকের মহীপুর গ্রামতলায় ট্র্যাক্টরের ধাক্কায় মৃত্যু হল দেবাশিস সরকারের (২৫)। শনিবার বিকেলে সাফানগর হাট থেকে বাড়ি ফেরার সময় গ্রামতলায় একটি ট্র্যাক্টর আচমকা এসে তাঁকে ধাক্কা মারে। রাস্তায় ছিটকে পড়েন এবং গুরুতর আহত হন তিনি। স্থানীয়রা তাঁকে উদ্ধার করে বালুরঘাট জেলা হাসপাতালে নিয়ে গেলে চিকিৎসকরা মৃত ঘোষণা করেন। রবিবার দেহের ময়নাতদন্ত সম্পন্ন হওয়ার পর পরিবারের হাতে তুলে দেওয়া হয়। কুমারগঞ্জ থানার পুলিশ তদন্ত শুরু করেছে। ট্র্যাক্টরচালকের খোঁজে তল্লাশি চলছে।

বালি চুরি

কুমারগঞ্জ, ২৫ জানুয়ারি : ফের উত্তপ্ত হয়ে উঠল পতিরাম বর্ষাপাড়ার চর এলাকা। রবিবার সকালে চর থেকে বালি চুরি করতে গিয়ে স্থানীয়দের ক্ষোভের মুখে পড়ে বালি মাফিয়ারা। বিক্ষোভকারী মিলন মুর্মু বললেন, 'এর আগেও একাধিকবার এই চরের বালি নিয়ে ঝামেলা হয়েছে। বালি তোলার ফলে রাস্তা চলাচলে মারাত্মক সমস্যা হচ্ছে। প্রতিবাদ করায় হুমকি দেওয়া হয়েছে।' এই চরকে কেন্দ্র করে আগে মারপিটের ঘটনাও ঘটেছে। এমনকি চরের গাছে আগুন লাগানোর ঘটনাও ঘটেছিল। বালুরঘাট ভূমি ও ভূমি সংস্কার দপ্তরের আধিকারিক রণেন্দ্রনাথ মণ্ডল জানিয়েছেন, লাগাতার অভিযান চালানো হচ্ছে।

গীতা পাঠ

রায়গঞ্জ ও ডালখোলা, ২৫ জানুয়ারি : রায়গঞ্জ বিধানসভার গ্রাম এবং শহর এলাকায় হিন্দু সম্মেলন এবং গীতা পাঠ অনুষ্ঠিত হয় রবিবার। রায়গঞ্জ রেলস্টেশনের ২ নম্বর প্ল্যাটফর্ম লাগোয়া এলাকায় হিন্দু সম্মেলনের পাশাপাশি গীতা পাঠ হয়। বন্দর রাম সীতা মন্দির প্রাঙ্গণেও পুজো এবং নামসংকীর্তন হয়। পাশাপাশি কমলাবাড়ি-২ অঞ্চলের সোনাবাড়ি মাঠ, রায়গঞ্জ সংলগ্ন সুভাষগঞ্জ, উদয়পুর, গৌরী এলাকাতেও এদিন হিন্দু সম্মেলন হয়েছে। ডালখোলা পুরসভার ভূষামণি রাধাগোবিন্দ মন্দির প্রাঙ্গণেও সহস্রাধিক কণ্ঠে গীতা পাঠ হয়েছে রবিবার।

বিজ্ঞানমেলা

ডালখোলা, ২৫ জানুয়ারি : ডালখোলা গার্লস স্কুল প্রাঙ্গণে রবিবার অনুষ্ঠিত হল আচার্য সত্যেন্দ্রনাথ বসু বিজ্ঞানমেলা। পাশাপাশি ১৪তম চন্দন মজুমদার স্মৃতি রক্তদান শিবিরও অনুষ্ঠিত হয়েছে। সংগঠনের তরফে জানানো হয় মোট ৬৬ জন রক্তদান করেছেন। ইসলামপুর মহকুমা হাসপাতালের তরফে রক্ত সংগ্রহ করা হয়। রক্তদানের পাশাপাশি বিজ্ঞানমেলায় বিজ্ঞান প্রদর্শনী, রান্নাঘরে বিজ্ঞান, হাতেকলমে বিজ্ঞান, কৃতী সংবর্ধনা, পুরস্কার বিতরণ, আলোচনা, যুক্তিবাদী অনুষ্ঠান, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান হয়।

কনভেনশন

রায়গঞ্জ, ২৫ জানুয়ারি : ১২ ফেব্রুয়ারি শিল্প ধর্মঘটের সমর্থনে রবিবার দুপুরে রায়গঞ্জ শহরের বিধাননগর মোড় এলাকায় কেন্দ্রীয় ট্রেড ইউনিয়ন, বস্তি সংগঠন, সংযুক্ত কিষান মোর্চা ও ১২ই জুলাই কমিটির ডাকে যৌথ কনভেনশন হয়।

এসআইআর-এ হয়রানির অভিযোগ
প্রতিবাদে পথে তৃণমূল

গৌড়বঙ্গ ব্যুরো

২৫ জানুয়ারি : এসআইআর শুনানির লাইনে দীর্ঘক্ষণ দাঁড়িয়ে থেকে অজ্ঞান হলেন এক প্রৌঢ়। রবিবার দুপুরে কুশমণ্ডি কিষান মান্ডিতে এমনই হয়রানির চিত্র ধরা পড়ল। অসুস্থ হয়ে পড়া ওই ব্যক্তির নাম সুবান মোল্লা (৫৬)। বাড়ি মহীপাল গ্রামে। তাঁকে কুশমণ্ডি হাসপাতালে ভর্তি করেন লাইনে দাঁড়িয়ে থাকা মানুষ। কুশমণ্ডি পঞ্চায়েত সমিতির জনস্বাস্থ্য কর্মাধ্যক্ষ পিউ ঘোষ বসাক বলেন, 'সুবান মোল্লাকে নির্বাচন কমিশন থেকে চিঠি পাঠানো হয়। আজ সকালে তিনি কিষান মান্ডিতে এসে শুনানির লাইনে দাঁড়িয়ে ছিলেন। হঠাৎ তাঁর মাথা ঘুরে যায়।' সুবান মোল্লা বর্তমানে সুস্থ হলেও হাসপাতালে ডাক্তারদের পর্যবেক্ষণে রয়েছেন। সুবান মোল্লার পরিবারের সদস্যরা খবর পেয়ে হাসপাতালে ছুটে এসে কান্নায় ভেঙে পড়েন। তাঁর স্ত্রী রহিমা খাতুন বলেন, 'নির্বাচন কমিশনের চিঠি পাওয়ার পর থেকেই আমার স্বামী উদ্বিগ্ন ছিলেন।' হাসপাতালের বেডে শুয়ে সুবান মোল্লা বলেন, 'আমি ১৩৯ নম্বর সংসদের বাসিন্দা। সব কাগজপত্র জমা দিয়েছি। কেন আমাকে ডেকে পাঠানো হয়েছে জানি না।'

> আমি ১৩৯ নম্বর সংসদের বাসিন্দা। সব কাগজপত্র জমা দিয়েছি। কেন আমাকে ডেকে পাঠানো হয়েছে জানি না।
>
> সুবান মোল্লা

অন্যদিকে, এসআইআর-এর ফলে চরম অব্যবস্থা এবং সাধারণ মানুষের মৃত্যুর অভিযোগ তুলে বিজেপির বিরুদ্ধে প্রতিবাদ মিছিলের আয়োজন করল তৃণমূল কংগ্রেস। রবিবার বিকেলে গঙ্গারামপুর ব্লক ও শহর তৃণমূল কংগ্রেস কমিটির উদ্যোগে এই প্রতিবাদ মিছিলের আয়োজন করা হয়। উপস্থিত ছিলেন গঙ্গারামপুর পুরসভার চেয়ারম্যান প্রশান্ত মিত্র, ব্লক তৃণমূল সভাপতি শংকর সরকার, শহর তৃণমূল সভাপতি কাঞ্চন সেন প্রমুখ। এদিন এই প্রতিবাদ মিছিল গোটা শহর পরিক্রমা করে।

এদিন এসআইআর শুনানির নামে হয়রানির অভিযোগ তুলে পথে নামেন মন্ত্রী তজমুল হোসেন। বিক্ষোভ মিছিলটি হরিশ্চন্দ্রপুর সদর এলাকার বিভিন্ন অঞ্চল পরিক্রমা করে। এরপরে শহিদ মোড় এলাকায় একটি বিক্ষোভ সমাবেশের আয়োজন করে এলাকার তৃণমূল নেতৃত্ব। পাশাপাশি, কালিয়াচক-৩ ব্লকেও প্রতিবাদের আয়োজন করা হয়। বৈষ্ণবনগর বাসস্ট্যান্ড থেকে ধিক্কার মিছিল বের হয়ে বিভিন্ন পথ ঘুরে ব্লক অফিস সংলগ্ন এলাকায় গিয়ে শেষ হয়। এরপর সেখানে প্রতিবাদ সভা করা হয়। সভায় উপস্থিত ছিলেন বৈষ্ণবনগরের বিধায়ক চন্দনা সরকার সহ দলের নেতৃত্ব। সভা থেকে নির্বাচন কমিশন ও বিজেপির বিরুদ্ধে ভোটাধিকার হরণের অভিযোগ তোলা হয়।

গাজোলেও প্রতিবাদ মিছিল বের করে তৃণমূল কংগ্রেস। ব্লক সভাপতি রাজকুমার সরকার এবং পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি মোজাম্মেল হোসেনের নেতৃত্বে এক বিশাল মিছিল বের হয়। মিছিলটি ব্লক ক্যাম্পাস থেকে শুরু হয়ে গোটা গাজোল শহর এলাকা পরিক্রমা করে।

ঝুলন্ত দেহ

গঙ্গারামপুর, ২৫ জানুয়ারি : গঙ্গারামপুরে শোয়ার ঘর থেকে উদ্ধার হল এক তরুণীর ঝুলন্ত দেহ। মৃতার নাম ললিতা রায় (২২)। তিনি গঙ্গারামপুর থানার কাঁটাবাড়ির বাসিন্দা। স্থানীয় সূত্রে খবর, সম্প্রতি ওই তরুণী এবং তাঁর স্বামীর মধ্যে পারিবারিক কলহ চলছিল। শনিবার গভীর রাতে শোয়ার ঘরে তাঁকে ঝুলন্ত অবস্থায় দেখতে পান পরিবারের সদস্যরা। তাঁকে গঙ্গারামপুর সুপারস্পেশালিটি হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হলে চিকিৎসকরা মৃত ঘোষণা করেন। রবিবার গঙ্গারামপুর থানার পুলিশ ময়নাতদন্তের জন্য মৃতদেহ বালুরঘাট জেলা হাসপাতালে পাঠায়। তদন্ত শুরু হয়েছে বলে জানিয়েছে পুলিশ।

টিফিন বিলি

গাজোল, ২৫ জানুয়ারি : এসআইআর শুনানিতে রবিবারেও হাজির হয়েছিলেন অসংখ্য মানুষ। রাতের আলো ফোটার আগেই তাঁরা হাজির হচ্ছেন বিডিও অফিসে। তাঁদের হাতে টিফিন এবং পানীয় জল তুলে দিল তৃণমূল যুব কংগ্রেস। কর্মসূচিতে ছিলেন মালদা জেলা তৃণমূল যুব কংগ্রেসের সভাপতি প্রসেনজিৎ দাস, ব্লক সভাপতি সুরজিৎ সাহা প্রমুখ। প্রসেনজিৎ বলেন, 'অসংখ্য মানুষ রোজ ভোরবেলা থেকে লাইনে দাঁড়িয়েছেন। এমন অনেক মানুষ রয়েছেন যাঁদের টিফিন কেনার পয়সা নেই। সেই সমস্ত মানুষের পাশে আমরা দাঁড়াচ্ছি।'

রাস্তার শিলান্যাস

হরিশ্চন্দ্রপুর, ২৫ জানুয়ারি : হরিশ্চন্দ্রপুর-১ ব্লকের মহেন্দ্রপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের রামপুর গ্রামে রাস্তার কাজের শিলান্যাস করা হয়। রাজ্যের মন্ত্রী তজমুল হোসেন ফিতে কেটে এই রাস্তার শিলান্যাস করেন। রামপুর পল্লিমঙ্গল সমিতি থেকে এসএসকে স্কুল হয়ে ভায়া মহেন্দ্রপুর, মোহাম্মদ শামিমের বাড়ি পর্যন্ত মোট প্রায় ১৫০০ মিটার রাস্তা নির্মাণ করা হবে। এই প্রকল্পে প্রায় ৬৮ লক্ষ টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে।

মৌসমের অস্ত্র পরিযায়ী

এম আনওয়ারউল হক

বৈষ্ণবনগর, ২৫ জানুয়ারি : কংগ্রেসে ফিরেই গঙ্গাভাঙন ও পরিযায়ী শ্রমিক ইস্যুতে সরব হয়ে পরিস্থিতির জন্য কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারকে কাঠগড়ায় তুললেন প্রাক্তন সাংসদ মৌসম বেনজির নুর। রবিবার কালিয়াচক-৩ ব্লকের বৈষ্ণবনগর বিধানসভার শাহবাজপুর এলাকায় কংগ্রেসের কর্মী সম্মেলনের মঞ্চ থেকে মৌসম বলেন, 'গঙ্গাভাঙনে মালদার বিস্তীর্ণ এলাকা কার্যত মানচিত্র থেকে মুছে যাচ্ছে। হাজার হাজার পরিবার ঘরছাড়া। অথচ রাজ্য ও কেন্দ্র, দু'পক্ষই নীরব দর্শকের ভূমিকা নিয়েছে। গঙ্গাভাঙন শুধু প্রাকৃতিক দুর্যোগ নয়, সরকারের চরম ব্যর্থতার ফল।' রাজ্যসভার প্রাক্তন সাংসদের আশ্বাস, কংগ্রেস রাজ্যের ক্ষমতায় এলে গঙ্গাভাঙন রোধে স্থায়ী ও বৈজ্ঞানিক পরিকল্পনা নেওয়া হবে এবং পরিযায়ী শ্রমিকদের জন্য পরিচয়পত্র, সামাজিক সুরক্ষা ও স্থানীয় কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করা হবে।

গঙ্গাভাঙন বর্তমানে মালদা ও মুর্শিদাবাদে অভিশাপে পরিণত হয়েছে। ফলে দীর্ঘদিন ধরে স্থায়ী ভাঙন রোধ প্রকল্পের দাবি উঠছে। যদিও ভাঙনের সময় অস্থায়ী কিছু ব্যবস্থার বাইরে কোনও কাজই হয় না। যে কারণে মানুষ বাধ্য হয়ে ভিটেমাটি ছেড়ে অন্য রাজ্যে পরিযায়ী শ্রমিক হিসেবে কাজ করতে যাচ্ছে বলে মনে করেন মৌসম। এবারের বিধানসভা নির্বাচনে গঙ্গাভাঙন এবং পরিযায়ী শ্রমিকদের দুরবস্থা যে কংগ্রেস ইস্যু করবে, তাও স্পষ্ট করেন তিনি। এদিনের সভায় উপস্থিত ছিলেন দক্ষিণ মালদার সাংসদ ইশা খান চৌধুরী, প্রাক্তন সাংসদ মুস্তাকিন আলম, কালিয়াচক-৩ ব্লক সভাপতি আজিজুল হক প্রমুখ।

কেন্দ্র ও রাজ্যকে সমানভাবে নিশানা

তৃণমূল ও বিজেপি সেটিং করে চলছে বলে তাঁদের অভিযোগ। উপস্থিত দলীয় কর্মীদের তাঁরা ঐক্যবদ্ধভাবে বিধানসভা নির্বাচনে লড়াইয়ের প্রস্তুতি নিতে বলেন। সভা থেকে মালদায় কংগ্রেসের শক্তি ফের প্রমাণ করার অঙ্গীকার করা হয়। মৌসমের সাফ কথা, গঙ্গাভাঙন ও পরিযায়ী শ্রমিকদের দুরবস্থা নিয়ে মালদার মানুষের কণ্ঠস্বরকে তিনি আগামীদিনে আরও জোরালোভাবে রাজ্য রাজনীতির কেন্দ্রে তুলে ধরতে চান।

বধূ খুনে ধৃত স্বামী

মানিকচক, ২৫ জানুয়ারি : বিবাহ বহির্ভূত সম্পর্কের জেরে বিবাদ। গৃহবধূকে পিটিয়ে মারার অভিযোগ উঠল স্বামীর বিরুদ্ধে। স্বামীর মারধরে গুরুতর আহত বধূ তিনদিন ধরে মালদা মেডিকেলে চিকিৎসাধীন ছিলেন। শনিবার রাতে তাঁর মৃত্যু হয়। স্বামী সহ শ্বশুরবাড়ির চারজনের বিরুদ্ধে মানিকচক থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করেছেন সেই বধূর বাপের বাড়ির লোকজন। অভিযোগের ভিত্তিতে গ্রেপ্তার করা হয়েছে অভিযুক্ত স্বামীকে।

মানিকচক থানার এনায়েতপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের মীরাগ্রামের বাবলু শেখের সঙ্গে তিন বছর আগে বিয়ে হয় রেবা খাতুনের। রেবা খাতুনের বাপের বাড়ি ইংরেজবাজারের মিল্কিতে। রেবার বাপের বাড়ির লোকজনের অভিযোগ, বিয়ের কয়েক মাস পর থেকেই বাবলু প্রতিনিয়ত মদ্যপ অবস্থায় বাড়ি ফিরে মারধর করত রেবাকে। আরও অভিযোগ, এর মধ্যে আবার এক মহিলার সঙ্গে বিবাহ বহির্ভূত সম্পর্কে জড়িয়ে পড়েন বাবলু। সেই মহিলাকে বিয়ে করবেন বলে জানান রেবাকে। তা মানতে পারেননি রেবা। তারপর থেকে বাবলু স্ত্রীর উপরে অত্যাচার আরও বাড়িয়ে দেন বলে অভিযোগ বধূর পরিবারের। আরও অভিযোগ, গত ২০ জানুয়ারি রাতে বাবলু সহ তার পরিবারের সদস্যরা গৃহবধূ রেবাকে ব্যাপক মারধর করে।

মৃতার দিদি শিমলি বিবি বলেন, 'বিয়ের কয়েক মাস পর থেকেই প্রতিনিয়ত মারধর ও অত্যাচার চলত বোনের উপর। আমরা বিষয়টি নিয়ে বারবার বললেও কোনও কাজ হয়নি, শেষমেশ বোনকে মেরে ফেলল ওরা। মানিকচক থানায় অভিযোগ জানিয়েছি, অভিযুক্তদের কঠোর শাস্তি হোক তার দাবি জানাচ্ছি।'

প্রকৃতি পাঠ

রায়গঞ্জ, ২৫ জানুয়ারি : 'বার্ড ওয়াচারস' সোসাইটি, বেঙ্গল ফোটোগ্রাফি ও প্রচেষ্টা স্টাডি সেন্টারের উদ্যোগে এবং পশ্চিমবঙ্গ সরকারের বন দপ্তরের সহযোগিতায় রায়গঞ্জ কুলিক পক্ষীনিবাসে বিভিন্ন বয়সের ছাত্রছাত্রীদের নিয়ে রবিবার প্রকৃতি পাঠ শিবিরের আয়োজন করা হয়। কুলিক পক্ষীনিবাসে কোন কোন গাছ আছে, কোন গাছ কী কাজে লাগে সেবিষয়ে জানান সেরিকালচার বিভাগের অধ্যাপকরা। 'বার্ড ওয়াচারস' সোসাইটির সদস্য সুকান্ত দেববর্মন এদিন বাচ্চাদের পাখি চিনিয়েছেন। প্রত্যেক ছাত্রছাত্রীকে পাখিদের বাংলা নাম, ইংরেজি নাম ও ছবি সহ একটি বুকলেট দেওয়া হয়েছিল।

ভোটার দিবস

বালুরঘাট, ২৫ জানুয়ারি : জাতীয় ভোটার দিবস উপলক্ষ্যে দক্ষিণ দিনাজপুর জেলা প্রশাসনের তরফে রবিবার অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। বালুরঘাটের বালুছায়া সভাগৃহে এই অনুষ্ঠান হয়। অঙ্কন, প্রবন্ধ, বিতর্ক ও দাবা প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়।

বাঁশের 'বানা'য় স্বনির্ভরতার দিশা চৌধুরীপাড়ায়

হরষিত সিংহ

মালদা, ২৫ জানুয়ারি : মাছ চাষে ব্যবহৃত বাঁশের বানা বা ম্যাট তৈরি করে স্বনির্ভরতার দিশা দেখছে নতুন চৌধুরীপাড়া এলাকার প্রায় ১০০টি পরিবার। মালদার ইংরেজবাজার ব্লকের, সাতটারি গ্রামে, নতুন চৌধুরীপাড়া অবস্থিত। এই এলাকার প্রায় সবক'টি পরিবারের সদস্যরাই বাঁশের বানা বা ম্যাট তৈরি করে অর্থ উপার্জন করছেন।

বর্ষাকালে যখন পুকুরের বা নদীর জল বেড়ে যায়, তখন জলের সঙ্গে যাতে মাছগুলো ভেসে যেতে না পারে সেই কারণে বানা ব্যবহৃত হয়। বাঁশের বেশ কয়েকটি সরু সরু কাঠি সুতো দিয়ে শক্ত করে বেঁধে বানা তৈরি করা হয়। একেকটি বানা তিন থেকে চার হাত লম্বা হয়।

মাছ ভেসে যাওয়া আটকানোর পাশাপাশি, মাছ শুঁকিয়ে শুঁটকি মাছ তৈরি করতেও এই বাঁশের তৈরি বানা বা ম্যাট ব্যবহার করা হয়।

বানা তৈরিতে ব্যস্ত মহিলা।

মালদা জেলা ছাড়াও দক্ষিণবঙ্গের সমুদ্র উপকূল অঞ্চল সহ ওড়িশা, গুজরাট, মুম্বইয়ের মতো জায়গায় পাড়ি দেয় নতুন চৌধুরীপাড়ায় তৈরি হওয়া বাঁশের বানা বা ম্যাট। বর্ষা এলেই বানার চাহিদা বাড়ে, সেই কারণে এই শীতেই বেশি করে বানা তৈরি করে মজুত করছেন নতুন চৌধুরীপাড়ার বাসিন্দারা।

একেকটি বানার দাম ১২০০-১৫০০ টাকার মতো পড়ে। চাহিদা বাড়লে বানার দাম আরও বাড়ে বলে জানালেন প্রস্তুতকারীরা।

> এই কাজ ভীষণ সূক্ষ্ম। দেশের বিভিন্ন প্রান্তে এর চাহিদা রয়েছে। বিশেষ করে সমুদ্র উপকূল অঞ্চলে। আমাদের এখানে তৈরি বানা গুজরাট, মুম্বই, ওড়িশাতে গিয়েছে।
>
> গোবিন্দ চৌধুরী
> *বানা প্রস্তুতকারী*

নতুন চৌধুরীপাড়ায় শতাধিক পরিবারের বসবাস। তার মধ্যে ৩০ ৪০টি পরিবার সরাসরি এই শিল্পের সঙ্গে যুক্ত। এছাড়াও গ্রামের প্রায় প্রতিটি পরিবারের মহিলারা অবসর সময়ে বাড়িতে বসেই বানা তৈরির কাজ করছেন। তাঁরা প্রতিদিন ২০০-৩০০ টাকা পারিশ্রমিক পান। একজন দিনে দুই থেকে তিনটি বানা তৈরি করতে পারেন।

বানার চাহিদা ক্রমশ বৃদ্ধি পাওয়ায় গ্রামেই অনেকেই এখন এই কাজের সঙ্গে যুক্ত হচ্ছেন। এই এলাকার বাসিন্দা গোবিন্দ চৌধুরী বহুদিন এই কুটিরশিল্পের সঙ্গে যুক্ত।

তিনি বলেন, 'বানা শুধুমাত্র বাঁশ দিয়েই তৈরি হয়। ভীষণ সূক্ষ্ম এই কাজ। দেশের বিভিন্ন প্রান্তে এর চাহিদা রয়েছে। বিশেষ করে সমুদ্র উপকূল অঞ্চলে। আমাদের এখানে তৈরি বানা গুজরাট, মুম্বই, ওড়িশাতে গিয়েছে।'

বানা তৈরির এই কুটিরশিল্প এই এলাকার বহু মহিলাকে স্বনির্ভরতার দিশা দেখাচ্ছে। স্থানীয় মহিলারা তাঁদের অবসর সময়ে বাড়িতে বসে বানা তৈরি করে অর্থ উপার্জন করছেন।

স্থানীয় বাসিন্দা লক্ষ্মী মণ্ডল বলেন, 'বাড়িতে বসেই কাজ করতে পারছি। কোথাও যেতে হচ্ছে না। এই কাজ করে আমার ভালো রোজগার হচ্ছে।' তিনি যোগ করেন, 'আমার বাড়িতে ছোট বাচ্চা আছে, তাই এখন একটু কম কাজ করতে পারছি।'

এই রাজ্যে যখন বৃহৎ শিল্পের আকাল, গ্রামবাংলার এই কুটিরশিল্প এলাকার মানুষকে স্বনির্ভরতার স্বাদ দিচ্ছে।

মিশন ঘাটে মাটির কলসি, ঘট, ডাব সংগ্রহ

ফেলে দেওয়া সামগ্রীতেই আনন্দ

অরিন্দম বাগ

মালদা, ২৫ জানুয়ারি : ঢাক বাজছে, কেউ কেউ ধুনুচি নিয়ে নাচছেন। বিদায়বেলায় কেউ দেবীপ্রণামে ব্যস্ত, কেউ দেবীর স্মৃতি মুঠোফোনে বন্দি করতে। বিদ্যার দেবীকে বিদায় জানাতে এসে অনেকের মন ভারাক্রান্ত হলেও রবি-আয়ুষদের কাছে এটা আনন্দের সময়। পুজোর ফেলে যাওয়া সামগ্রীর থলে যেন তাদের কাছে 'কয়লার খনি'। সেই 'কয়লার খনি' থেকে হিরের খোঁজে আবর্জনার ট্রলিটা তন্ন তন্ন করে খুঁজে চলেছে একদল শিশু-কিশোর। মালদা শহরের মিশন ঘাটে এমনই ছবি ধরা পড়ল রবিবার দুপুরে।

শুক্রবার বাগদেবীর আরাধনায় মেতেছিলেন সাত থেকে সত্তর। প্রায় প্রত্যেকটি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান এবং বাড়িতে বাগদেবীর আরাধনা হয়েছিল সেদিন। এবার দেবীর বিদায়ের পালা। রবিবার সকাল থেকে বিভিন্ন ক্লাব, স্কুল, কলেজ থেকে তাই প্রতিমা নিয়ে এসে জমা করা হয়েছিল শহরের মিশন ঘাটে। দেবীকে বিদায় জানানোর সময় অন্যদের চোখে জল চিকচিক করছিল। অন্যদিকে, এই সময়টার জন্যই যেন অপেক্ষা করছিল ঘাটের আশপাশের 'বস্তি' এলাকার শিশু-কিশোররা। সরস্বতী প্রতিমা নিরঞ্জনের পর জল দূষণ এড়াতে ইংরেজবাজার পুরসভার তরফে ঘাটে ট্রলির ব্যবস্থা করা হয়েছিল। পুজোর সামগ্রী সেই ট্রলিতেই ফেলছিলেন পুজো উদ্যোক্তারা। আর আবর্জনা ফেলার এই ট্রলিই ওই কিশোরদের কাছে 'খনি' হয়ে উঠেছে।

> **এদিন আমাদের পুজোর জায়গায় হাঁড়ি ফাটানোর প্রতিযোগিতা রয়েছে। সেজন্য এই হাঁড়ি, ঘট, সরা সংগ্রহ করছি।**
>
> **কিরণ** পড়ুয়া

এদিন দুপুর দেড়টা নাগাদ কয়েকজন শিশু এবং কিশোর পুরসভার আবর্জনার ট্রলিতে উঠে কিছু একটা খুঁজে বেড়াচ্ছে। কিছুক্ষণের চেষ্টার পর মিলল কাঙ্ক্ষিত জিনিস। এক কিশোরের হাতে উঠে এসেছে মাটির কলসি। খানিক সময়ের মধ্যে আরেকজনের হাতে এসেছে মাটির ঘট। কেউ পুজোর ডাব পেয়েছে, আবার কেউ মাটির সরা।

তাদের মধ্যে একজন কিরণ, ষষ্ঠ শ্রেণিতে পড়ে। এদিন সেও ট্রলি থেকে পুজোর সামগ্রী সংগ্রহ করছিল। বলল, 'বিভিন্ন পুজো উদ্যোক্তারা প্রতিমা বিসর্জন দিতে এনেছেন। প্রতিমার পাশাপাশি তাঁদের পুজোর বিভিন্ন সামগ্রীও এই ট্রলিতে ফেলা হচ্ছে। এদিন আমাদের পুজোর জায়গায় হাঁড়ি ফাটানোর প্রতিযোগিতা রয়েছে। সেজন্য এই হাঁড়ি, ঘট, সরা সংগ্রহ করছি।'

ট্রলি থেকে একটা ডাব হাতে মিলতেই বাড়ির দিকে ছুট দিয়েছিল আরেক খুদে। মিনিট তিনেকের মধ্যেই বাড়িতে ডাব রেখে আবার হাজির খনিতে। আরেক শিশু আয়ুষের বক্তব্য, 'এই ট্রলি থেকে অনেক কিছু পাওয়া যায়। বেশিরভাগই আমাদের বিভিন্ন কাজে লাগে। অনেক সময় গোটা ফলও পাওয়া যায়।'

রবিবার দুপুরের মালদা শহরের মিশন ঘাটের এই ছবিটা সমাজের পরিকাঠামোকে তুলে ধরেছে। এক শ্রেণির মানুষের কাছে যা অপ্রয়োজনীয়, সেই সমস্ত সামগ্রী আবার কিছু মানুষের কাছে অমূল্য সম্পদ। প্রতিদিন সমাজের বিভিন্ন প্রান্তে কত রবি, কত রাজার এভাবেই দিন কাটছে, তা জানা নেই কারও।

মিশন ঘাটে বিসর্জনের পথে দেবী। রবিবার।

কাফ সিরাপ উদ্ধার, ধৃত ১

মানিকচক, ২৫ জানুয়ারি : মানিকচক থানা থেকে ঢিল ছোড়া দূরত্বে বেআইনিভাবে মজুত প্রচুর পরিমাণে কাফ সিরাপ বাজেয়াপ্ত করা হল। ১১৭ বোতল কাফ সিরাপ সহ গ্রেপ্তার হলেন এক ওষুধ বিক্রেতা। ধৃত আবদুল রাকিব কালিয়াচকের বাসিন্দা। গত কয়েক বছর ধরে মানিকচকে তিনি ওষুধের দোকান চালাতেন। মানিকচক থানার পুলিশ গোপন সূত্রে খবর পেয়ে শনিবার বিকেলে তাঁর দোকানে হানা দেয়। সেখান থেকেই কাফ সিরাপ মেলে। পরবর্তীতে মানিকচক থানার আইসি সুযাদীপ্ত ভট্টাচার্য ও বিডিও অনুপ চক্রবর্তীর উপস্থিতিতে ম্যাজিস্ট্রেট পর্যায়ের তদন্ত প্রক্রিয়া চালানো হয়। প্রায় চার ঘণ্টা পর শনিবার রাতে ওষুধের দোকানটি সিল করে দেওয়া হয়। ঘটনাস্থল থেকে গ্রেপ্তার করা হয় দোকান মালিককে।

দুর্ঘটনায় মৃত্যু

হরিশ্চন্দ্রপুর, ২৫ জানুয়ারি : হরিশ্চন্দ্রপুর সদর এলাকার স্টেশনগামী রাস্তায় বাইক দুর্ঘটনায় প্রাণ হারালেন এক তরুণ। মৃতের নাম বিশাল সাহা (২৫)। রবিবার ভোরে দেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তে পাঠায় হরিশ্চন্দ্রপুর থানার পুলিশ। তবে দুর্ঘটনা কীভাবে ঘটেছে তা পরিষ্কার নয়। এলাকার সিসিটিভি ফুটেজ খতিয়ে দেখছে পুলিশ।

নিরাপত্তায় জোর

মালদা ও বৈষ্ণবনগর, ২৫ জানুয়ারি : প্রজাতন্ত্র দিবসের আগে অপ্রীতিকর ঘটনা রুখতে তৎপর মালদা জেলা পুলিশ। ইতিমধ্যে শহরে প্রবেশের সমস্ত রাস্তায় নাকা চেকিং শুরু করা হয়েছে। জনবহুল এলাকায় বম্ব স্কোয়াডের সদস্যরা স্নিফার ডগ নিয়ে তল্লাশি অভিযান চালাচ্ছেন।

প্রতিবছর প্রজাতন্ত্র দিবস, স্বাধীনতা দিবসের আগে রুটিন মাফিক অ্যালার্ট জারি করা হয়। গত কয়েকদিন ধরেই সেই প্রক্রিয়া শুরু করেছে মালদা জেলা পুলিশ। রবিবার সকালে মালদা শহরের বিভিন্ন জনবহুল এলাকা, বাসস্ট্যান্ড, রেলওয়ে স্টেশন, বিভিন্ন শপিং মল সহ জেলা প্রশাসনের অনুষ্ঠানের মাঠে তল্লাশি অভিযান চালানো হয়। এদিকে, ভারত-বাংলাদেশ আন্তর্জাতিক সীমান্তে ১০ দিনের 'ওপিএস অ্যালার্ট' মহড়া শুরু করেছে সীমান্ত রক্ষাবাহিনী (বিএসএফ)। বিশেষভাবে সতর্ক করা হয়েছে সুকদেবপুর ও শব্দলপুর বর্ডার আউটপোস্টকে।

বিএসএফ সূত্রে জানা গিয়েছে, ওপার বাংলার সাম্প্রতিক ও পরিবর্তিত পরিস্থিতি বিবেচনা করেই এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। প্রজাতন্ত্র দিবসকে সামনে রেখে সীমান্তে দায়িত্বে থাকা সমস্ত বর্ডার আউটপোস্টকে সর্বোচ্চ সতর্ক অবস্থায় থাকতে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। আগামী ৩১ জানুয়ারি পর্যন্ত বাড়তি নজরদারি ও সতর্কতা বজায় রাখার কথা বলা হয়েছে বাহিনীকে।

এই সময়কালে সীমান্তজুড়ে নিয়মিত ও ঘনঘন মহড়া চালাবেন বিএসএফ জওয়ানরা। প্রয়োজনে রাতের বেলায় অতিরিক্ত জওয়ান মোতায়েন করা হবে। সীমান্ত রক্ষাবাহিনীর আশঙ্কা, প্রজাতন্ত্র দিবসের আগে বা পরে সীমান্ত পরিস্থিতি অশান্ত করার উদ্দেশ্যে ওপার থেকে উসকানি আসতে পারে। সেই আশঙ্কা থেকেই বাড়তি নিরাপত্তা ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে।

এছাড়া, বৈষ্ণবনগর থানার অধীন কুম্ভীরা ও খেজুরিয়া ফাঁড়িতেও নজরদারি জোরদার করা হয়েছে। বাংলাদেশ, মুর্শিদাবাদ জেলা এবং ঝাড়খণ্ড রাজ্যের দিক থেকে আসা গাড়ি ও নৌযানের ওপর কড়া নজর রাখা হচ্ছে বলে পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে।

স্নিফার ডগ নিয়ে তল্লাশি অভিযান।

প্রজাতন্ত্র দিবসের আগে জাতীয় পতাকা বিক্রি। মালদা শহরে।

পদ্মের সম্মেলনে মাত্র ৩৫ জন

রাহুল দেব

রায়গঞ্জ, ২৫ জানুয়ারি : শিয়রে বিধানসভা নির্বাচনের চাপে যখন সমস্ত রাজনৈতিক দলে জোর তৎপরতা শুরু হয়েছে ঠিক তখনই বিজেপির টিচার্স সেলের জেলা সম্মেলনে কার্যত হতাশার ছবি নজরে এল। শহরের সুপার মার্কেটের চেম্বার অফ কমার্স হলঘরে সম্মেলনটি অনুষ্ঠিত হয়। দুপুরে সম্মেলন কক্ষে গিয়ে দেখা গেল, সম্মেলন মঞ্চে বক্তব্য রাখছেন বিজেপির জেলা সভাপতি নিমাই কবিরাজ। আর সামনে বসে রয়েছেন কমবেশি পঁয়ত্রিশজন। বর্তমানে রাজ্যে যে দল ক্ষমতায় আসতে মরিয়া সেই দলের টিচার্স সেলের জেলা সম্মেলনের এমন অবস্থা দেখে দলেরই অন্দরে রীতিমতো প্রশ্ন উঠছে। যদিও উপস্থিত নেতৃত্বের দাবি, এদিন বিভিন্ন জায়গায় সাংগঠনিক কার্যক্রম থাকার কারণেই বেশি শিক্ষক সদস্য সম্মেলনে উপস্থিত হতে পারেননি। বিজেপির জেলা সভাপতি নিমাই বলেন, 'আসন্ন বিধানসভা নির্বাচনকে পাখির চোখ করে শিক্ষকরা সংগঠিত হয়েছেন। এদিন তাঁদেরই সম্মেলন ছিল। রাজ্যের শিক্ষা ব্যবস্থায় যে সংকট তৈরি হয়েছে সেই বিষয়েও আমরা আলোচনা করেছি। তবে এদিন জেলার বিভিন্ন প্রান্তে হিন্দু সংগঠনেরও বিভিন্ন কর্মসূচি পালন হয়েছে। যে কারণে সম্মেলনে শিক্ষক সামান্য কম ছিলেন।'

দলেই চর্চা

এদিন সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন সংগঠনের রাজ্য কোকনভেনর সুস্মিতা মণ্ডল, জেলা কোকনভেনর নীতীশচন্দ্র ধর, জেলা ইনচার্জ ইন্দ্রনীল বসু, বিজেপির জেলা সভাপতি নিমাই কবিরাজ। ২০২১ সালের বিধানসভা নির্বাচনের আগে বিজেপি টিচার্স সেল মাথাচাড়া দেয়।

কিন্তু নির্বাচন সম্পন্ন হওয়ার কয়েক মাস পরেই সংগঠনের তৎকালীন জেলা সভাপতি কৌশিক বাগচী তৃণমূলে যোগ দিয়েছিলেন। তারপর বিজেপি টিচার্স সেলের কোনও বিষয়ে সক্রিয়তা দেখা যায়নি।

এবার ভোটের প্রাক্কালে ফের শাখা সংগঠনটিকে সক্রিয় করার চেষ্টা করছে পদ্ম শিবির। যদিও জেলা সম্মেলনে সদস্যদের উপস্থিতির সংখ্যা ছিল নগণ্য। এদিনের সম্মেলনে উপস্থিত নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক এক শিক্ষক বলেন, 'ভেবেছিলাম বিজেপির শিক্ষক সম্মেলনে অনেক মাস্টারমশাইয়ের দেখা পাব, নতুনদের সঙ্গে পরিচয় হবে। কিন্তু যা দেখলাম তা সত্যিই হতাশাজনক।'

টুকরো খবর

পুরস্কার

কুমারগঞ্জ, ২৫ জানুয়ারি : কুমারগঞ্জ ব্লক অফিসে রবিবার এসআইআর সংক্রান্ত কাজের স্বীকৃতি হিসাবে একাধিক কর্মীকে পুরস্কৃত করা হল। সঙ্গে জাতীয় ভোটার দিবসও পালিত হয়। বিডিও শ্রীবাস বিশ্বাস আটজন বিএলও, আটজন এইআরও এবং দশজন সুপারভাইজারকে পুরস্কৃত করেন। প্রশাসনিক কাজের মান উন্নত করতে এবং কর্মীদের উৎসাহ বাড়াতে এই উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে বলে জানানো হয়। বিডিও বলেন, 'সুষ্ঠুভাবে এসআইআর কার্যক্রম সম্পন্ন করতে সংশ্লিষ্ট কর্মীদের ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। তাঁদের নিষ্ঠা ও পরিশ্রমের ফলেই কাজ সফলভাবে এগিয়ে যাচ্ছে।' অনুষ্ঠানে ব্লক অফিসের অন্য আধিকারিক ও কর্মীরাও উপস্থিত ছিলেন।

গণস্বাক্ষর

হরিশ্চন্দ্রপুর, ২৫ জানুয়ারি : বেকারত্ব, চাকরির পরীক্ষায় প্রশ্নপত্র ফাঁস এবং নিয়োগ প্রক্রিয়ায় ব্যাপক দুর্নীতির বিরুদ্ধে পদক্ষেপ করার দাবিতে প্রধানমন্ত্রীকে চিঠি দিতে চলেছে এআইডিওয়াইও। এছাড়া আগামী ৫ মার্চ রাজ্যপালের নিকট গণস্বাক্ষর সংবলিত স্মারকলিপিও দেবে। তাই এআইডিওয়াইও-এর পক্ষ থেকে রবিবার হরিশ্চন্দ্রপুরের শহিদ মোড়ে গণস্বাক্ষর অভিযান চলল। অভিযানের নেতৃত্ব দেন এআইডিওয়াইও-এর রাজ্য সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য অশোক মাইতি, মালদা জেলা কমিটির সম্পাদক সুভাষ সরকার এবং সভাপতি উজ্জ্বলেন্দু সরকার, জেলা কোষাধ্যক্ষ বিশ্বজিৎ সাহা, সদস্য কেশব সরকার প্রমুখ।

রেললাইনে দেহ

হরিশ্চন্দ্রপুর, ২৫ জানুয়ারি : রবিবার দুপুরে হরিশ্চন্দ্রপুর থানা এলাকার ভালুকা রোড স্টেশন এবং চাঁচল থানার মালাহার স্টেশনের মাঝে রেললাইনের ধারে এক অজ্ঞাতপরিচয় ব্যক্তির মৃতদেহ পড়ে থাকতে দেখা যায়। স্থানীয়দের অনুমান, কোনও চলন্ত ট্রেন থেকে পড়ে গিয়ে ওই ব্যক্তির মৃত্যু হয়ে থাকতে পারে। তবে ওই ব্যক্তি স্থানীয় বাসিন্দা নন। খবর পেয়ে রেল পুলিশ ব্যক্তির মৃতদেহ উদ্ধার করে। এরপর ময়নাতদন্তের জন্য মালদা মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে পাঠিয়েছে।

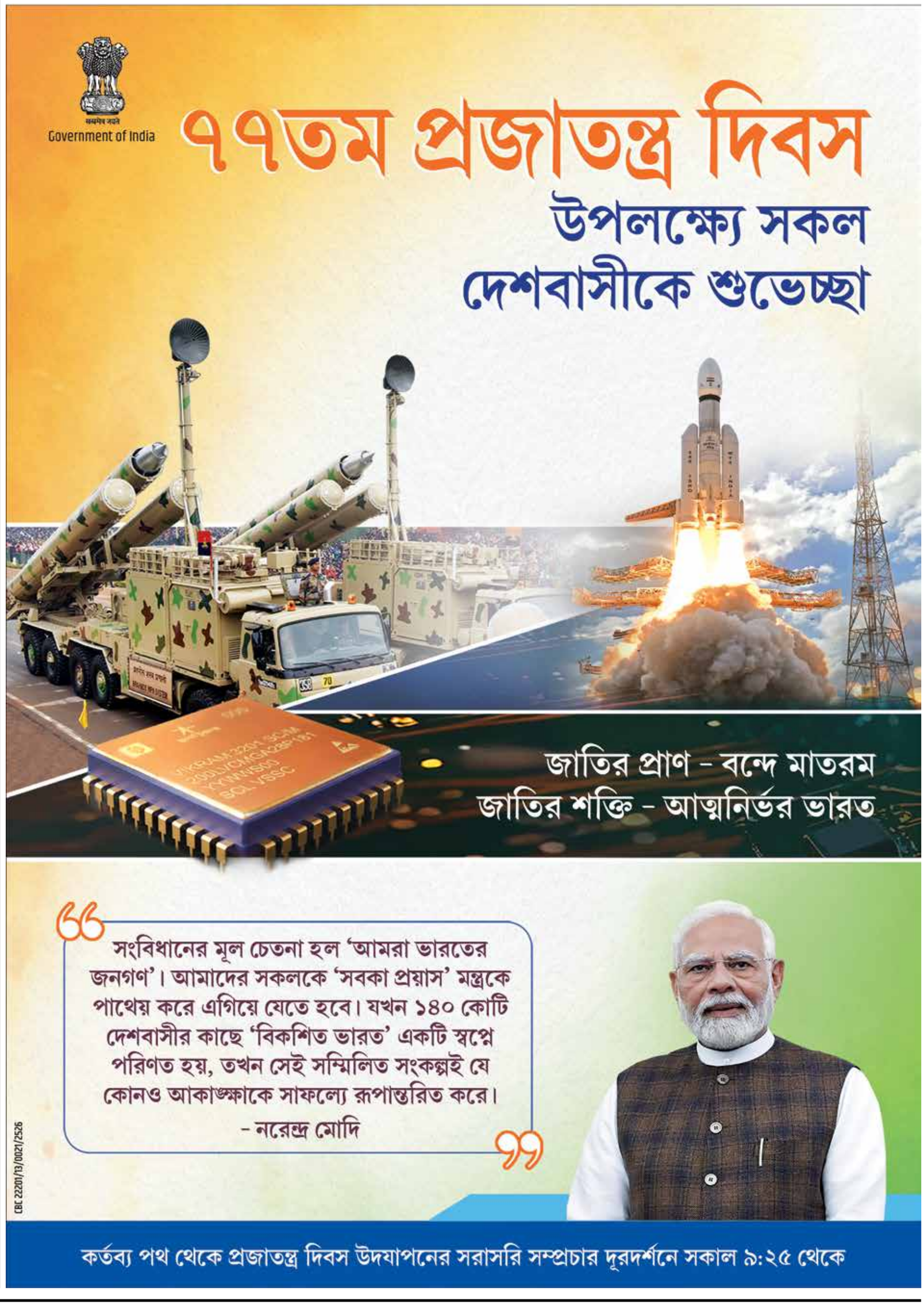

সম্পাদকীয়

■ ৪৬ বর্ষ ■ ২৪৮ সংখ্যা, সোমবার, ১২ মাঘ ১৪৩২

দুঃস্বপ্ন!

পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে নিয়ে ঠাট্টা-তামাশা প্রায়ই হয়ে থাকে। মুখ ফসকে এক বলতে আরেক বলে ফেলা কিংবা অশুদ্ধ উচ্চারণ বা ইতিহাসের সময় গুলিয়ে ফেলা ইত্যাদি নজির কম নেই। কিন্তু বিভিন্ন বিষয়ে তাঁর আগাম বার্তা মিলেও যায়। যেমন ভোটার তালিকার বিশেষ নিবিড় সংশোধনী (এসআইআর) নিয়ে তাঁর সাবধানবাণী।

নির্বাচন কমিশনের কার্যকলাপ ও ভূমিকায় যে বিভ্রান্তি তৈরি হচ্ছে, তাতে মমতার কথা মিলে যাচ্ছে। সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশ মতো নির্ধারিত ২৪ জানুয়ারির মধ্যে তথ্যের অসংগতি এবং নো ম্যাপিং ভোটারের তালিকা প্রকাশ করতে পারেনি নির্বাচন কমিশন। তৃণমূলের আবেদন মেনে এই তালিকা প্রকাশের নির্দেশ দিয়েছিল শীর্ষ আদালত।

২০২৫-এ বিহার বিধানসভা নির্বাচনের কিছুদিন আগে যখন সেখানে এসআইআর শুরু হল, তখন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ই সবার আগে দেশবাসীকে সতর্ক করেছিলেন। মুখ্যমন্ত্রী বলেছিলেন, মাত্র তিন মাসে এসআইআর-এর প্রক্রিয়া শেষ করা সম্ভব নয়। পরে বিহারের ভোটার তালিকা নিয়ে অনেক অভিযোগ উঠেছিল। এসআইআর-পর্বে মানুষের হয়রানি নিয়ে মামলা গড়িয়েছে সুপ্রিম কোর্ট পর্যন্ত।

নভেম্বরে এসআইআর শুরু হয় পশ্চিমবঙ্গে। তখনও মুখ্যমন্ত্রী বারবার বলেছিলেন, মাত্র তিন মাসে এসআইআর শেষ করা অসম্ভব। ২০০২ সালের এসআইআর দু'বছর ধরে চলেছিল। সেখানে এবার দু'তিন মাসে শেষ করার পরিকল্পনা বাস্তবে অসম্ভব। সত্যিই দেখা যাচ্ছে, এসআইআর-এ মানুষের হয়রানি চরমে উঠেছে। যা নিয়ে মুখ্য নির্বাচন কমিশনার জ্ঞানেশ কুমারকে পাঁচ-পাঁচটি চিঠি পাঠিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী।

দিল্লি গিয়ে জ্ঞানেশ কুমারের সঙ্গে দেখা করেছেন অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। রাজ্যেও দাবিদাওয়া নিয়ে মুখ্য নির্বাচনি আধিকারিক মনোজ আগরওয়ালের কাছে বহুবার তৃণমূল গিয়েছে। এসআইআর-এর শুনানি এই মুহূর্তে রাজ্যে যে পরিস্থিতিতে আছে, তাতে নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে প্রক্রিয়াটি সুষ্ঠুভাবে শেষ করা কার্যত অসম্ভব। খসড়া তালিকাতে বাদ গিয়েছে ৫৮ লক্ষ ভোটারের নাম।

'লজিক্যাল ডিসক্রিপেন্সি' তালিকায় নাম উঠেছে আরও ১ কোটি ৩৬ লক্ষের। যাকে কেন্দ্র করে এসআইআর আতঙ্কের অভিযোগে মৃত্যু বা আত্মহত্যা, কাজের চাপে বিএলও-দের মৃত্যু বা আত্মহত্যার ঘটনা প্রায় ১৩০ ছুঁয়েছে। যাতে জটিল হয়ে উঠছে পরিস্থিতি। শীর্ষ আদালতে এসআইআর নিয়ে রায় গিয়েছে তৃণমূলের পক্ষে। তৃণমূলের দাবি মেনে মাধ্যমিকের অ্যাডমিট কার্ডকে কমিশনের নথি হিসেবে স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছে।

তাছাড়া শুনানিতে কেউ চাইলে সঙ্গে অন্য কাউকে এমনকি রাজনৈতিক দলের কর্মীকে নিয়ে যাওয়ার অনুমতি দেওয়া হয়েছে। কেউ কোনও নথি জমা দিলে তাঁকে রসিদও দিতে বলেছে সুপ্রিম কোর্ট। কিন্তু দেশের শীর্ষ আদালতের সমস্ত নির্দেশ কমিশন 'গুড বয়'-এর মতো পালন করছে, এমন কিন্তু নয়। যেমন মাধ্যমিকের অ্যাডমিট নথি হিসেবে গ্রহণ করলেও অধিকাংশ ক্ষেত্রে নথি জমা নেওয়ার রসিদ দেওয়া হচ্ছে না। বহু ক্ষেত্রে নথি হিসেবেও গ্রহণ করা হচ্ছে না।

২০০২ সালে যে এসআইআর হয়েছিল, তাতে তেমন ঢাকঢোল পেটানো ছিল না। কিন্তু নির্বিঘ্নেই হয়েছিল, কারও কোনও খারাপ অভিজ্ঞতা হয়নি। দু'বছর ধরে ধীরে ধীরে হয়েছিল। এবার তাড়াহুড়োর এই শুনানি নিয়ে উদ্বিগ্ন নোবেলজয়ী অর্থনীতিবিদ অমর্ত্য সেনও। এখনও পর্যন্ত ঠিক আছে, শুনানি চলবে ৭ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত। ২০০২-এর তালিকায় যোগসূত্র প্রমাণ করতে না পারায় ৩১,৬৮,৪২৬ জনকে শুনানিতে ডাকা হয়েছে। তার মধ্যে তিন লক্ষের বেশি ভোটার গরহাজির থেকেছেন।

সব কিছু ঠিক থাকলে চূড়ান্ত তালিকা প্রকাশ হবে ১৪ ফেব্রুয়ারি। মানুষের হয়রানি যদি সূচক হয়, তাহলে ২০২৬-এর এই এসআইআর দুঃস্বপ্ন হয়ে থেকে যাবে রাজ্যবাসীর মনে। কেননা, এসআইআর-কে কেন্দ্র করে পশ্চিমবঙ্গে গত কয়েক মাসে যত মানুষের প্রাণ গিয়েছে, হালে নির্বাচনি সন্ত্রাসেও তা হয়নি।

অমৃতধারা

বেদান্তের মূল কথা হচ্ছে আত্মবিশ্বাস। আধ্যাত্মিকতা মানে নির্ভীকতা, আধ্যাত্মিকতা মানে দুর্বলতা নয়। আধ্যাত্মিক জগতের মূল কথা হচ্ছে-নিজের মনকে তন্ন তন্ন করে খুঁজে দেখ, মন কী চাইছে। গুরু নয়, শাস্ত্র নয়, তোমার মনই তোমায় আসল কথা বলে দিচ্ছে। আমরা যে দোষারোপ করি, সেটাই তো বড় দোষের। উচ্চ সত্যের কথা যাঁরা বিশ্বাস করেন না, ভাবেন-আহার, নিদ্রা আর ভোগ, এছাড়া আর কিছু নেই পৃথিবীতে, এদেরই বদ্ধজীব বলা হয়, অজ্ঞানী জীব বলা হয়। আধ্যাত্মিক শাস্ত্রে বলেছে, তাঁরা চোখ ঢাকা বলদের মতো বদ্ধ।

- ভগবান

প্রজাতন্ত্রের মুখোশে আস্ফালন রাজতন্ত্রেরই

প্রজাতন্ত্রের আদর্শ আজ প্রশ্নের মুখে, সংবিধানের প্রতিশ্রুতি কি তবে অধরাই রয়ে গেল?

দেবদূত ঘোষঠাকুর

-এআই

প্রজাতন্ত্র মানে ঠিক কী, সে ব্যাপারে ছোটবেলা থেকেই একটা সংশয় ছিল। কোনও এক শিক্ষক একবার বলেছিলেন, 'এখন আমরা আর প্রজা নই। নাগরিক'। প্রজা থেকে নাগরিকে আমাদের উত্তরণ হলেও এখনও 'প্রজাতন্ত্র' দিবস কথাটা থাকার মানে কী? প্রজা কথাটার গায়ে কেমন যেন রাজা রাজা গন্ধ। রাজা থাকলে তবেই তো প্রজা! বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনের নির্দেশে এখন ঘটা করে কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয়ে 'সংবিধান দিবস' পালন করা হয়। যে দিনটায় আমাদের সংবিধান সংসদে গৃহীত হয় সেই দিনটিকে প্রজাতন্ত্র দিবস হিসেবে আমরা পালন করি। হাতে কাগজ ধরে সংবিধানকে মেনে চলার শপথ নেয় ছাত্রছাত্রীরা। আর পরিপূর্ণ নাগরিক হয়ে প্রতি মুহূর্তে সংবিধানকে বুড়ো আঙুল দেখায়। আসলে সংবিধানে একজন মানুষের কোন কোন অধিকারের কথা বলা হয়েছে তা কখনও শেখানো হয় না ছাত্রছাত্রীদের। আসলে যে যত বেশি জানে, সে তত কম মানে।

সম অধিকারের তত্ত্ব বনাম বঞ্চনার বাস্তব

প্রজাতন্ত্রের যে ধারণা আমাদের সংবিধান থেকে পাওয়া যায় তা অনেকটা সমাজতন্ত্র আর গণতন্ত্রের মিশেল। দেশে সব নাগরিকের সম অধিকারের কথা বলা হয়েছে। আইন প্রণয়নের ক্ষেত্রেও সেই সম অধিকারের তত্ত্বকেই গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। সেই পর্যন্তই। আইন কার্যকর করার ক্ষেত্রে অবশ্য দায়বদ্ধতা পালন করে না কোনও সরকার। রবীন্দ্রনাথ সমাজ ব্যবস্থাকে কষাঘাত করে লিখেছিলেন, 'রাজার হস্ত করে সমস্ত কাঙালের ধন চুরি'। এই কবিতাটি আমাদের সংবিধান রচনার বেশ কয়েক বছর আগেই লেখা হয়েছিল। দেশ স্বাধীন হওয়ার প্রায় আট দশক পরেও দেশের গ্রামে গ্রামে দরিদ্র প্রজাদের 'ধন' চুরি করেছে রাজার হস্ত। 'উপেনে'র মতো হতদরিদ্র প্রজারা সেই তিমিরেই থেকে গিয়েছেন।

প্রজারাই যে দেশের সরকার তৈরি করেন, প্রজারাই যে সরকারের 'নির্বাচিত' প্রতিনিধি, প্রজাদের জন্যই যে সরকারের কাজ করা উচিত- সেই দেশে প্রজাদের বড় অংশ নিজেদের বঞ্চিত করেন। এই বঞ্চনা দূর করাই তো প্রজাতন্ত্রের মূল লক্ষ্য। কিন্তু বহু ক্ষেত্রে সেই বঞ্চনা যে আরও বেড়ে গিয়েছে তা অণুবীক্ষণ যন্ত্র দিয়ে দেখতে হয় না। মানুষ আরও সুখে এবং শান্তিতে থাকবে, মানুষে মানুষে বিভেদ কমবে -এই প্রতিশ্রুতি রয়েছে সংবিধানের প্রতিটি অনুচ্ছেদে। কিন্তু একবিংশ শতাব্দীর ভারতে অন্তরাত্মা এখনও অবহেলিত, বঞ্চিত।

উত্তরবঙ্গের প্রান্তিক স্বর ও অপূর্ণ দাবি

প্রজাতন্ত্রই যদি প্রতিষ্ঠিত হবে তা হলে পাহাড়ের গোর্খা, লেপচা কিংবা উত্তরবঙ্গের কোচ-রাজবংশী, বোড়ো, রাভারা পৃথক রাজ্যের দাবিতে কেন এখনও সরব হবেন? কেনই বা গোর্খাল্যান্ডের দাবি মাথাচাড়া দিয়ে উঠবে? চা বাগানের শ্রমিকরা কি ১৯৫০ সালের আগের অবস্থার থেকে ভালো আছেন? চা বাগান বন্ধ হয়ে গেলে কেন অন্যের দয়ায় বেঁচে থাকতে হবে শ্রমিকদের? একদল মানুষ ক্ষমতার আস্ফালনে নদী-জঙ্গলের দখল নিয়ে জীবন জীবিকার উপরে প্রতিকূল পরিবেশ ফেলবে আর 'প্রজাদের' বন্যা, ধসের মুখে সব হারাতে হবে। এটাই এখন স্বাভাবিক জীবনচক্র।

সংবিধানের স্বার্থ রক্ষায় বছর বছর ভোট দিয়েও কেন সেই রাজার কাছে সুখ-শান্তি আদায়ের দাবি পেশ করতে হবে সেই প্রশ্ন কিন্তু আরও বেশি করে উঠতে শুরু করেছে। দাবি যতই প্রবল হচ্ছে ততই বাড়ছে রাজার দমনপীড়ন। অভাব আর পীড়নের বোঝা সমানভাবে বাড়ছে। আমরা স্বাধীনতা পেয়েছিলাম মেরুদণ্ড সোজা করে ব্রিটিশের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়িয়ে। কিন্তু স্বাধীন হয়ে প্রজা কল্যাণকামী সংবিধান কার্যকর করে ভাবা গিয়েছিল সেই মেরুদণ্ড আগাগোড়া সোজা থাকবে। সেটাই হবে একজন ভারতবাসীর পরিচয়। কিন্তু হয়েছে উলটো। আমরা ক্রমশ মাটির দিকে ঝুঁকে পড়ছি। মেরুদণ্ড খুইয়ে আমরা ক্রমশ সরকারের দেওয়া ডোলের উপরে নির্ভরশীল হয়ে পড়ছি। তা যেমন মানুষকে কর্মবিমুখ করে দিচ্ছে, তেমনই 'আত্মমর্যাদা' হারিয়ে, মেধার সঙ্গে আপস করে মানুষের এক নতুন প্রজাতি তৈরি হচ্ছে। তার সঙ্গে জড়িয়ে আছে আকাশছোঁয়া দুর্নীতি। ছোটবেলায় আমরা পড়তাম, 'আমাদের দেশে হবে সেই ছেলে কবে, কথায় না বড় হয়ে কাজে বড় হবে'। আমাদের প্রজাতন্ত্রে আমরা হেঁটেছি উলটোদিকে। কাজের সুযোগ দিতে পারেনি রাষ্ট্র।

গণতন্ত্রের চতুর্স্তম্ভে ঘুণ : বিপন্ন নাগরিক অধিকার

এখন প্রশ্ন হল অনেক আশা জাগিয়ে সংবিধান কার্যকর করা শুরু হলেও, আদর্শ একটি প্রজাতন্ত্র হিসেবে ভারত আত্মপ্রকাশ করলেও, কেন এমন পিছনের দিকে এগিয়ে যাচ্ছি আমরা? যে চারটি মূল খুঁটির উপরে ভিত্তি করে একটি ঘর দাঁড়িয়ে থাকে তাতে ঘুণ ধরা ঠেকাতে নানা চেষ্টা করেন গৃহস্থ। কাঠে একবার ঘুণ ধরলে ওই খুঁটি বদলানো ছাড়া উপায় থাকে না। খুঁটি না বদলালে ঘরটি ভেঙে পড়তে পারে। তাই খুঁটিতে যাতে ঘুণ না ধরে তার জন্য আগাম প্রতিষেধক ব্যবস্থা নিয়েই কাজে নামতে হয়। আমাদের গণতন্ত্র বা প্রজাতন্ত্রেরও চারটি খুঁটি। আইন প্রণয়নকারী (লোকসভা, বিধানসভা), আইন প্রয়োগকারী (মন্ত্রী, প্রশাসন), বিচার ব্যবস্থা (আদালত) এবং সংবাদমাধ্যম। এই চারটি খুঁটিতেই যে ঘুণ ধরেছে তা দেখার জন্য ভারতভ্রমণের প্রয়োজন নেই। সব উপকরণই মজুত এই রাজ্যে। আইন প্রয়োগকারীর তৈরি আইন রাজনৈতিক উদ্দেশ্যপ্রণোদিত বলে প্রশ্ন ওঠে। আইন প্রয়োগকারী প্রকৃত দোষীকে আড়াল করে, বিচার বিভাগ প্রকৃত দোষীকে তাই শাস্তি দিতে পারে না। প্রধান প্রধান সংবাদমাধ্যম সরকারি বিজ্ঞাপন বন্ধ হওয়ার ভয়ে মুখ বন্ধ রাখে কিংবা প্রশাসনের পক্ষেই গলা ফাটায়। অনেক ক্ষেত্রেই 'বিচারের বাণী নীরবে নিভৃতে কাঁদে'।

বৈষম্যের ভারত ও 'সোনার পাথরবাটি' গণতন্ত্র

নোবেলজয়ী অর্থনীতিবিদ অভিজিৎ বিনায়ক বন্দ্যোপাধ্যায় এক আলোচনা সভায় বলেছিলেন, 'ক্ষমতার অপব্যবহারই হল বৈষম্যের প্রাথমিক উৎস। শিক্ষায় বিনিয়োগ গুরুত্বপূর্ণ, যা গণতন্ত্রের মূল চাবিকাঠি। কারণ, এটা হল গভীর অর্থে প্রত্যেককে সুযোগ দেওয়া। অন্যদিকে, শিক্ষা অর্থহীন হয়ে যেতে পারে যদি চাকরি না পাওয়া যায়।' অভিজিতের ব্যাখ্যা, 'ক্ষমতার অতি-কেন্দ্রীকরণ দায়িত্বহীনতার জন্ম দেয় এবং অবশেষে এটি আরও দারিদ্র্যের দিকে নিয়ে যায়।' দেশীয় সমাজ বিজ্ঞানীদের অনেকেই বলছেন, ২০১১ সালের পর থেকে ভারত দরিদ্রতা সংক্রান্ত কোনও বিস্তারিত তথ্যই প্রকাশ করেনি। ফলে বিস্তারিত তথ্য ছাড়া এই নিয়ে যে কোনও বিতর্কই অর্থহীন। বস্তুতপক্ষে উচ্চ আয় ও সম্পদের বৈষম্যের দিক থেকে ভারত অন্যান্য দেশগুলির তুলনায় শীর্ষস্থানে রয়েছে। অক্সফ্যাম ইন্ডিয়ার রিপোর্ট অনুযায়ী পাঁচ শতাংশ ভারতীয় দেশের ৬০ শতাংশের বেশি সম্পদের মালিক। আর ৫০ শতাংশ জনসংখ্যার কাছে মাত্র ৩ শতাংশ সম্পদ রয়েছে। সেই বৈষম্য দূর করার দিশা আপাতত কেউই দেখাতে পারছেন না।

ভারতের প্রজাতন্ত্র বা গণতন্ত্র 'সোনার পাথরবাটি' অর্থাৎ অবাস্তব বা অলীক কল্পনা কি না, তা নিয়ে রাজনৈতিক ও সামাজিক মতভেদ রয়েছে। অনেকে দুর্নীতি, নির্বাচনকেন্দ্রিক সন্ত্রাস ও ক্ষমতাসীনদের দাপট দেখে একে অবাস্তব বলে মনে করেন। আবার, সাংবিধানিক মূল্যবোধ ও গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ার টিকে থাকাকে অনেকে প্রজাতন্ত্রের বাস্তব অস্তিত্ব হিসেবেই দেখেন। অনেকেই মনে করেন, সাধারণ জনগণের জন্য গণতন্ত্র কেবল প্রতি পাঁচ বছরে ভোটের উৎসব, কিন্তু কার্যত ক্ষমতা কুক্ষিগত থাকে নেতা-মন্ত্রীদের হাতে। দুর্নীতি ও ক্ষমতা রাজনীতি একে অনেকটা অসার বা অবাস্তব করে তুলেছে। প্রশাসনিক অসহযোগিতা, রাজনৈতিক সহিংসতা এবং বিরোধী দমন—এগুলোই গণতন্ত্রের রূপকে প্রশ্নবিদ্ধ করছে, যাকে সমালোচকরা 'সোনার পাথরবাটি' বলে অভিহিত করছেন।

আব্রাহাম লিঙ্কনের 'ফর দ্য পিপল, বাই দ্য পিপল, অফ দ্য পিপল' উক্তির অনুকরণেই ১৯৫০ সালে তৈরি হয়েছিল ভারতীয় সংবিধান। ৭৫ বছর পরে দেখা যাচ্ছে সবার মধ্যে নয়, মুষ্টিমেয় মানুষের মধ্যেই ঘোরাফেরা করছে যাবতীয় সম্পদ। সংবিধান রচনার মূল লক্ষ্যটাই বদলে হয়ে গিয়েছে 'ফর ফিউ পিপল, বাই ফিউ লিমিটেড পিপল, ফর ফিউ লিমিটেড পিপল'।

(লেখক সাংবাদিক)

আজ

১৮৪৪

স্যর গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় আজকের দিনে জন্মগ্রহণ করেন।

২০১৮

আজকের দিনে প্রয়াত হন বিশিষ্ট অভিনেত্রী সুপ্রিয়া দেবী।

আলোচিত

ভারত শেখ হাসিনাকে তাদের মাটিতে বসে বাংলাদেশের বিরুদ্ধে উসকানিমূলক বক্তৃতা দেওয়ার সুযোগ দিচ্ছে। এটা পরিষ্কারভাবে বাংলাদেশের গণতান্ত্রিক উত্তরণ, শান্তি ও নিরাপত্তার জন্য হুমকি। ভারতের এই আচরণ প্রতিবেশীসুলভ নয়। এতে দু-দেশের সম্পর্ক ঝুঁকির মুখে পড়তে পারে। -বাংলাদেশ সরকার

ভাইরাল/১

পাত্র আইএএস। পাত্রী আইপিএস। দক্ষিণ ভারতের এই যুগলের বিয়ে নিয়ে শুরু হয়েছে জোর চর্চা। জাঁকজমকপূর্ণ অনুষ্ঠান নয়, কয়েকজন শুভাকাঙ্ক্ষী ও পরিবারের হাতেগোনা সদস্যদের নিয়ে তাঁরা আইনি বিয়ে সেরেছেন।

ভাইরাল/২

মানালিতে তুষারপাত। সাদা বরফে ঢেকেছে রাস্তা। আর ওই রাস্তায় একটি বহুমূল্যের অডি গাড়ি নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে সামনে দাঁড়িয়ে থাকা গাড়িতে ধাক্কা মারে। বিপদ না হলেও নেটিজেনদের কটাক্ষ, এত টাকা খরচ করে গাড়ি কেনার কী দরকার, যদি বরফেই না চলতে পারে!

জনমন জনমত

নিরামিষ নাকি আমিষ

নতুন বন্দে ভারত স্লিপার ট্রেনে নিরামিষ খাবার খেতে দেওয়া হবে- এই ফতোয়া জারি হওয়াতে আসর গরম। কয়েক ঘণ্টা ট্রেনে যাতায়াতের পথে যাত্রীদের জন্য রেলমন্ত্রক খাবার (পয়সার বিনিময়ে) দেবে বলে ঠিক করেছে। আচ্ছা, সেই খাবার যদি নিরামিষ হয় তাতে কী গেল আসল? না এতে কিছু মানুষের মনে হয়েছে, এটা কেন হবে? আমিষ কেন হবে না? এই নিয়েই শুরু হয়েছে বিবাদ।

বহু বছর ওষুধ কোম্পানির মার্কেটিং ও সেলস বিভাগে কাজ করার সুবাদে কাজের তাগিদে পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন জায়গার পাশাপাশি অসম, ত্রিপুরা সহ দেশের বহু জায়গায় ট্রেনে যাতায়াত করেছি। যাতায়াতের পথে বহু সহযাত্রীকে বিশেষ করে আমিষভোজী যাত্রীদেরও দেখেছি প্যান্ট্রিকারে নিরামিষ খাবার অর্ডার করতে। কারণ হিসাবে জেনেছি, বাইরের রান্না করা মাছ-মাংস খাওয়া ঠিক নয়। দার্জিলিং মেল বা রাতের কোনও ট্রেনে কলকাতা যাওয়ার পথে আমি নিজে বাড়ি থেকে কিন্তু নিরামিষ খাবার নিয়ে যাওয়া পছন্দ করতাম। তাহলে আমিষ খাবার নিয়ে এত কথা হচ্ছে কীসের জন্য? দেখবেন, এই নিয়ে অন্যদের মধ্যে কিন্তু কোনও ভাবনাচিন্তা নেই। যত চিন্তা শুধু আমাদের ...।

আগের কেন্দ্রীয় সরকারের আমলে আমাদের মতো বৃদ্ধ-বৃদ্ধাদের টিকিটে ৪০ শতাংশ ছাড় ছিল। বর্তমান সরকারের আমলে তা উঠিয়ে দেওয়া হল, কিন্তু কোনও প্রতিবাদ হল না। শুধু কি তাই! আমরা যারা ৬০ বা ৭০ উর্ধ্ব অর্থাৎ প্রবীণ নাগরিক, যারা পুরো টাকা দিয়ে টিকিট কেটে নিজেদের পছন্দমতো জায়গা পাই না, তাদের যখন উপরের সিট বা আপার বার্থ দেওয়া হয় তখন কিন্তু প্রতিবাদ তো দূর, আর কী করা যাবে- এই ভেবে চুপ করে সহযাত্রীদের দয়ার উপর বসে থাকতে হয়। প্রতিবাদ যেখানে হওয়ার সেখানে হয় না, শুধু মুখরোচক খাবার নিয়ে আলোচনা...।

অসীম অধিকারী
সুভাষপল্লি, শিলিগুড়ি।

সম্পাদক ও স্বত্বাধিকারী : সব্যসাচী তালুকদার। স্বত্বাধিকারীর পক্ষে প্রলয়কান্তি চক্রবর্তী কর্তৃক সুহাসচন্দ্র তালুকদার সরণি, সুভাষপল্লি, শিলিগুড়ি-৭৩৪০০১ থেকে প্রকাশিত ও বাড়িভাসা, জলেশ্বরী-৭৩৫১৩৫ থেকে মুদ্রিত। কলকাতা অফিস : ২৪ হেমন্ত বসু সরণি, কলকাতা-৭০০০০১, মোবাইল : ৯০৭৩২০৪০৪০। জলপাইগুড়ি অফিস : থানা মোড়-৭৩৫১০১, ফোন : ৯৬৪১২৮৯৬৩৬। কোচবিহার অফিস : সিলভার জুবিলি রোড-৭৩৬১০১, ফোন : ৯৮৮৩৫৫০৮০৫। আলিপুরদুয়ার অফিস : এনবিএসটিসি ডিপোর পাশে, আলিপুরদুয়ার কোর্ট-৭৩৬১২২, ফোন : ৯৮৮৩৫৩৯৮৭৮। মালদা অফিস : বিহানি আবাসন, গ্রাউন্ড ফ্লোর (নেতাজি মোড়ের কাছে), গোলাপট্টি, বাঁধ রোড, মালদা-৭৩২১০১, ফোন : ৯৮০০৫৮৫৯৫০। শিলিগুড়ি ফোন : সম্পাদক ও প্রকাশক : ৯৫৬৪৫৪৬৮৬৮, জেনারেল ম্যানেজার : ২৪৩৫৯০৩, বিজ্ঞাপন : ২৫২৪৭২২/৯০৬৪৮৪৯০৯৬, সার্কুলেশন : ৯৭৭৫৭৮৫৮৭৭, অফিস : ৯৫৬৪৫৪৬৮৬৮, নিউজ : ৭৮৭২৯৩৩৮৮৮, হোয়াটসঅ্যাপ : ৯৭৩৫৭৩৯৬৭৭।

Editor & Proprietor : Sabyasachi Talukdar
Uttar Banga Sambad: Published & Printed by Pralay Kanti Chakraborty on behalf of Proprietor from Siliguri, West Bengal, Pin 734001, Printed at Jaleswari, West Bengal, Pin 735135, Regn. No. 35012 and Postal Regn. No. WB/DE/010/2024-26. E.Mail : uttarbanga@hotmail.com, Website : http://www.uttarbangasambad.in

সিলেবাসের খাঁচা থেকে মুক্তি বই উৎসবে

লাইব্রেরি সংকটের যুগে শিক্ষার্থীদের বইয়ের নেশায় বুঁদ করতে প্রতিটি বিদ্যালয়েই নিজস্ব বই উৎসবের উদ্যোগ প্রয়োজন।

অমিত দে

-এআই

শীতের শুরু থেকেই ছোট-বড় বিভিন্ন জেলায় চলছে বাঙালির অন্যতম পার্বণ বইমেলা। কলকাতা বইমেলা বাদ দিলে প্রান্তিক বা জেলা শহরে এই বইমেলা পার্বণের পর্যায়ে আর রয়েছে কি না সে প্রশ্ন একেবারে অবান্তর নয়। তবুও মেলা, উৎসব, আহার, গান এই সবকিছুকে ছাপিয়ে শুধু বইকে কেন্দ্র করে যে আলোড়ন তার গুরুত্ব এখনও সমপর্যায়ে রয়ে গিয়েছে। লেখক, সচেতন মনস্বী পাঠক বাদে এই মেলাতেই প্রথম বইয়ের নেশাতে ডুব দেওয়ার সুযোগ পায় অজস্র অল্পবয়সি ছেলেমেয়ে। সারা বছরের সিলেবাস ভিত্তিক লেখাপড়ার বাইরে নিজের অজান্তেই আবিষ্কার করে এক অচেনা আনন্দ-ভুবন। সেই ক্ষেত্রে এই বইমেলার ভূমিকা অদ্বিতীয়। আগে যে ভূমিকা ছিল লাইব্রেরির। কিন্তু বর্তমানে সরকারি বা বেসরকারি লাইব্রেরিগুলো কীভাবে নিজেদের টিকিয়ে রাখার জন্য অন্তিম লড়াই করছে তা আমরা জানি।

ধুলো জমা আলমারি বনাম অনাদরের শৈশব

শহরের স্কুলগুলো নিজেরা উদ্যোগ নিয়ে ছাত্রছাত্রীদের অথবা সচেতন অভিভাবকরা নিজেদের সন্তানদের যেভাবে এই বইমেলায় অংশগ্রহণ করায় তা অবশ্যই প্রশংসনীয়। কিন্তু সমস্যা হচ্ছে বৃহত্তর পরিসর নিয়ে। বইমেলার ঢেউ এখানে এসে পৌঁছায় না। গ্রামগঞ্জের ছাত্রছাত্রীদের কাছে এই সুযোগ কোথায়! অনেক স্কুলে লাইব্রেরিই নেই, কিছু স্কুলে থাকলেও তা নামমাত্র পরিকাঠামোতে নিজ অস্তিত্ব জানান দেওয়ার মতোও নয়। বই আছে তো লাইব্রেরিয়ান নেই, আবার কোথাও পর্যাপ্ত বই নেই। কোথাও বই থাকলেও প্রশস্ত ঘর নেই। বই দীর্ঘদিন আলমারি বন্দি হয়ে কচিকাঁচা হৃদয়ের সঙ্গে নয়, ধুলোর সঙ্গে সখ্য গড়ে তুলছে।

একটি বই ও বদলে যাওয়া জীবনের স্বপ্ন

সেখানে সর্বস্তরের সমস্ত স্কুলে বছরে একবার হলেও যদি ছোট-বড় আকারে বই উৎসব করা যায় তা খুব কষ্টসাধ্য কাজ হবে কি? বাৎসরিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতা, সরস্বতীপুজো, খাদ্য উৎসব এইসবের মাঝে একটি বই উৎসব কি ওই কচিকাঁচা হৃদয়ে কিছুটা হলেও বইয়ের প্রতি আলাদা উৎসাহ, আলাদা ভালোবাসা জাগাবে না? দরকার তো একটু আলোর দিশা দেখানো। সকলে বই কিনবে না, হয়তো আর্থিকভাবে খুব একটা লাভবান হওয়া যাবে না। কিন্তু যে ছেলে বা মেয়েটি নিতান্তই সামান্য আগ্রহে একটি কমিকসের চটি বই তুলে নিয়ে গেল, আগামীদিনেই 'হাঁদাভোঁদা-বাঁটুল' হয়ে 'অর্জুন-ঋভু' হয়ে সে যে একদিন 'পথের পাঁচালী', 'সেই সময়', 'কেয়াপাতার নৌকা' হাতে তুলে নেবে না তা কে জানে! যে ছাত্রটির হাতে চলে এল কোডিং-এর বই সে যে ভবিষ্যতে নিজেই কিছু করে ফেলবে না তা হয়তো ছেলেটি নিজেও জানে না। পড়াশোনায় চূড়ান্ত অমনোযোগী এক কিশোরীর একটি সার্থক পাঠ তাকে দিয়েও একদিন লেখাতে পারে কবিতার কয়েক পংক্তি। একটি প্রথম ভালোলাগা বই যে কী করে ফেলতে পারে তা একজন প্রকৃত পাঠক অথবা একজন লেখক মাত্রেই জানেন।

সদিচ্ছা ও যৌথ উদ্যোগে উৎসবের রূপরেখা

এরকম ভাবনা বা সদিচ্ছা আদৌ আমাদের রয়েছে কি না সেটাই বড় প্রশ্ন। শুধুমাত্র প্রশাসনিক নির্দেশের অপেক্ষায় না থেকে স্কুলগুলি নিজস্ব উদ্যোগেও শুরু করতে পারে বই উৎসব। এককভাবে সম্ভব না হলে পার্শ্ববর্তী কয়েকটি প্রাথমিক, মাধ্যমিক, উচ্চমাধ্যমিক স্কুল মিলে অগ্রণী হলে এই উদ্যোগ আরও সফলতা পাবে। সিলেবাসের বইয়ের সূত্রে স্কুলে সারাবছর বিভিন্ন প্রকাশনার কর্মীদের আনাগোনা লেগেই থাকে, তাদের সাহায্য নেওয়া যেতে পারে। স্থানীয় বইয়ের বিপণিগুলোকে যুক্ত করতে হবে। আর যদি কাছাকাছি কোনও লাইব্রেরি থাকে শুধুমাত্র প্রদর্শনীর জন্য বই নেড়েঘেঁটে দেখার জন্য সেটিকেও যুক্ত করা যেতে পারে। তবেই সবমিলিয়ে যথার্থ অর্থেই হয়ে উঠবে বই উৎসব।

(লেখক শিক্ষক ও সাহিত্যিক)

শব্দরঙ্গ ■ ৪৩৫৪

১		২	★	৩	★	★	★
	★	৪			★	৫	৬
৭			★		★	★	
★	★	★	★	৮			
৯			১০	★	★	★	★
	★	★		★	১১		১২
১৩		★	১৪			★	
★	★	★		★	১৫		

পাশাপাশি : ১। দইয়ের সঙ্গে ছাতু, ময়দা, চিঁড়ে প্রভৃতি মিশিয়ে তৈরি খাদ্যবিশেষ ৪। অবাধ্য বা দুর্দান্ত ৫। লালচে রংয়ের নমনীয় মিশ্র ধাতুবিশেষ ৭। পণ্ড, কেঁচে গেছে এমন ৮। ভর্ৎসনা, নিন্দা ৯। অতি মাননীয় বা সম্ভ্রান্ত ১১। জলচর পাখিবিশেষ ১৩। বন্ধু, সহচর ১৪। গাঁজা, সিদ্ধিগাছের জটা ১৫। গুঁটিপোকার সুতো বা তা থেকে তৈরি মোটা কাপড়বিশেষ।

উপর-নীচ : ১। মার্গ সংগীতের রাগিণীবিশেষ, অর্জুন গাছ ২। ঢোলের মতো বাদ্যযন্ত্রবিশেষ ৩। সর্দার, নেতা ৬। মাদার গাছ, শিমুল গাছ ৯। ভেলা ১০। অসাধারণ গুণবান সন্তানের জননী ১১। দস্যু, প্রকাশ্যে বলপূর্বক হরণকারী ১২। কাঁকর।

সমাধান ■ ৪৩৫৩

পাশাপাশি : ১। মিলমিশ ৩। মাধব ৫। কণ্ঠিবদল ৭। মসিনা ৯। আড়ত ১১। আমজনতা ১৪। বজ্জর ১৫। কালাকাল।

উপর-নীচ : ১। মিজোরাম ২। শতেক ৩। মালব ৪। বদল ৬। দগড় ৮। সিকিম ১০। তলাতল ১১। আদব ১২। জম্বির ১৩। তালিকা।

বিন্দুবিসর্গ

বরফে ঢাকা রেলপথ পেরিয়ে ট্রেনে যাত্রা। জম্মু ও কাশ্মীরের অনন্তনাগ জেলায়। রবিবার। -পিটিআই

পদ্মাপারে ফের হিন্দুকে পুড়িয়ে খুন

ঢাকা ও নয়াদিল্লি, ২৫ জানুয়ারি : বাংলাদেশে জাতীয় নির্বাচনের আগে ধর্মীয় সংখ্যালঘুদের ওপর হামলা থামার কোনও লক্ষণ দেখা যাচ্ছে না। শুক্রবার রাতে নরসিংদি শহরের একটি গ্যারাজে ঘুমন্ত অবস্থায় চঞ্চল চন্দ্র ভৌমিক (২৩) নামে এক হিন্দু তরুণকে পুড়িয়ে খুনের ঘটনায় নতুন করে চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। কুমিল্লার লক্ষ্মীপুর গ্রামের বাসিন্দা চঞ্চল ওই গ্যারাজে কাজ করতেন। তিনিই ছিলেন পরিবারের একমাত্র উপার্জনকারী। পরিবারের দাবি, এটি একটি 'পরিকল্পিত হত্যাকাণ্ড'।

নরসিংদির পুলিশ সুপার আবদুল্লাহ আল ফারুক বলেছেন, 'সিসিটিভি ফুটেজে একজনের সন্দেহজনক গতিবিধি লক্ষ করা গিয়েছে। আগুনের উৎস যান্ত্রিক ত্রুটি নাকি বাইরের হস্তক্ষেপ, তা খতিয়ে দেখা হচ্ছে।' প্রত্যক্ষদর্শীদের অভিযোগ, রাতের অন্ধকারে বাইরে থেকে গ্যারাজের শাটারের ওপর পেট্রোল ঢেলে আগুন লাগিয়ে দেওয়া হয়। দীর্ঘক্ষণ ভেতরে আটকে থেকে শ্বাসরোধ ও দগ্ধ হয়ে মৃত্যু হয় চঞ্চলের। দমকলকর্মীরা শাটার ভেঙে ভেতরে ঢুকলেও ততক্ষণে সব শেষ হয়ে গিয়েছে।

বাংলাদেশে সংখ্যালঘুদের ওপর এই ধারাবাহিক হামলা এখন আর আইনশৃঙ্খলাজনিত সমস্যা

এবার নরসিংদিতে

নয়, বরং ভারত ও বাংলাদেশের কূটনৈতিক সম্পর্কের ওপর গভীর ছায়া ফেলেছে। গত কয়েকমাসে দীপুচন্দ্র দাসকে গণপিটুনি দিয়ে পুড়িয়ে মারা, ময়মনসিংহে ধর্ম অবমাননার অভিযোগে হত্যাকাণ্ড এবং গাজিপুরে কলা কেনাবেচা নিয়ে বিবাদে হিন্দু ব্যবসায়ীকে পিটিয়ে মারার মতো ঘটনা ভারতের উদ্বেগ বহুগুণ বাড়িয়ে দিয়েছে।

ভারতের বিদেশমন্ত্রক একাধিক বিবৃতিতে বাংলাদেশে সংখ্যালঘু হিন্দুদের ওপর ধারাবাহিক হামলা নিয়ে গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করেছে। নয়াদিল্লির বার্তা স্পষ্ট বার্তা, বাংলাদেশের অন্তর্বর্তী সরকারকে অবশ্যই ধর্মীয় সংখ্যালঘুদের নিরাপত্তা এবং ধর্মীয় স্থানগুলি রক্ষা করতে হবে।

হাসিনা মন্তব্যে ঢাকার তোপে দিল্লি

নিজস্ব প্রতিনিধি, ঢাকা, ২৫ জানুয়ারি : সংসদ নির্বাচনের মুখে নয়াদিল্লিতে মানবতাবিরোধী অপরাধে দোষী সাব্যস্ত ক্ষমতাচ্যুত প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে বক্তব্য রাখার অনুমতি দেওয়ায় ভারতকে নিশানা করল বাংলাদেশ। রবিবার বাংলাদেশ বিদেশমন্ত্রক এক বিবৃতিতে ভারতের বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ জানানো হয়। ঢাকার তরফে বলা হয়েছে, গত ২৩ জানুয়ারি নয়াদিল্লিতে শেখ হাসিনাকে বক্তব্য দেওয়ার সুযোগ দেওয়ার ঘটনা বাংলাদেশ সরকার ও জনগণকে বিস্মিত এবং হতবাক করেছে।

বাংলাদেশ জানিয়েছে, ভারতের সঙ্গে বিদ্যমান দ্বিপাক্ষিক প্রত্যর্পণ চুক্তির আওতায় শেখ হাসিনাকে বাংলাদেশের কাছে হস্তান্তর করার আইনগত ও নৈতিক বাধ্যবাধকতা রয়েছে। কিন্তু সেই দায়বদ্ধতা পূরণ না করে ভারতের মাটিতে তাঁকে উস্কানিমূলক বক্তব্য রাখার সুযোগ দেওয়া হয়েছে, যা বাংলাদেশের গণতান্ত্রিক উত্তরণ, শান্তি ও নিরাপত্তার জন্য হুমকিস্বরূপ।

ভারতের রাজধানীতে এই ধরনের অনুষ্ঠানের অনুমতি দেওয়া এবং গণহত্যার অভিযোগে অভিযুক্ত একজন পলাতক আসামিকে প্রকাশ্যে বক্তব্য দেওয়ার সুযোগ করে দেওয়া আন্তর্জাতিক সম্পর্কের স্বীকৃত নীতিমালার পরিপন্থী। বিশেষ করে সার্বভৌমত্বের প্রতি শ্রদ্ধা, অভ্যন্তরীণ বিষয়ে হস্তক্ষেপ না করা এবং সু-প্রতিবেশীসুলভ আচরণের নীতি এতে লঙ্ঘিত হয়েছে বলে অভিযোগ বাংলাদেশের। ঢাকার ভাষ্য অনুযায়ী, এ ঘটনা বাংলাদেশের জনগণ ও সরকারের প্রতি স্পষ্ট অবমাননার শামিল। বাংলাদেশ মনে করে, এই পদক্ষেপ বাংলাদেশ-ভারত সম্পর্কের ভবিষ্যতের জন্য একটি বিপজ্জনক নজির স্থাপন করেছে এবং ভবিষ্যতে

নির্বাচিত সরকারগুলোর মধ্যে সুস্থ দ্বিপাক্ষিক সম্পর্ক গঠনের প্রক্রিয়াকে মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত করতে পারে।

ইউনূস সরকারের অভিযোগ, ওই বক্তব্যে শেখ হাসিনা প্রকাশ্যে বর্তমান সরকারকে অপসারণের আহ্বান জানিয়েছেন এবং দেশে আসন্ন সাধারণ নির্বাচন ব্যাহত করতে তার দলীয় অনুসারী ও সাধারণ জনগণকে সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ডে উসকানি দিয়েছেন। বিবৃতিতে আওয়ামী লীগের নেতৃত্বের ভূমিকারও কঠোর সমালোচনা করা হয়।

শান্তির বার্তা রাষ্ট্রপতির

নয়াদিল্লি, ২৫ জানুয়ারি : রবিবার ৭৭তম প্রজাতন্ত্র দিবসের প্রাক্কালে দেশবাসীর উদ্দেশ্যে শান্তির বার্তা দিলেন রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মু। তাঁর বক্তব্যে উঠে এসেছে বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্তে ঘটে চলা হিংসা এবং সংকটের ঘটনা। পাশাপাশি জাতীয় নিরাপত্তা, নারীশক্তি, আর্থিক উন্নয়ন, সাংস্কৃতিক ঐক্য এবং প্রশাসনিক সংস্কারের কথাও উঠে এসেছে রাষ্ট্রপতির ভাষণে। তিনি বলেন, 'আমাদের পরম্পরায় গোটা বিশ্বের অস্তিত্বের জন্য শান্তির প্রার্থনার কথা বলা আছে। ভারত এই শান্তির বার্তা গোটা বিশ্বের ছড়িয়ে দেওয়ার প্রচেষ্টা জারি রাখবে।' তবে জাতীয় সুরক্ষা এবং সন্ত্রাস দমনের প্রশ্নে যে ভারত নিজেদের লড়াকু মানসিকতা ছাড়বে না তা রাষ্ট্রপতির ভাষণে স্পষ্ট। অপারেশন সিঁদুরের ভূয়সি প্রশংসা করে তিনি জানিয়েছেন, ওই নিখুঁত হামলা সীমান্তের ওপারে জঙ্গিঘাঁটিগুলিকে ধ্বংস করে দিয়েছে।

ট্রেনে বচসা, হত অধ্যাপক

মুম্বই, ২৫ জানুয়ারি : দেশের বাণিজ্যনগরী মুম্বইয়ের 'লাইফলাইন' হল লোকাল ট্রেন। অথচ সেই ভিড়ে ঠাসা লাইফলাইনেই এবার ঘটল খুনের মতো একটি হাড় হিম করা ঘটনা। অভিযুক্তকে পুলিশ গ্রেপ্তার করলেও ওই ঘটনাকে কেন্দ্র করে মুম্বইয়ের নিত্যযাত্রীদের মধ্যে ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। ঘটনাটি ঘটেছে শনিবার মুম্বইয়ের মালাড স্টেশনের ১ নম্বর প্ল্যাটফর্মে।

চার্চগেট-বোরিভালি লোকাল ট্রেন তখন সবেমাত্র স্টেশনে ঢুকছে। হঠাৎই বচসায় জড়িয়ে পড়েন দুই ট্রেনযাত্রী অলোককুমার সিং (৩৩) এবং ওমকার শিন্ডে (২৭)। ভিলে পার্লের একটি কলেজের অঙ্কের অধ্যাপক অলোক এবং পেশায় দিনমজুর ওমকারের মধ্যে। প্ল্যাটফর্মে নামার ঠিক আগে মেজাজ হারিয়ে আচমকা অলোককুমার সিংয়ের পেটে ধারালো অস্ত্র দিয়ে এলোপাতাড়ি আঘাত করেন ওমকার। ভিড়ের মধ্যে চম্পট দেন ওমকার। স্টেশনের ওভারব্রিজের সিসিটিভি ফুটেজে এক ব্যক্তিকে ছুটে পালিয়ে যেতে দেখা যায়। গুরুতর আহত অবস্থায় হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হলে অলোককুমার সিংকে মৃত বলে ঘোষণা করা হয়।

কাঁটাতারে নিখোঁজ ওডিশার ১৪ বাসিন্দা

ভুবনেশ্বর, ২৫ জানুয়ারি : ওডিশা থেকে পশ্চিমবঙ্গ হয়ে বাংলাদেশ— রহস্যময় এক 'পুশব্যাক'-এর জেরে নিখোঁজ হয়ে গেল শিশু থেকে বৃদ্ধ সহ আস্ত একটি ভারতীয় পরিবার। অভিযোগ, ৯০ বছরের বৃদ্ধা থেকে শুরু করে ৬ বছরের শিশু, একই পরিবারের ১৪ জন ভারতীয় সদস্যকে স্রেফ 'বাংলাভাষী' হওয়ার অপরাধে ওডিশা থেকে সীমান্ত পার করে দেওয়া হয়েছে।

ওডিশার জগৎসিংপুরের বালকুদা এলাকার বাসিন্দা শেখ রাবানির পরিবার গত সাত দশক ধরে ওখানেই বসবাস করছেন। তাঁদের আদি বাড়ি পশ্চিমবঙ্গের দক্ষিণ ২৪ পরগনার মৌসুনি দ্বীপে। অভিযোগ, গত নভেম্বর মাসে হঠাৎই পুলিশ জগৎসিংপুরের ধানীপুর গ্রাম থেকে রাবানির বোন মাইরুন বিবি, তাঁর স্বামী এবং সন্তানদের তুলে নিয়ে যায়। রাবানির দাবি, আধার কার্ড, ভোটার কার্ড দেখানোর পরেও পুলিশ তাঁদের কথা শোনেনি, উলটে ঘরবাড়ি বুলডোজার দিয়ে গুঁড়িয়ে দেওয়া হয়েছে। ঘটনায় প্রশ্নের মুখে ওডিশার বিজেপি সরকার এবং পুলিশ।

রাবানির দাবি, তাঁর বাবা ভারতেই জন্মেছেন এবং তাঁদের কাছে বৈধ নথিপত্র রয়েছে। অভিযোগ উঠেছে, ওডিশা পুলিশ ওই ১৪ জনকে প্রথমে বিএসএফের হাতে তুলে দেয়। বিএসএফ তাঁদের নদিয়া সীমান্ত দিয়ে বাংলাদেশে পুশব্যাক করে। কিন্তু ওপারে বাংলাদেশ সীমান্ত রক্ষীবাহিনী (বিজিবি) ওই ১৪ জনকে ভারতে ফেরত পাঠায়। বিএসএফ হিলি সীমান্তের কাছে তাঁদের আটকায়। দু-দিন পর ফের তাঁদের সিলেট সীমান্ত দিয়ে বাংলাদেশে পাঠিয়ে দেওয়া হয়। বিএসএফের বিরুদ্ধে হুমকি দেওয়ার অভিযোগ উঠেছে, 'ভারতে ফেরার চেষ্টা করলে গুলি চালানো হবে।' তারপর ওই পরিবারের একজনের সঙ্গে ফোনে যোগাযোগ করলে জানা যায়, ওই ১৪ জন চট্টগ্রামে রয়েছেন। কিন্তু তারপর থেকে আর কারও খোঁজ পাওয়া যাচ্ছে না। আইনি লড়াইয়ের চিন্তাভাবনা করছে রাবানির পরিবার।

ওডিশার ১৪ জনের অমানবিক পুশব্যাক ফিরিয়ে এনেছে বীরভূমের সোনালি বিবির স্মৃতি। দিল্লি থেকে 'বাংলাদেশি' সন্দেহে

■ ১৪ জন ভারতীয় সদস্যকে 'বাংলাভাষী' হওয়ার অপরাধে ওডিশা থেকে সীমান্ত পার করে দেওয়া হয়েছে

■ ওডিশা পুলিশ ওই ১৪ জনকে প্রথমে বিএসএফের হাতে তুলে দেয়

■ বিএসএফ তাঁদের ওপারে পুশব্যাক করলে বাংলাদেশ সীমান্ত রক্ষীবাহিনী ভারতে ফেরত পাঠিয়ে দেয়

■ দু-দিন পর ফের তাঁদের সিলেট সীমান্ত দিয়ে বাংলাদেশে পাঠিয়ে দেওয়া হয়

অন্তঃসত্ত্বাসোনালি বিবিকে বাংলাদেশে পুশব্যাক করা হয়েছিল। সম্প্রতি সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশে সোনালি বিবিকে ফিরিয়ে আনতে বাধ্য হয় কেন্দ্রীয় সরকার। ওডিশার ১৪ জন বাসিন্দার ক্ষেত্রে কী হবে জানা নেই। ওডিশার মুখ্যমন্ত্রী মোহনচরণ মাঝির দেওয়া তথ্য অনুযায়ী, ১ ডিসেম্বর পর্যন্ত রাজ্যে ৫০ জন 'অবৈধ অভিবাসী'কে চিহ্নিত করে পুশব্যাক করা হয়েছে। প্রায় ১৭৬০ জনের নথিপত্র যাচাই করেছে পুলিশ ও এসটিএফ। প্রশাসনের দাবি, যথাযথ যাচাইয়ের পরেই এই পদক্ষেপ নেওয়া হচ্ছে। অন্যদিকে, বিরোধী দল বিজেডি-র মতে, এই অভিযান আদতে একটি 'লোকদেখানো' প্রক্রিয়া। পুলিশের দাবি, কেন্দ্রীয় গাইডলাইন মেনেই অনুপ্রবেশকারীদের শনাক্ত করা হচ্ছে। রাবানির প্রশ্ন, 'ওরা যদি বাংলাদেশিই হবেন, তবে আমার দুই দাদাকে কেন নথিপত্র দেখে ওডিশা পুলিশ ছেড়ে দিল? একই নথিতে কেউ ভারতীয় আর কেউ বাংলাদেশি হয়?'

প্রয়াত মার্ক টুলি

নয়াদিল্লি, ২৫ জানুয়ারি : বর্ষীয়ান ব্রিটিশ সাংবাদিক স্যর উইলিয়াম মার্ক টুলির জীবনাবসান হল। রবিবার নয়াদিল্লির একটি বেসরকারি হাসপাতালে তিনি শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৯০। বহু পুরস্কার ও সম্মানে সম্মানিত মার্ক টুলি দীর্ঘদিন ধরে বিবিসি-র সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। ভারত-পাক যুদ্ধ, জরুরি অবস্থা, অপারেশন ব্লু স্টার, ইন্দিরা গান্ধি হত্যা, ভোপাল গ্যাস দুর্ঘটনা, রাজীব গান্ধি হত্যা, বাবরি মসজিদ ধ্বংসের মতো ভারতের ইতিহাসের একাধিক গুরুত্বপূর্ণ ঘটনার কথা তাঁর বিবরণে জীবন্ত হয়ে উঠেছিল ভারত তথা বিশ্ববাসীর কাছে। আক্ষরিক অর্থেই তিনি হয়ে উঠেছিলেন বিবিসির 'ভয়েস অফ ইন্ডিয়া'। উপমহাদেশের নানাবিধ উল্লেখযোগ্য ঘটনার সাক্ষী ছিলেন টুলি। ১৯৩৫ সালের ২৪ অক্টোবর ব্রিটিশ ভারতের কলকাতায় তাঁর জন্ম। বাবা ছিলেন ব্রিটিশ ব্যবসায়ী। দার্জিলিংয়ের ব্রিটিশ বোর্ডিং স্কুলের পাঠ চুকিয়ে মাত্র ৯ বছর বয়সে পাড়ি দিয়েছিলেন ব্রিটেনে। সেখানে পড়াশোনা শেষ করে ১৯৬৪ সালে বিবিসিতে যোগ দেন। ১৯৬৫ সালে ভারতে বিবিসির সাংবাদিক হিসেবে ভারতে ফিরে আসেন। শুধু সাংবাদিকতা নয়, একাধিক বই-ও লিখেছিলেন তিনি।

খুন ভারতীয়

অটোয়া, ২৫ জানুয়ারি : কানাডার ব্রিটিশ কলম্বিয়া প্রদেশে গ্যাংওয়ারের জেরে ফের প্রাণ হারালেন একজন ভারতীয় বংশোদ্ভূত। পুলিশ জানিয়েছে, নিহত তরুণের নাম দিলরাজ সিং গিল (২৮)। ভ্যাঙ্কুভারের বাসিন্দা দিলরাজ গত ২২ জানুয়ারি বানাবির 'কানাডা ওয়ে' এলাকায় আততায়ীদের গুলিতে ঝাঁঝরা হয়ে যান। তদন্তকারী সংস্থা 'ইন্টিগ্রেটেড হোমিসাইড ইনভেস্টিগেশন টিম' -এর দাবি, দিলরাজ অপরাধ জগতের পরিচিত মুখ ছিলেন। এই খুনের নেপথ্যে গ্যাংওয়ারের প্রত্যক্ষ যোগ রয়েছে।

শুভাংশু শুক্লাকে 'অশোকচক্র'

নয়াদিল্লি, ২৫ জানুয়ারি : প্রজাতন্ত্র দিবসে দেশের সর্বোচ্চ বীরত্ব সম্মান 'অশোকচক্র' পেতে চলেছেন গ্রুপ ক্যাপ্টেন শুভাংশু শুক্লা! ২০২৫-এর জুনে আন্তর্জাতিক মহাকাশ কেন্দ্রে ১৮ দিনের মিশন সফল করার স্বীকৃতি হিসাবে ভারতীয় বায়ুসেনার এই আধিকারিককে জীবনকালেই অশোক চক্রে ভূষিত করার সম্ভাবনা রয়েছে। এর আগে এই বিরল সম্মান পেয়েছিলেন ভারতের প্রথম মহাকাশচারী রাকেশ শর্মা।

কাল সর্বদল

নয়াদিল্লি, ২৫ জানুয়ারি : সংসদের বাজেট অধিবেশন শুরু হচ্ছে ২৮ জানুয়ারি। তার ঠিক আগের দিন অর্থাৎ ২৭ জানুয়ারি সর্বদলীয় বৈঠক ডাকল কেন্দ্রীয় সরকার। সূত্রের খবর, সংসদ বিষয়ক মন্ত্রী কিরেন রিজিজু ২৭ জানুয়ারি সকাল ১১টায় সংসদ ভবনের অ্যানেক্সে সর্বদলীয় বৈঠকটি ডেকেছেন। অধিবেশন যাতে মসৃণভাবে চলে সেই ব্যাপারে সরকার ও বিরোধীদের মধ্যে আলোচনা হওয়ার কথা। দীর্ঘদিন বাদে এবার রবিবার দেশের সাধারণ বাজেট পেশ হতে চলেছে। এবার ১ ফেব্রুয়ারি পড়েছে রবিবার। ওইদিন কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী ২০২৬-২৭ অর্থবর্ষের সাধারণ বাজেট পেশ করবেন।

তেজস্বীর হাতে লালুর 'লণ্ঠন'

এগিয়ে চলো... তেজস্বীকে উত্তরসূরি করার মুহূর্তে লালু-রাবড়ি।

পাটনা, ২৫ জানুয়ারি : লালুপ্রসাদ যাদবের হাতে তৈরি আরজেডি-র 'লণ্ঠন'-এর দায়িত্ব এবার থেকে তেজস্বী যাদবের। রবিবার আনুষ্ঠানিকভাবে ছোট ছেলেকে দলের সর্বভারতীয় কার্যনিবাহী সভাপতি পদে নিয়োগ করেছেন আরজেডি সুপ্রিমো। এই নিয়োগের মাধ্যমে আরজেডি-তে লালু-রাবড়ি যুগের অবসান ঘটে পাকাপাকিভাবে তেজস্বী জমানার শুভ সূচনায় সিলমোহর পড়ল। এদিন পাটনায় আরজেডির জাতীয় কর্মসমিতির বৈঠকে দলের শীর্ষ নেতৃত্বের সামনে তেজস্বীর হাতে আরজেডি-র কার্যনিবাহী সভাপতি পদে নিয়োগপত্র তুলে দেন লালু। পাশে ছিলেন তাঁর পত্নী তথা বিহারের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী রাবড়ি দেবী। আরজেডি-র তরফে সমাজমাধ্যমে লেখা হয়েছে, 'এক নতুন যুগের শুভ সূচনা হল।'

তবে আরজেডি-তে লালু-পুত্রের এহেন উত্থানকে কটাক্ষ করেছেন তাঁর বোন রোহিণী আচার্য। গত বিধানসভা ভোটে শোচনীয় পরাজয়ের পর লালুর পরিবারের মনোমালিন্য প্রকাশ্যে চলে এসেছিল। রাজনীতির পাশাপাশি বাপের বাড়ির সঙ্গে সম্পর্কও ছিন্ন করে দেন তিনি। এদিন তেজস্বীকে নতুন দায়িত্বের জন্য শুভেচ্ছা জানাতে গিয়ে রোহিণী সমাজমাধ্যমে লিখেছেন, 'রাজনীতির চরম শিখর— বলা যায়, এক ব্যক্তির গৌরবময় ইনিংসের মহিমাময় সমাপ্তি। অভিনন্দন সেই চাটুকার দল এবং অনুপ্রবেশকারী বাহিনীকে, যাদের হাতের পুতুলে পরিণত হওয়া এই যুবরাজের আজ রাজ্যাভিষেক হল।' এই প্রসঙ্গে এলজেপি (রামবিলাস) নেতা চিরাগ পাসোয়ানের খোঁচা, 'বিধানসভা ভোটে হারের পর যেখানে দলের সমস্ত নেতা-কর্মীর কৈফিয়ত চাওয়া হচ্ছে, সেখানে তেজস্বী যাদবকে এত বড় পদে বসানো হল কেন? এর থেকে পরিষ্কার, আরজেডি পরিবারতন্ত্রের ছায়া থেকে বেরোতে নারাজ।'

বিজয়ের বজ্রনির্ঘোষ

চেন্নাই, ২৫ জানুয়ারি : একদিকে নতুন সিনেমার মুক্তি ঘিরে জট, অন্যদিকে সিবিআইয়ের সমন। দুই গেরোর মাঝে দাঁড়িয়েই শাসক ডিএমকে এবং বিরোধী বিজেপির নাম না করে রণহুংকার দিলেন অভিনেতা-রাজনীতিক থালাপতি বিজয়। রবিবার মামাল্লাপুরমে টিভিকের ৩ হাজার রাজ্য ও জেলা পদাধিকারীদের সম্মেলনে দাঁড়িয়ে তাঁর সাফ কথা, 'আমি চাপের সামনে আত্মসমর্পণ করব না। মাথা নোয়াব না।' তামিলনাড়ুর আসন্ন বিধানসভা ভোটে তাঁর প্রার্থী হওয়ার সম্ভাবনা জাগিয়ে বিজয় নায়কোচিত ভঙ্গিতে বলেন, 'এটা শুধু ভোট নয়, বরং একটি গণতান্ত্রিক যুদ্ধ। আপনারা যাঁরা

আমার সঙ্গে এই যুদ্ধে লড়াই করবেন তাঁরা সকলেই আমার কমান্ডো।'

নিজের দলের নির্বাচনি প্রতীক 'হুইসল' বাজিয়ে বিজয়ের বার্তা, 'যাঁরা এখন রাজনীতিতে রয়েছেন তাঁরা আন্নাদুরাইকে ভুলে গিয়েছেন।' টিভিকে এখনও পর্যন্ত কোনও জোটে নাম লেখায়নি। তাঁকে সঙ্গে নেওয়ার ব্যাপারে কংগ্রেস ও বিজেপি উভয় শিবিরই আগ্রহী। তাঁর ছবি 'জন নায়গন'-এর মুক্তি আটকে দিয়েছে সেন্সর বোর্ড। এই নিয়ে আইনি লড়াই চলছে। এর পাশাপাশি কারুরে টিভিকে-র অনুষ্ঠানে পদপিষ্টের ঘটনায় বিজয়কে দু-বার জেরা করেছে সিবিআই।

ফেডেরাল এজেন্টের গুলিতে মৃত্যু

ওয়াশিংটন, ২৫ জানুয়ারি : এক মাসের ব্যবধানে দ্বিতীয়বার। ফেডেরাল অভিবাসন এজেন্টের গুলিতে ফের একজনের মৃত্যুকে কেন্দ্র করে রণক্ষেত্রের চেহারা নিল আমেরিকার মিনিয়াপোলিস। শনিবার বরফঢাকা রাস্তায় ধস্তাধস্তির সময় ৩৭ বছর বয়সি আইসিইউ নার্স অ্যালেক্স প্রেত্তিকে গুলি করে হত্যা করা হয়। এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে স্থানীয় প্রশাসন ও ট্রাম্প সরকারের মধ্যে সংঘাত চরম সীমায় পৌঁছেছে।

হোমল্যান্ড সিকিউরিটি বিভাগ দাবি করেছে, প্রেত্তি এজেন্টদের ওপর হামলার উদ্দেশে সেখানে গিয়েছিলেন। তাঁর কাছ থেকে একটি পিস্তল ও কার্তুজ উদ্ধার করা হয়েছে। হোয়াইট হাউসের ডেপুটি চিফ অফ স্টাফ স্টিফেন মিলার প্রেত্তিকে 'আততায়ী' বলে অভিহিত করেছেন। তবে ভাইরাল ভিডিও ফুটেজে দেখা গিয়েছে, প্রেত্তি ভিডিও করছিলেন। এজেন্টদের হাত থেকে এক মহিলা বিক্ষোভকারীকে বাঁচাতে গিয়ে নিজেই আক্রান্ত হন। তাঁর মুখে রাসায়নিক স্প্রে করা হয়। রাস্তায় পড়ে যাওয়া প্রেত্তির সঙ্গে নিরাপত্তাকর্মীদের ধস্তাধস্তি শুরু হয়। সেইসময় এক আধিকারিক তাঁর পকেটে একটি বন্দুকের হদিস পান। এরপরেই এজেন্টরা তাঁকে লক্ষ্য করে গুলি চালান। প্রেত্তির নিথর দেহের ওপরও একাধিকবার গুলি চালাতে দেখা গিয়েছে এজেন্টদের।

মর্মান্তিক এই ঘটনার তীব্র নিন্দা জানিয়ে মিনেসোটার গভর্নর টিম ওয়ালজ বলেন, 'ফেডেরাল সরকারের তদন্তে ভরসা রাখা যায় না। এই ঘটনার তদন্ত করবে রাজ্য প্রশাসন।' অন্যদিকে, প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প পালটা তোপ দেগে মেয়র জেকব ফ্রে ও গভর্নর ওয়ালজকে 'বিদ্রোহে উসকানি' দেওয়ার দায়ে অভিযুক্ত করেছেন। এমনকি পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে 'ইনসারেকশন অ্যাক্ট' বা বিদ্রোহ দমন আইন প্রয়োগের হুমকিও দিয়েছেন তিনি।

আত্মবিশ্বাস হারাবে না ইংরেজিতে

পীযূষ সূত্রধর *শিক্ষক, তপসিখাতা হাইস্কুল আলিপুরদুয়ার*

২০২৬ মাধ্যমিকের প্রস্তুতি

বিদেশি ভাষা হিসেবে ইংরেজির প্রতি অধিকাংশ ছাত্রছাত্রীর একটা অতিরিক্ত ভীতি বা জড়তা কাজ করে। কিন্তু পরীক্ষা কক্ষে কিছু বিষয় মাথায় রাখলে ইংরেজিতে খুব ভালো নম্বর তোলা সম্ভব। সেই বিষয়গুলি একে একে আলোচনা করছি। আশাকরি আসন্ন মাধ্যমিক পরীক্ষার্থীদের কাজে লাগবে।

প্রথমত, পরীক্ষা কক্ষে মাথা ঠান্ডা রেখে প্রশ্নপত্র ভালোভাবে পড়ে নিয়ে উত্তর লেখা শুরু করতে হবে। প্রশ্ন পড়ার জন্য বরাদ্দ অতিরিক্ত পনেরো মিনিট সময়। সেই সময়ে যথাযথভাবে প্রশ্ন পড়ে উত্তর লেখার সামগ্রিক পরিকল্পনা তৈরি করে নেবে। এই প্রসঙ্গে না বললেই নয়, সুন্দর ও স্পষ্ট হাতের লেখা পরীক্ষকের মনে ইতিবাচক দাগ কাটে। প্রশ্নের উত্তর To the point হওয়া বাঞ্ছনীয়। এই বিষয়গুলোর পাশাপাশি একটু বাড়তি সতর্কতা অবলম্বন করলে ইংরেজিতেও ফুল মার্কস পাওয়া সম্ভব। ইংরেজি পরীক্ষায় প্রশ্নের মধ্যেই উত্তর লিখতে হয় বলে যে কোনও অংশের উত্তর যে কোনও সময়ে অনায়াসে লেখা যেতে পারে। অজানা বা শক্ত প্রশ্নে বেশিক্ষণ সময় না কাটিয়ে পরবর্তী অপেক্ষাকৃত সহজ প্রশ্নের উত্তর লেখা শুরু করবে। তাহলে সময়ের অপচয় হবে না।

প্রথমেই, Reading Comprehension (Seen) -এর প্রশ্নের উত্তর দিয়ে শুরু করো। কারণ যে Prose -এর Passage ও Poem -এর Lines এখানে দেওয়া হয় তা পাঠ্যবইয়ের হওয়ায় আগে থেকে পড়া থাকে। প্রশ্ন অনুযায়ী Passage-এ চোখ বোলালেই খুব সহজেই এই বিভাগের প্রশ্নের উত্তর লেখা যায়।

প্রশ্ন হয়, Tick the correct answer, complete the sentence এবং True, False ধরনের। তবে মনে রাখতে হবে, True বা False -এর Supporting statement যেন অবশ্যই Inverted Comma('---') -র মধ্যে লেখা হয়।

Reading Comprehension (Unseen) অংশে Passage টি অন্ততপক্ষে দু'বার পড়বে।

Unseen passage -এর প্রশ্নোত্তর শুরু করার আগে প্রথমে passage টি একবার দ্রুত পড়ে নিতে হবে বিষয় বোঝার জন্য। দ্বিতীয়বার একটু মনোযোগ দিয়ে পড়বে। পড়ার সময় অজানা বা নতুন শব্দের নীচে হালকা চিহ্ন দিয়ে রাখতে পারো। Sentence -এ ওই শব্দটির অর্থ অনুমান করার চেষ্টা করতে হবে। পুরো বাক্য পড়ে meaning আন্দাজ করবে। Vocabulary Section -এ চারটি same meaning -এর words বা synonyms এই passage থেকে বের করে লিখতে হয়। খেয়াল রাখতে হবে যে, সেই চিহ্নিত unknown বা নতুন শব্দও Vocabulary প্রশ্নের উত্তর হতে পারে। তাই এই বিষয়টি গুরুত্ব সহকারে দেখতে হবে।

Grammar -এ থাকে মূলত Fill in the blanks with suitable prepositions and articles, Fill in the blanks with proper forms of verbs, Voice, Narration, Degree, Joining, Transformation of sentences জাতীয় প্রশ্নাবলি। এছাড়াও থাকে Replace the underlined verbs with suitable phrasal verbs from the list ধরনের প্রশ্ন। মনে রাখতে হবে, Underlined/italicized verb যে Form -এ থাকে Phrasal Verb টিকে সেই Form -এ লিখতে হবে। অর্থাৎ প্রদত্ত Sentence -এ Verb -এর Form অনুযায়ী Phrasal Verb টিকে Present, Past বা Past Participle ফর্মে পরিবর্তন করতে হবে। Grammar -এ সঠিক উত্তর লিখলে পুরো নম্বর পাওয়া যায়। মনে রাখতে হবে, এই অংশে সামান্যতম ভুলেও পুরো নম্বর কাটা হয়।

এবারে আসা যাক Writing Skill -এর উত্তর লেখার বিষয়ে। এই অংশে মূলত সুন্দর ও নির্ভুলভাবে বিভিন্ন বিষয়ের উপর লিখতে পারার উপর জোর দেওয়া হয়। Grammatically correct Sentence গঠন ও Spelling mistake -এর প্রতি খেয়াল রাখা প্রয়োজন। ভুল Sentence construction বা বাক্য গঠন এবং Spelling mistake বা বানান ভুলের কারণে নম্বর কাটা হয়। প্রতিটি Writing -এর Format ও লেখার style ভিন্ন ধরনের। সেই বিষয়টি অবশ্যই মাথায় রাখতে হবে। বিগত দশ বছরের মাধ্যমিক পরীক্ষার প্রশ্নপত্র লক্ষ্য করলে দেখা যায় যে, Paragraph, Letter, Report, Notice ও Story এই বিষয়গুলো থেকে বারবার প্রশ্ন এসেছে। সহজ সরল ভাষায় ঠিকঠাক Format মেনে অনধিক 120 শব্দের মধ্যে প্রতিটি বিষয়ের উপর লিখতে হবে। অযথা ভারী শব্দ ব্যবহার করে লেখার প্রবহমানতা নষ্ট না করাই শ্রেয়। চেষ্টা করতে হবে, Question cum Answer scripts -এ দেওয়া Space -এর মধ্যে সম্পূর্ণ উত্তর লিখতে। প্রশ্নে দেওয়া সবগুলো Hints কে ক্রমানুসারে লেখায় উল্লেখ করতে হবে। প্রশ্নে প্রদত্ত কোনও point বাদ দিলে নম্বর কমে যেতে পারে। পরীক্ষায় সকল প্রশ্নের উত্তর লেখার পর অন্ততপক্ষে 15 মিনিট সময় হাতে রাখা প্রয়োজন। এই সময় প্রতিটি প্রশ্নের উত্তর Check করে নিতে হবে। Spelling mistake বা Sentence Construction -এ ভুল হলে ঠিক করে নিতে হবে। সব প্রশ্নের উত্তর লেখা হয়েছে কি না তা দেখে নিতে হবে। উপরিউক্ত কথাগুলো মাথায় রেখে পরীক্ষায় সব প্রশ্নের যথাযথ উত্তর লিখলে অনায়াসে ভালো নম্বর তোলা সম্ভব।

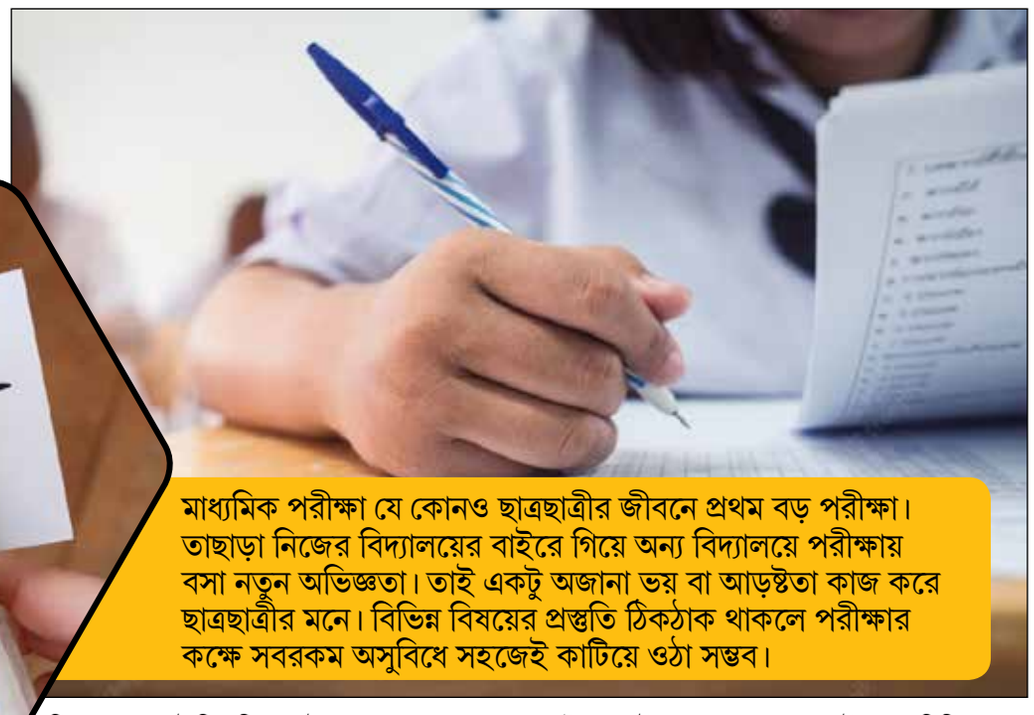

মাধ্যমিক পরীক্ষা যে কোনও ছাত্রছাত্রীর জীবনে প্রথম বড় পরীক্ষা। তাছাড়া নিজের বিদ্যালয়ের বাইরে গিয়ে অন্য বিদ্যালয়ে পরীক্ষায় বসা নতুন অভিজ্ঞতা। তাই একটু অজানা ভয় বা আড়ষ্টতা কাজ করে ছাত্রছাত্রীর মনে। বিভিন্ন বিষয়ের প্রস্তুতি ঠিকঠাক থাকলে পরীক্ষার কক্ষে সবরকম অসুবিধে সহজেই কাটিয়ে ওঠা সম্ভব।

উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষাবিজ্ঞানের সাজেশান

অমরজিৎ সিংহ রায়, *ভারপ্রাপ্ত শিক্ষক বড়ম গোকুলপুর জুনিয়ার হাইস্কুল দক্ষিণ দিনাজপুর*

চতুর্থ সিমেস্টার

শিক্ষাবিজ্ঞান বিষয়ে ১০, ৫ ও ২ নম্বরের প্রশ্নাবলি উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষায় নতুন সিলেবাস অনুযায়ী চতুর্থ সিমেস্টারে গুরুত্বপূর্ণ হতে চলেছে।

● **১০ নম্বরের প্রশ্ন :-**

১. পরিণমন কাকে বলে? শিখনে পরিণমনের ভূমিকা আলোচনা কর।

২. প্রেষণা কাকে বলে? প্রেষণা হ্রাসের কারণগুলি আলোচনা করো। শিক্ষাক্ষেত্রে প্রেষণার ভূমিকা কতটা গুরুত্বপূর্ণ তার ব্যাখ্যা দাও।

৩. মনোযোগ কাকে বলে? শিখনে মনোযোগের গুরুত্ব আলোচনা করো।

৪. আগ্রহ কাকে বলে? শিক্ষাক্ষেত্রে আগ্রহের ভূমিকা আলোচনা করো।

৫. অনুবর্তন কাকে বলে? শিক্ষাক্ষেত্রে প্রাচীন অনুবর্তন তত্ত্বের গুরুত্ব আলোচনা করো।

৬. পুনঃসংযোজন কী? শিক্ষাক্ষেত্রে সক্রিয় অনুবর্তন তত্ত্বের গুরুত্ব আলোচনা করো।

৭. সমস্যা সমাধানমূলক শিখন কাকে বলে? থর্নডাইকের শিখনের মুখ্য সূত্রগুলির গুরুত্ব আলোচনা করো।

৮. অন্তর্দৃষ্টিমূলক শিখন কাকে বলে? অন্তর্দৃষ্টি শিখন কৌশলের শিক্ষাগত গুরুত্ব আলোচনা করো।

৯. বুদ্ধি কাকে বলে? স্পিয়ারম্যানের দ্বি-উপাদান তত্ত্বটি এবং শিক্ষাক্ষেত্রে এর গুরুত্ব আলোচনা করো।

১০. সংযোজনবাদ তত্ত্বের প্রবক্তা কে? থর্নডাইকের শিখনের সূত্রগুলি লেখো। শিক্ষাক্ষেত্রে যে কোনও দুটি মূল সূত্রের গুরুত্ব আলোচনা করো।

১১. অ্যালবার্ট বান্দুরার সামাজিক প্রজ্ঞামূলক শিখনের উপাদানগুলি কী কী? বান্দুরার শিখনতত্ত্বের শিক্ষামূলক তাৎপর্য আলোচনা করো।

১২. নির্মিতিবাদ কী? সামাজিক নির্মিতিবাদ তত্ত্বের শিক্ষাগত গুরুত্ব আলোচনা করো।

১৩. আসুবেলের অর্থপূর্ণ ভাষাভিত্তিক শিখনতত্ত্বের শিক্ষাগত গুরুত্ব আলোচনা করো।

১৪. ব্রুনারের উদ্ভাবনমূলক বা আবিষ্কার মূলক শিখনতত্ত্বের বর্ণনা দাও।

১৫. বুদ্ধি কাকে বলে? থার্স্টোনের বহু উপাদান তত্ত্ব সম্পর্কে আলোচনা করো এবং শিক্ষাক্ষেত্রে এর গুরুত্ব লেখো।

১৬. মানসিক ক্ষমতা কাকে বলে? স্পিয়ারম্যানের দ্বি-উপাদান তত্ত্ব সম্পর্কে আলোচনা করো এবং শিক্ষাক্ষেত্রে এর ভূমিকা লেখো।

● **২ নম্বরের প্রশ্ন :-**

১. স্মৃতি বলতে কী বোঝো?
২. বিস্মরণ কাকে বলে?
৩. বিস্মরণের দুটি কারণ লেখো।
৪. যান্ত্রিক স্মৃতি কাকে বলে?
৫. পুনরুদ্রেক ও প্রত্যাভিজ্ঞার সংজ্ঞা দাও।
৬. বুদ্ধির দুটি বৈশিষ্ট্য লেখো।
৭. শিখন ও পরিণমনের মধ্যে পার্থক্য লেখো।
৮. প্রেষণা চক্র কী?
৯. এস-টাইপ অনুবর্তন কী?
১০. আর-টাইপ অনুবর্তন কী?
১১. স্কিনার বক্স কী?
১২. শক্তিদায়ক উদ্দীপক কাকে বলে?
১৩. বুদ্ধির সংজ্ঞা দাও?
১৪. স্ক্যাফোল্ডিং কাকে বলে?
১৫. অপানুবর্তন কাকে বলে?
১৬. টাইম কার্ড কী?
১৭. বান্দুরার 'বোবোডল' এক্সপেরিমেন্ট কী?
১৮. ভাইগটস্কির শিখন কৌশলে সামাজিক মিথস্ক্রিয়ার ভূমিকা কী?
১৯. শিখন কাকে বলে?
২০. WHO- এর মতে মানসিক স্বাস্থ্য কী?
২১. 'শেপিং' বা আচরণের রূপদান কী?
২২. সৃজনশীলতার দুটি বৈশিষ্ট্য লেখো।
২৩. ZPD বলতে কী বোঝো?
২৪. বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার মতে জীবন দক্ষতা কী?
২৫. শিখনের দুটি বৈশিষ্ট্য লেখ।
২৬. মানসিক চাপের দুটি লক্ষণ কী কী?
২৭. মানসিক স্বাস্থ্যের উন্নয়নে পরিবারের ভূমিকা কী?
২৮. উদ্বেগ বলতে কী বোঝায়?
২৯. পরিণমনের দুটি বৈশিষ্ট্য লেখো।
৩০. কাইমোগ্রাফ কী?
৩১. মানসিক কল্যাণের দুটি উদ্দেশ্য লেখো।
৩২. মানসিক সুস্থতার গুরুত্ব লেখো।
৩৩. মানসিক স্বাস্থ্য কাকে বলে?
৩৪. মননশীল ধ্যানের অনুশীলনে বিদ্যালয়ের দুটি ভূমিকা লেখো।
৩৫. Mental-Wellbeing বলতে কী বোঝায়?
৩৬. মননশীলতা (Mindfulness) বলতে কী বোঝায়?
৩৭. মননশীল ধ্যান বলতে কী বোঝো?
৩৮. মননশীল ধ্যানের প্রশিক্ষণে শিক্ষকের দুটি ভূমিকা লেখো।
৩৯. ব্যক্তিত্ব কাকে বলে?
৪০. নেমনিক(Mnemonic) বলতে কী বোঝায়?
৪১. বুদ্ধ্যাঙ্ক বলতে কী বোঝায়?
৪২. আচরণগত সমস্যা নির্ণয়ের পদ্ধতিগুলি কী কী?
৪৩. মানসিক সুস্থতার মূল উপাদানগুলি কী কী?
৪৪. সৃজনশীল শিক্ষার্থীদের শনাক্তকরণের দুটি উপায় লেখো।
৪৫. CAL এবং CAI -এর সম্পূর্ণ রূপ লেখো।
৪৬. শিক্ষাক্ষেত্রে রাশিবিজ্ঞানের দুটি গুরুত্ব আলোচনা করো।
৪৭. কৈশোরে কী কী প্রবণতা দেখা যায়?
৪৮. চলক কাকে বলে?
৪৯. আত্মসচেতনতা কাকে বলে?

● **৫ নম্বরের প্রশ্ন :-**

১) শিক্ষায় শিক্ষা প্রযুক্তিবিজ্ঞানের অবদান সম্পর্কে আলোচনা করো।

২) শিক্ষায় প্রযুক্তিবিদ্যা ও শিক্ষার প্রযুক্তিবিদ্যার মধ্যে পার্থক্য লেখ।

৩) হার্ডওয়্যার ও সফটওয়্যার-এর মধ্যে পার্থক্য লেখো।

৪) বয়ঃসন্ধিকালের ছেলে ও মেয়েদের মধ্যে দেখা যায় এইরূপ কয়েকটি মানসিক ও আচরণগত সমস্যা সম্পর্কে আলোচনা করো।

৫) মানসিক স্বাস্থ্য সমস্যা চিহ্নিতকরণের উপায়গুলি লেখো।

৬) শিক্ষায় তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির পাঁচটি ব্যবহার লেখো।

৭) উদ্বেগ কাকে বলে? উদ্বেগের কয়েকটি কারণ সম্পর্কে আলোচনা করো।

৮) উত্তম মানসিক স্বাস্থ্য গঠনে শিক্ষকের ভূমিকা লেখো।

৯) অপসংগতির শর্তগুলি উল্লেখ করো।

১০) সুস্থতার জন্য ব্যক্তির কোন কোন উপায়গুলি অবলম্বন করা উচিত?

জীবনবিজ্ঞানের গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নাবলি

সুপ্রিয়কুমার দত্ত *সহকারী প্রধান শিক্ষক অন্দরান ফুলবাড়ি হরিরধাম হাইস্কুল, কোচবিহার*

১) অবস্থানের উপর ভিত্তি করে অ্যাকুয়াস হিউমোর ও ভিট্রিয়াস হিউমোরের মধ্যে একটি পার্থক্য নিরূপণ করো।

উত্তর : অ্যাকুয়াস হিউমোর অক্ষিগোলকের অগ্র প্রকোষ্ঠে থাকে, কিন্তু ভিট্রিয়াস হিউমোর অক্ষিগোলকের পশ্চাৎ প্রকোষ্ঠে থাকে।

২) সংকর অবস্থায় কোন বৈশিষ্ট্যগুলি ফিনোটাইপে অপ্রকাশিত থাকে?

উত্তর : সংকর অবস্থায় প্রচ্ছন্ন বৈশিষ্ট্যটি অপ্রকাশিত থাকে।

৩) মেন্ডেলের বংশগতি সংক্রান্ত প্রথম সূত্রের একটি ব্যতিক্রম লেখো।

উত্তর : অসম্পূর্ণ প্রকটতা বা সহ-প্রকটতা।

৪) হাইপারমেট্রোপিয়ার ক্ষেত্রে কোন ধরনের লেন্সের ব্যবহারে ত্রুটি দূর হয়?

উত্তর : উত্তল লেন্স।

৫) সুস্থ মানুষের মধ্যে দেখা যায় এমন একটি বংশানুক্রমিকভাবে নির্ধারিত প্রকরণের উদাহরণ দাও।

উত্তর : কানের যুক্তলতি বা রোলার জিভ।

৬) RNA-এর প্রধান কাজ কী? উত্তর : প্রোটিন সংশ্লেষ করা।

৭) সংকরায়নের পরীক্ষাতে দ্বিতীয় অপত্য জনুর অপত্যরা কোন প্রকারের পরাগযোগের মাধ্যমে উৎপন্ন হয়?

উত্তর : স্ব-পরাগযোগের মাধ্যমে উৎপন্ন হয়।

৮) থ্যালাসিমিয়া রোগীদের দেহের বিভিন্ন অঙ্গে কোন খনিজ মৌলটি অধিক পরিমাণে সঞ্চিত হওয়ার সম্ভাবনা থাকে?

উত্তর : লৌহ।

৯) ফিনোটাইপ ও জিনোটাইপের সম্পর্ক কী?

উত্তর : জিনোটাইপ হল জিনগত বৈশিষ্ট্য এবং ফিনোটাইপ হল বাহ্যিক বৈশিষ্ট্য। জিনোটাইপের বাহ্যিক প্রকাশই ফিনোটাইপ।

১০) কোন আন্তর্জাতিক সংস্থা বায়োস্ফিয়ার রিজার্ভ ধারণাটির প্রবর্তক?

উত্তর : UNESCO।

১১) কোন হরমোনকে অ্যান্টি-কিটোজেনিক হরমোন বলা হয়?

উত্তর : ইনসুলিন।

১২) বল ও সকেট অস্থিসন্ধির একটি উদাহরণ দাও।

উত্তর : স্কন্ধ সন্ধি।

১৩) কোন গাছটিকে 'বাংলার আতঙ্ক' বা Terror of Bengal বলা হয়?

উত্তর : কচুরিপানা।

১৪) মানব বিকাশের বয়ঃসন্ধি দশার একটি গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য উল্লেখ করো।

উত্তর : যৌন হরমোনের (পুরুষ দেহে টেস্টোস্টেরন এবং স্ত্রী দেহে ইস্ট্রোজেন ও প্রোজেস্টেরন) ক্রিয়ায় যৌনাঙ্গের বৃদ্ধি ঘটে।

১৫) ভারতে কোথায় কুমির সংরক্ষণ করা হয়?

উত্তর : পশ্চিমবঙ্গের সুন্দরবন অঞ্চল এবং ওড়িশার ভিতরকণিকা ও টিকরপাড়া অঞ্চলে।

১৬) একটি রোটেটর পেশির উদাহরণ দাও।

উত্তর : পাইরিফরমিস।

১৭) সিঙ্গালিলা জাতীয় উদ্যানে সংরক্ষিত একটি বিপন্ন প্রাণীর নাম লেখ।

উত্তর : রেড পান্ডা।

১৮) লবণ সহনশীলতার জন্য সুন্দরী গাছের একটি অভিযোজন উল্লেখ করো।

উত্তর : পাতা ও বাকলে সঞ্চিত লবণ পত্রমোচন বা বাকলমোচনের মাধ্যমে পরিত্যক্ত হয়।

১৯) GTH কোথা থেকে ক্ষরিত হয়?

উত্তর : অগ্র পিটুইটারি গ্রন্থি।

২০) Y ক্রোমোজোম বাহিত জিনকে কী বলে?

উত্তর : হোলানড্রিক জিন।

২১) কাইনেটোকোরের একটি কাজ লেখো।

উত্তর : কোষ বিভাজনের সময় বেম তন্তুর সঙ্গে ক্রোমোজোমকে যুক্ত করা।

২২) সুন্দরবনের লোথিয়ান দ্বীপ কোন প্রাণী সংরক্ষণের জন্য বিখ্যাত?

উত্তর : কুমির।

২৩) অ্যানাবিনা কোন প্রকার ফার্নে বসবাস করে?

উত্তর : অ্যাজোলা।

২৪) অ্যামিবার গমনাঙ্গের নাম লেখো।

উত্তর : ক্ষণপদ।

২৫) গিনিপিগের ক্ষেত্রে bbRR এবং bbRr জিনোটাইপ দুটির ফিনোটাইপ কি একই হবে?

উত্তর : হ্যাঁ, একই হবে।

২৬) পশ্চিমঘাট ও শ্রীলঙ্কা হটস্পটের একটি এন্ডেমিক প্রজাতির নাম লেখো।

উত্তর : লায়ন-টেল ম্যাকাও।

২৭) অ্যাক্সনের কোন আবরণী মাঝে মাঝে ভগ্ন হয়?

উত্তর : মায়েলিন আবরণী।

২৮) অ্যালিল কী?

উত্তর : সমসংস্থ ক্রোমোজোমের নির্দিষ্ট অবস্থানে থাকা বিকল্প চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য নির্ধারণকারী জিন দুটিকে অ্যালিল বল।

২৯) বীজের আকার গোল ও ফলের আকৃতি স্ফীত— এগুলি কী ধরনের বৈশিষ্ট্য?

উত্তর : প্রকট বৈশিষ্ট্য।

৩০) অজৈব অণু থেকে জৈব অণুর সংশ্লেষের অনুকূল পরিস্থিতির নাম কী?

উত্তর : হট ডাইলুট স্যুপ।

৩১) দুইটি এক্স-সিটু সংরক্ষণের উদাহরণ দাও।

উত্তর : চিড়িয়াখানা, ক্রায়ো-সংরক্ষণ।

৩২) কোন হরমোনকে ক্যালোরিজেনিক হরমোন বলা হয়?

উত্তর : থাইরক্সিন হরমোন।

৩৩) ৯ : ৩ : ৩ : ১ এবং ১ : ২ : ১ অনুপাত দুটির মধ্যে পার্থক্য কী?

উত্তর : ৯ : ৩ : ৩ : ১ হল মেন্ডেলের দ্বি-সংকর জনন পরীক্ষার ফিনোটাইপ অনুপাত এবং ১ : ২ : ১ হল মেন্ডেলের এক-সংকর জনন পরীক্ষার জিনোটাইপ অনুপাত।

আলোচনায় মানুষের স্বাস্থ্য ও রোগ

শুভ্রা ব্যানার্জি, *শিক্ষক বেলতলা উচ্চ বালিকা বিদ্যালয় কলকাতা*

■ **প্রশ্নমান ২/৩**

● **ইন্টারফেরন কী?**

উত্তর : জীবদেহে ভাইরাস আক্রান্ত সজীব কোষ থেকে ক্ষরিত যে ক্ষুদ্র, দ্রবণীয়, গ্লাইকোপ্রোটিনধর্মী বস্তু পার্শ্ববর্তী কোষে ভাইরাসের প্রতিলিপি গঠনে তথা সংখ্যার বৃদ্ধিতে বাধা দেয় অর্থাৎ ওই কোষসমূহকে ভাইরাসের প্রতিলিপিকরণ বিরোধী অ্যান্টিভাইরাল প্রোটিন সংশ্লেষে উদ্দীপ্ত করে, তাদের ইন্টারফেরন বলে।

● **হ্যাপটেন কী?**

উত্তর : নিম্ন আণবিক গুরুত্ববিশিষ্ট যেসব ক্ষুদ্র অণু যারা নিজে অ্যান্টিবডি সংশ্লেষণকে উজ্জীবিত করতে পারে না কিন্তু যখন কোনও বাহক প্রোটিনের সঙ্গে যুক্ত হয় তখন অ্যান্টিজেন হিসেবে ক্রিয়াশীল হয় অর্থাৎ অ্যান্টিবডি তৈরি করতে পারে, তাদের হ্যাপ্টেন বলে।

উদাহরণ : ডাইনাইট্রোফেনল হ্যাপটেন হিসেবে কাজ করে এবং এটি বাহক প্রোটিন বোভাইন সিরাম অ্যালবুমিন-এর সঙ্গে যুক্ত হয়ে অ্যান্টিজেনিক ধর্ম দেখাতে সক্ষম হয়।

● **অ্যাডজুভ্যান্ট কী?**

উত্তর : অনাক্রম্য সাড়ার তীব্রতা বাড়ানোর জন্য যে বস্তু অ্যান্টিজেনের সঙ্গে অথবা অ্যান্টিজেন ছাড়াই দেহে প্রবেশ করানো হয় তাকে অ্যাডজুভ্যান্ট বলে।

যেমন : অজৈব উপাদান-অ্যালুমিনিয়াম হাইড্রোক্সাইড।

● **কোষভিত্তিক ও রসভিত্তিক অনাক্রম্যতা বলতে কী বোঝো?**

উত্তর : দেহে যে অনাক্রম্যতা T কোষের সাহায্যে ঘটে তাকে কোষভিত্তিক অনাক্রম্যতা এবং যে অনাক্রম্যতা B লিম্ফোসাইটের সাহায্যে ঘটে তাকে রসভিত্তিক অনাক্রম্যতা বলা হয়।

● **পুরো অর্থ লেখ :**

DPT, BCG, OPV, MMR

উত্তর : DPT – Diphtheria, Pertussis, Tetanus

BCG - Bacillus Calmette Guerin

OPV - Oral Polio Vaccine

MMR - Measles, Mumps, Rubella

● **পলিক্লোনাল ও মনোক্লোনাল অ্যান্টিবডি কী?**

উত্তর : অ্যান্টিজেনের প্রবেশের ফলে যে সকল অ্যান্টিবডি উৎপন্ন হয় সেগুলো সাধারণত হেটারোজেনাস প্রকৃতির কারণ এগুলো প্লাজমা কোষের ভিন্ন ভিন্ন ক্লোন দ্বারা উৎপন্ন হয়। এগুলোকে বলা হয় পলিক্লোনাল অ্যান্টিবডি। এরা নির্দিষ্ট অ্যান্টিজেনের একাধিক এপিটোপের সঙ্গে বিক্রিয়া করতে পারে।

উদাহরণ : সাপের বিষের অ্যান্টিভেনম।

প্লাজমা কোষের একটি নির্দিষ্ট ক্লোনের দ্বারা যদি অ্যান্টিবডি উৎপন্ন হয়, তাহলে সেগুলো সাধারণত হোমোজেনাস প্রকৃতির হয় এদেরকে বলা হয় মনোক্লোনাল অ্যান্টিবডি। এরা একটি নির্দিষ্ট অ্যান্টিজেনের একটি নির্দিষ্ট এপিটোপের সঙ্গে বিক্রিয়া করতে পারে।

উচ্চমাধ্যমিক জীববিদ্যা

থেরাপিউটিক ড্রাগ (HIV এর শনাক্তকরণে) মনোক্লোনাল অ্যান্টিবডি ব্যবহৃত হয়।

● **কমপ্লিমেন্ট তন্ত্র কী?**

উত্তর : রক্তরস বা প্লাজমাতে অবস্থিত যে সকল বৃহৎ আকারের নিয়ন্ত্রক প্রোটিন উদ্দীপিত হয়ে বিভিন্ন রোগজীবাণুর বিরুদ্ধে অনির্দিষ্ট প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা গড়ে তোলে, তাদের একসঙ্গে বলা হয় কমপ্লিমেন্ট সিস্টেম/কমপ্লিমেন্ট তন্ত্র।

বিভিন্ন কমপ্লিমেন্ট প্রোটিনগুলো হল : প্রধান প্রোটিন উপাদান : C1, C2, C3 ইত্যাদি।

● সক্রিয়ক পদার্থ : C3a, C4b ইত্যাদি।

● বাধাদায়ক উপাদান : C1 ইনহিবিটর, ফ্যাক্টর H ইত্যাদি।

● **ইন্টারফেরনের কাজ কী?**

উত্তর : ক) ভাইরাস দ্বারা আক্রান্ত কোষের পাশের কোষগুলিকে ভাইরাসের আক্রমণ থেকে রক্ষা করে। খ) কোষপর্দায় উপস্থিত মেজর হিস্টোকমপ্যাটিবিলিটি কমপ্লেক্স I এবং II (MHC-I এবং MHC - II)-কে সক্রিয় করে।

গ) ভাইরাসের অ্যান্টিজেনকে বিনষ্ট করে।

ঘ) ম্যাক্রোফাজের কার্যকারিতা বৃদ্ধি করে।

● **MHC (Major Histocompatibility Complex) কী?**

উত্তর : অনাক্রম্য কোষের ক্রোমোজোমের নির্দিষ্ট লোকাসে অবস্থিত অনেকগুলি জিন দিয়ে গঠিত একটি কমপ্লেক্স যা একটি নির্দিষ্ট প্রোটিন তৈরির মাধ্যমে অর্জিত অনাক্রম্যতা সৃষ্টি করে। দেহে অনুপ্রবিষ্ট প্যাথোজেনের পেপটাইড খণ্ডকগুলির সঙ্গে MHC যুক্ত হয় এবং নির্দিষ্ট T Lymphocyte দ্বারা প্যাথোজেন শনাক্তকরণে এটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করে।

● **NK কোষ কী?**

উত্তর : লসিকাগ্রন্থি, লোহিত অস্থিমজ্জা এবং প্লীহাতে অবস্থিত যে সমস্ত বৃহৎ, দানাদার লিম্ফোসাইট সাইটোলাইসিস ও ফ্যাগোসাইটিসিস পদ্ধতিতে রোগজীবাণু ধ্বংস করে তাদেরকে বলা হয় ন্যাচারাল কিলার সেল বা NK কোষ। এরা দেহের অভ্যন্তরে দ্বিতীয় সারির প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা গড়ে তোলে। এই ধরনের কোষগুলি একাধিক রকম টিউমার কোষ এবং ভাইরাস আক্রান্ত কোষের বিরুদ্ধে সাইটোটক্সিক কার্যকারিতা করে। এই ধরনের কোষ সাইটোকাইন নিঃসরণ করে এবং অ্যাপোপটোসিস প্রক্রিয়ায় কোষের মৃত্যু ঘটাতে পারে।

ইতিহাসের চৌমাথায় এক জীর্ণ রক্ষাকবচ

ভারতের প্রজাতন্ত্র আজ ৭৬ বছর পূর্ণ করেও সংবিধান, বিচার ব্যবস্থা ও রাজনৈতিক অস্থিরতার গোলকধাঁধায় দিশেহারা। প্রাতিষ্ঠানিক অবক্ষয় ও আস্থাহীনতা কীভাবে আমাদের সার্বভৌম রক্ষাকবচকে আজ এক গভীর অস্তিত্ব সংকটের মুখে দাঁড় করিয়েছে, লিখলেন **আনন্দগোপাল ঘোষ**

ষোলো শতাংশেরও কম নাগরিকের ভোটে গঠিত সংবিধান সভার সুপারিশে একদা প্রজাতান্ত্রিক ভারতবর্ষের জন্ম হয়েছিল, যা আমাদের কাছে সাধারণতন্ত্র নামেও পরিচিত। এই সভা রচিত সংবিধান ছিল নবভারতের নবজীবনের প্রধান রক্ষাকবচ। কিন্তু কালের নিয়মে সেই রক্ষাকবচ আজ যেন বেহুলা-লখিন্দরের নিশ্ছিদ্র সিন্দুকের রূপ পরিগ্রহ করেছে। অবস্থা বর্তমানে এমন এক সংকটে উপনীত হয়েছে যে, খোদ এই সংবিধান নামক রক্ষাকবচটিরই এখন 'রক্ষাকবচ' প্রয়োজন হয়ে পড়েছে। আমাদের পূর্বসূরিদের সেবা-মনন ও সুদূরপ্রসারী দূরদর্শিতার ভূয়সী প্রশংসা করেও আজ অত্যন্ত পরিতাপের সঙ্গে বলতে হচ্ছে যে, এই সংবিধান সময়ের দাবি ও দেওয়াল লিখন পড়তে চূড়ান্তভাবে ব্যর্থ হয়েছে। যত দিন অতিবাহিত হচ্ছে, ততই সংবিধানের ত্রুটি ও ফাঁকফোকরগুলো জ্বলজ্বল করে উঠছে।

মানবাধিকার কর্মী ও বিশিষ্ট ব্যবহারজীবী গোবিন্দ মুখুটি একবার আক্ষেপ করে মন্তব্য করেছিলেন যে, 'এ সংবিধান মৃতের বোঝা'। আশ্চর্যের বিষয় হল, এই 'মৃতের বোঝা'কে কৃত্রিমভাবে বাঁচিয়ে রাখার জন্য আজকের রাজনৈতিক জগতের কুশীলবেরা আপ্রাণ চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন। রাজনৈতিক জগতের এই চরম দৈন্যদশার ফলে দেশ শাসনের ভার পরোক্ষভাবে আজ বিচার বিভাগের নিকট হস্তান্তরিত হয়েছে। অথচ এই বিচার বিভাগও কিন্তু আজকের ভারতবর্ষের সেই কঠিন 'ক্ষয়রোগ' থেকে পুরোপুরি মুক্ত নয়।

মাঝে মাঝে মনের নিভৃত কোণে একটি অমোঘ প্রশ্ন উঁকি দেয়- আমাদের এই সংবিধান তিন কুড়ি ষোলো বছরে শতাধিকবার সংশোধিত হল কেন? সংবিধান রচনার সঙ্গে যাঁরা সম্পৃক্ত ছিলেন, তাঁদের সিংহভাগই ছিলেন সমসাময়িক পৃথিবীর বিদগ্ধ ও রাজনৈতিক প্রজ্ঞাবান ব্যক্তিত্বের সমগোত্রীয়। তাহলে আজ সংবিধানের এই 'দুর্দশা' কেন প্রকট হচ্ছে? সংবিধানের মূল ব্যাখ্যা, বিচার বিভাগের আইনি ব্যাখ্যা ও রাজনীতির জগতের মহানায়কদের নিজস্ব ব্যাখ্যার মধ্যে যে অমিল, তা দিন-দিন দুস্তর ব্যবধানে পরিণত হচ্ছে। বহু উদাহরণ দিয়ে মনস্বী পাঠকদের বিরক্তি ঘটাতে চাই না, তবে শিক্ষা জগতের একটি ঘটনার উল্লেখ এখানে প্রাসঙ্গিক। বর্তমান লেখক শিক্ষা জগতের একজন অতি সাধারণ মানুষ মাত্র। পশ্চিমবঙ্গের শিক্ষা প্রশাসনে বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য নিয়োগ নিয়ে যে টালমাটাল অবস্থার সৃষ্টি হয়েছে, তা কেরল বা তামিলনাড়ুর তুলনায় এ রাজ্যে অনেক বেশি গভীরে বিস্তার লাভ করেছে। যেখানে সংবিধান, বিচার বিভাগ, রাজ্যপাল ও রাজ্য সরকার সরাসরি যুক্ত, সেখানেও কোনও সমাধান মিলছে না। উপাচার্য নিয়োগ নিয়ে মহামান্য সুপ্রিম কোর্ট দীর্ঘ দুই বছর ধরে কোনও চূড়ান্ত সিদ্ধান্তে পৌঁছাতে পারছেন না। একদিকে বিচার বিভাগ, অন্যদিকে রাজ্যপাল- এই দ্বৈরথের দড়ি টানাটানিতে পশ্চিমবঙ্গের উচ্চশিক্ষা আজ রসাতলের পথে ধাবিত হচ্ছে। এমতাবস্থায় সংবিধান ও বিচার বিভাগ উভয়েই যেন অসহায় বোধ করছে। তাহলে গোবিন্দ মুখুটি মহাশয় কি খুব ভুল বলেছিলেন? জনগণের এই অপূরণীয় ক্ষতির দায়ভার আজ কার কাছে গচ্ছিত থাকবে? যখন সংবিধান বিধান দিতে পারে না এবং সুশীল সমাজ চোখে ঠুলি ও কানে তুলো দিয়ে বসে থাকে, তখন ক্ষতি হয় কেবল সাধারণের অগণিত সন্তান-সন্ততির। 'সুপ্রিম' শব্দটি যেন আজ ক্রমশ তার আভিধানিক গরিমা হারিয়ে ফেলছে।

গাণিতিক হিসেবে এই প্রজাতন্ত্রের বয়স আর বর্তমান লেখকের বয়স আজ সমান্তরাল। তবে কি প্রজাতন্ত্রের শরীরেও বার্ধক্যের বলিরেখা পড়তে শুরু করেছে? অথচ ইউরোপের কোনও দেশের সংবিধান এভাবে বারবার কাটাছেঁড়া হয়নি। সংবিধানের অনুশাসন মেনে যে স্বশাসিত এজেন্সিগুলো গঠিত হয়েছিল, তাদের সিংহভাগই আজ মুখ থুবড়ে পড়েছে এবং কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সরকার উভয়ই সমভাবে এই ধ্বংসযজ্ঞে লিপ্ত। সমাজতন্ত্রে বিশ্বাসী নেহরুপন্থীরাও আজ প্রশ্ন তোলেন না যে, এই সংবিধান কীভাবে সাতাশতলা বাড়ির ছাদে হেলিপ্যাড তৈরির বা লক্ষাধিক টাকার অলংকার উপহার দেওয়ার সুযোগ করে দেয়। যেখানে বিচারকরা আয়ের উৎস জানাতে বাধ্য নন এবং জনপ্রতিনিধিদের সুযোগ-সুবিধার তালিকাটি দীর্ঘতর হয়, সেখানে এগুলিকে দুর্নীতি নয় বরং 'সংবিধান সম্মত অধিকার' হিসেবে দেখা হয়। আমাদের প্রজ্ঞাবান পূর্বজরা কীভাবে ১৯৫০ সালেই এমন ভোগবাদী অধিকারের বৈধতা দিয়ে গিয়েছিলেন, তা ভাবলে আশ্চর্য হতে হয়। এর বিষময় ফলস্বরূপ, সরকার যখন মাওবাদী দমনের নামে নিজ দেশের নাগরিকদের ওপর গুলি চালায়, তখন সংবিধান প্রদত্ত আইনই সেই নিষ্ঠুরতাকে আড়াল করে। আজ রাজনীতি, সংবিধান ও বিচার বিভাগের ওপর থেকে মানুষের আস্থা টলে যাচ্ছে। দেশ এখন এক অনিশ্চিত ভবিষ্যতের দিকে তাকিয়ে আছে, যেখানে বিচার বিভাগের ঘুণ ধরা বার্ধক্যই হয়তো শেষ কথা হয়ে দাঁড়াবে।

ছবি : জয়দেব দাস

উপচার নয় পূর্ণ স্বরাজের খোঁজে

উৎসবের আড়ালে হারিয়ে যাওয়া ইতিহাস আর অবহেলিত বিপ্লবীদের আর্তনাদ আজও প্রাসঙ্গিক। আনুষ্ঠানিকতার ভিড়ে কেবল ছুটি নয়, বরং সংবিধানের মূল চেতনা- সাম্য, শিক্ষা ও সম্প্রীতির সার্থক রূপায়ণই হোক আগামীর প্রকৃত অঙ্গীকার। লিখলেন **পরাগ মিত্র**

ইতিহাসবোধের ণত্বষত্ব বোঝার আগের থেকেই প্রজাতন্ত্র দিবস অন্য মাত্রার। ইনফ্যান্ট্রির মার্চ, আর্টিলারি, মাথা থেকে কোমর দোলানো ব্যান্ড মাস্টারের ব্যাটনের তালে 'কদম কদম বাড়ায়ে যা...', 'সবসে আগে হোগে হিন্দুস্তানি'র বীজগান সম্ভবত জাগরূক ছিল তখন থেকেই। সেই রেশ আজও অম্লান।

স্বাধীনত্তোর দেশে স্বাভিমানী পথনির্দেশিকার শ্লাঘা আনুষ্ঠানিকতার উপচার নয়। নয়, মানুষেরই ট্যাক্সে তৈরি এবং তারাই স্বাভাবিক হকদার- ঢক্কানিনাদে এটাই ভুলিয়ে দেওয়া হয়। আজও তেরঙা পতপত করবে বাইক থেকে সরকারি, বেসরকারি প্রতিষ্ঠানে। সোশ্যাল মিডিয়া উপচে পড়বে দেশপ্রেমের সেলফিতে। বেশিরভাগ ক্ষেত্রে অবশ্য আনফারলিং-এর বদলে ফ্ল্যাগ হোয়েস্টিং হবে। বসে আঁকো, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান চকোলেট... সব মিলিয়ে হ্যাপিওয়ালা রিপাবলিক ডে।

আশার ডানা মেলে দিগন্ত ছোঁয়ার স্পর্ধিত উড়ান। স্বপ্ন ভাঙার হাজার দীর্ঘশ্বাস। তবুও বাস্তব কাঠপেন্সিল আমদানি করা দেশ আজ সূর্য অভিযাত্রী। ১৯৩০-এ লাহোর কংগ্রেসে পাশ হওয়া 'পূর্ণ স্বরাজ' শপথে ২৬ জানুয়ারিই ছিল স্বাধীনতা দিবসের অঙ্গীকার। ঐতিহ্যের নিকানো উঠোনে দিনটি ১৫ অগাস্টের মতোই তাৎপর্যবাহী।

বিজ্ঞাপনের দুনিয়ায় আজকাল পথবাতিও উদ্বোধন হয় ভীষণ ভাবে। এসব কারও দয়াদাক্ষিণ্য তবে আনপ্যারালাল ক্রাউডপুলার পিকনিক স্পট। ঠাঁই নেই ঠাঁই নেই দশা। কোথাও আক্ষেপ ছুটিই যদি দিলে প্রভু হাজিরার নিদান কেন? থাকবে সন্ধ্যার পর কিছু পতাকা না নামানোর খবরও।

কথাগুলো নিন্দুকের ছিদ্রান্বেষণ মনে হলেও চোখে তো ঠুলি নেই। এড়াব কীভাবে? গতবছর এই দিনেই কিরণচন্দ্র শ্মশানে যাবতীয় লেনদেন ঘুচিয়ে দিলেন স্বাধীনতা সংগ্রামে খুলনা সাব-জেলে বোমা নিক্ষেপকারী নীরবে বয়ে গেল মৌলানা হসরত মোহানির দেড়শোতম টিকেন্দ্রজিৎ মুখোপাধ্যায়। মহানন্দার ওপার তখন মাতোয়ারা হাই পিচড 'ও মাহী মাহী'তে। অমৃত মহোৎসবোত্তীর্ণ দেশ আজও কোনও শোকবার্তা পৌঁছে দেয়নি সেই পরিবারে। কোচবিহারে সেলুলার জেলবন্দি পূর্ণেন্দু গুহ'র নামে চৌমাথাও নেই। ঝরা পালকের মতো নিস্পৃহতা ফসিল করে পুরোনো আখর। সব ছুটির দিনই ক্যালেন্ডারে লালরঙা। রেড-লেটার-ডে'ও তাই ছুটির ডাকনাম।

দায় শুধু বর্তমান প্রজন্মর? জন্মবার্ষিকী। 'চুপকে চুপকে রাত দিন'-এর রচয়িতা আচ্ছন্ন তিন 'ম'- মার্কস, মথুরা, মক্কা'য়। প্রথম ভারতীয় হিসেবে আহমেদাবাদ কংগ্রেসে পূর্ণ স্বরাজের দাবি তুলে প্রত্যাখ্যাত। সংবিধানের চূড়ান্ত খসড়ায় তাঁর সইয়ে অস্বীকৃতির অন্যতম দুই কারণ দেশভাগ ও কমনওয়েলথের অন্তর্ভুক্তি। মুসলিমদের আলাদা সংরক্ষণের প্রস্তাবকে নেতিবাচক বলে আম্বেদকরের বিরোধিতায় তিনি দ্বিধাহীন। 'বন্দে মাতরম'-এর ১৫০ বছর এবারের প্রজাতন্ত্র দিবসের থিম। সাম্প্রতিক তর্জার প্রেক্ষিতে পাঁচ রাজ্যের ভোটের বছরে এ শুধু সশ্রদ্ধ অঞ্জলি না রাজনীতির পাশা- বোঝা কঠিন। ইতিহাসকে দলীয় আভরণে রাঙাতে সব শাসকই সিদ্ধহস্ত। প্রথম স্বাধীনতা সংগ্রামের দ্বিশতবর্ষও ২০২৬। পাশাপাশি থিম হিসেবে থাকতেই পারত। মন্দির মসজিদে বাইসেপস ফোলানো আবহে না হয় চর্চা হয় দেশপ্রেমের শক্তি হিসেবে সম্প্রীতির শৌর্যের। শাসক বিরোধী- এ নিয়ে যে যার অঙ্কে চুপ।

শুধু চেয়ে আছি কর্তব্যপথে সব নাগরিকের সমমানের শিক্ষা, কাজ, স্বাস্থ্যের সার্থক রূপায়ণের ট্যাবেলো দেখার প্রত্যাশায়।

ছবি : মাজিদুর সরদার

বর্ণিল উৎসবের আড়ালে ধূসর বর্তমান

ব্রিটিশ সাহেবের দাপট থেকে 'লেবার অ্যাক্ট'- চা বাগানে প্রজাতন্ত্র দিবসের বিবর্তন দীর্ঘ। তবে উৎসবের জৌলুস কমলেও ন্যূনতম মজুরি আর জমির অধিকারহীন শ্রমিকের কাছে আজও অধরা সংবিধানের প্রকৃত অধিকার ও সাম্যের প্রতিশ্রুতি। লিখলেন সুকল্যাণ ভট্টাচার্য

১৯৪৭-এ দেশ স্বাধীন হলেও সমতল ও পাহাড়ের চা বাগিচা থেকে তখনও ব্রিটিশরাজ চলে যায়নি। তখনও বেশির ভাগ চা বাগানে ম্যানেজার হিসেবে রাজ করতেন ব্রিটিশ বা স্কটিশ দুঁদে 'বড়া সাহাব' তথা ম্যানেজার। স্বাধীনতার পরপর বিভিন্ন চা বাগানে যখন ত্রিবর্ণরঞ্জিত জাতীয় পতাকা উঠেছিল, বেশির ভাগ চা বাগানেই ব্রিটিশ ম্যানেজার এই পতাকাকে ন্যূনতম সম্মান ও শ্রদ্ধা দেখাননি। স্বাধীনতার আনন্দের উৎসব থেকে তাঁরা নিজেদের দূরে সরিয়ে রেখেছিলেন। প্রত্যক্ষদর্শীর মুখ থেকেই জানা গেছে এই তথ্য। স্বাধীনতার পরপর এই সাহেবদের অত্যাচার অনেকাংশে কমে গেলেও, হম্বিতম্বি, ঠাঁটবাটের কোনও ঘাটতি দেখা যায়নি।

১৯৫০ সালের ২৬ জানুয়ারি সংবিধান প্রণয়নের তারিখের পরের বছরই ১৯৫১ সালে নতুন স্বাধীন দেশের সংসদে পাশ হয় যুগান্তকারী 'লেবার প্ল্যান্টেশন অ্যাক্ট'। পাঁচের দশক থেকেই চা বাগানে সরাসরি বাগান মালিক তথা কোম্পানির তরফ থেকে এই 'প্রজাতন্ত্র দিবস' উদযাপন করবার উদ্যোগ শুরু হয়। চা বাগান কর্তৃপক্ষকে এই দিনটিকে যথাযোগ্য মর্যাদার সঙ্গে পালন করতে হবে বলে সরকারি নির্দেশনামাও দেওয়া হয়।

চা বাগানে প্রজাতন্ত্র দিবস উদযাপনের একটি নিজস্ব ঘরানা আছে। প্রতিটি চা বাগানে ওই দিন বাগানের ম্যানেজার পতাকা উত্তোলন করেন। ওই বাগানে কোনও জনপ্রতিনিধি থাকলেও, ম্যানেজার সাহেবই এই কাজটি করেন। সেদিন বাগান ছুটি থাকে। সকালে অনুষ্ঠানে চকোলেট বিতরণ, কোথাওবা লাড্ডু খাওয়ানো হয়, কোথাওবা 'সামোশা' বা 'গরম জিলিপি'। কোনও চা বাগানে সারা বছর কাজের দক্ষতার উপর ভিত্তি করে শ্রমিক, সর্দার, দফাদার, চৌকিদারদের বর্ষসেরার পুরস্কার দেওয়া হয়। কোনও চা বাগানে ওই দিন বিশেষ ফুটবল খেলার আয়োজন করা হয়। শ্রমিক লাইন অনুযায়ী সেই খেলায় পুরস্কারও থাকে। পাঁচ বা ছয়ের দশকে যেভাবে চা বাগানে উৎসাহ-উদ্দীপনার মধ্য দিয়ে প্রজাতন্ত্র দিবস উদযাপিত হত, এখন তা অনেকটাই ফিকে হয়ে গেছে। সময়ের হাত ধরে চা বাগানের স্বর্ণালি দিন আজ অতীত। ফলশ্রুতিতে সেই জৌলুস হারিয়ে গেছে।

ন্যূনতম মজুরির দাবি ডুয়ার্স ও পাহাড়ের বাগিচা শ্রমিকদের কাছে এখনও অধরা! প্রজন্মের পর প্রজন্ম ধরে, বাগানের আবাসনে বসবাস করলেও নিঃশর্ত জমির অধিকার কবে পুরোপুরি মিলবে, শ্রমিকদের কাছে অজানা। বাগানের ঘর ঘর থেকে পুরুষ রোজগারের আশায় ভিনরাজ্যে! এইরকম নড়বড়ে আর্থসামাজিক কাঠামোর মধ্যে দাঁড়িয়ে চা বাগিচা শ্রমিকদের কাছে প্রজাতন্ত্র দিবসের কার্যকরী ভূমিকা আদৌ কি আছে?

চা বাগানের এলাকা এখন পঞ্চায়েতের অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। অনেক চা বাগানেই পঞ্চায়েত কাজ করবে বলে বাগান কর্তৃপক্ষ কোনও কাজ করতে চাইছেন না। শ্রমিক আবাস লাইনের ন্যূনতম পরিকাঠামোগত উন্নয়নের কাজ এই চাপানউতোরে শিকেয় উঠছে। প্রজাতন্ত্র দিবসের দিন, ওই ফ্যাক্টরির সামনে রাষ্ট্রীয় পতাকার সামনে বড় বড় কথা আউড়িয়ে হাড় জিরজিরে অপুষ্টির শরীর স্বপ্ন দেখার হিম্মত করতে পারে না!

এটাই নিষ্ঠুর বাস্তব!

জন থেকে প্রজা হয়ে ওঠার উপাখ্যান

সংবিধান আমাদের ‘জন’ বা সক্রিয় রাজনৈতিক সত্তার পরিচয় দিলেও, পরিভাষার জটিলতায় আজ আমরা কেবলই আজ্ঞাবহ প্রজা। অধিকার সচেতনতা বিসর্জন দিয়ে আত্মবিস্মৃত এই জাতির কাছে সংবিধান কি তবে শুধুই আনুষ্ঠানিকতার উপচার? প্রশ্ন তুললেন অমিতাভ কাঞ্জিলাল

যে দেশের সংবিধান নির্মাণ, প্রয়োগ, রক্ষা ও মহিমাকীর্তনের সংকল্প, ঘোষিতরূপে দেশের নাগরিকদের দ্বারা সম্পন্ন হয়েছে সেই গণসার্বভৌম রাষ্ট্র ভারতবর্ষের সংবিধান কার্যকর হবার দিনটি কত বিচিত্র অভিধায় ভূষিত! ‘প্রজাতন্ত্র দিবস’, ‘সাধারণতন্ত্র দিবস’, ‘গণতন্ত্র দিবস’, ‘লোকতন্ত্র দিবস’ ইত্যাদি! অথচ ‘প্রজা’, ‘সাধারণ’, ‘জনগণ’, ‘লোক’ কথাগুলোর যে রাজনৈতিক পরিচয় আছে তার কোনওটাই প্রভুত্বমূলক নয়, বরং আনুগত্য প্রকাশকারী জনমণ্ডলী হিসেবেই। অর্থাৎ ‘We the People of India having solemnly resolved to constitute India ..... adopt, enact and give to ourselves this Constitution’ বলে সংবিধান প্রবর্তন করেই হয়ে গেলাম ‘প্রজা’? প্রশ্ন আসবেই তাহলে রাজার রাজত্বটা কায়েমই রইল? আমরাই যদি ‘জনতা’, তাহলে তো প্রবর বা ‘এলিট’দের অস্তিত্ব ঘুরিয়ে স্বীকৃতি দেওয়াই হল! কিংবা আমাদের ‘সাধারণ’ বলে চিহ্নিত করার অর্থ, ‘বিশেষ’ বলে অপর কিছু মানুষের মৌরসিপাট্টা বজায় রইল, যদি আমাদের কেউ ‘লোক’ বলে গণ্য করেন, তাহলে তাঁরা আমাদের ‘নাগরিক’ বলতে চাইছেন না!

মজার কথা হল, সংবিধান-সংকল্প হিসেবে ভারতীয় সংবিধানের ‘প্রস্তাবনা’ আমাদের বলেছিল ‘People’ অর্থাৎ ‘জন’ -- এই ‘জন’ কিন্তু সক্রিয়তা দিয়েই প্রতিষ্ঠিত একটি রাজনৈতিক সত্তা। হরিজন বা বহুজন থেকে বিদ্বজ্জন- সকল স্তরেই ‘জন’ সচেতন ও সক্রিয়। তাই জনপ্রশাসন, জনপালন ব্যবস্থার মাধ্যমেই একটি জনকল্যাণকারী রাষ্ট্রকে উদ্দেশ্যসাধন করতে হয়। সংবিধান প্রবর্তনের প্রায় পঁচাত্তর বছরের মধ্যেই সেই ‘জন’ এত সক্রিয়তা দেখিয়ে দিয়েছে যে দেশে এখন রাজ্যে রাজ্যে ‘জনপ্রিয়’ সরকারের ছড়াছড়ি। বিশালাকার জনাদেশ বগলদাবা করে নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা পেয়ে তাঁরা জনতোষ প্রকল্পের গাজর ঝুলিয়ে জনসমর্থন তো বাগিয়ে নিচ্ছেন, কিন্তু সংবিধানকে বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ প্রদর্শনে কোনও কার্পণ্য করছেন না। সংবিধানের শপথ নিয়ে সাংবিধানিক পদে বসে সংবিধানকে অকার্যকর করে দিচ্ছেন জনবল দেখিয়ে। ফলে নায়ককেন্দ্রিক রাজনীতি সংবিধানভিত্তিক রাজনীতিকে ছাপিয়ে ব্যক্তিমহিমা আর রাষ্ট্রমহিমা একাকার করে দিচ্ছে।

নাগরিক অধিকার ক্ষুণ্ণ হলেই আমরা পথে নেমে চ্যাঁচামেচি করেছি, পুনরুদ্ধার হয়ে গেলে বা বিকল্প কোনও সুবিধে পাইয়ে দেওয়া হলেই আবার আমাদের গর্তে ফিরে গিয়েছি। যেন সংবিধানের সঙ্গে আমাদের সম্পর্ক, লেনাদেনা শুধু ওইটুকুই। অন্য বিষয়গুলিতে আমআদমি, ম্যাংগো পিপল ইত্যাদির ঝান্ডা দেখিয়ে নিরাপদ দূরত্বে আছি। আমাদের এই রাজনৈতিক স্বার্থপরতার চোরাগলি দিয়েই মসনদে বসে অপরাধী আর দুর্নীতিবাজরা! আমরা তখনও ২৬ জানুয়ারি এলেই তিরঙ্গা-অভিবাদন করতে করতে ঊর্ধ্বে চেয়ে হয়তো কামনা করি কোনও একদিন কোনও অবতার আসবেন, আমাদের উদ্ধার করতে। তখন রাষ্ট্রের গীতা আর ধর্মের গীতা, ভক্তির একই বিন্দুতে এসে দাঁড়ায় গদগদ চিত্তে। ‘সম্ভবামি যুগে যুগে’ হবেই, ভারত আবার জগৎসভায় শ্রেষ্ঠ আসন লবেই!

আসলে সংবিধান প্রবর্তনের সময় থেকেই আমাদের নাগরিক পরিচয়কে ‘প্রজা’, ‘জনতা’, ‘সাধারণ’, ‘লোক’ ইত্যাকার বিবিধ পরিভাষার চক্রে এমন জটিল প্যাঁচে বন্দি করে রাখা হয়েছে, যে আজ সেই নাগরিকত্বের প্রমাণ দিতে হিমসিম খাচ্ছি। কারণ মালিকানা ছেড়ে দিয়েছি যে। একটি গণসার্বভৌম রাষ্ট্রের বাসিন্দাদের এই আত্মশক্তিবিস্মৃতির সংকট কাটবে কী উপায়ে? সংবিধানের পাতা তো উলটেও দেখে না এরা কোনওদিন!

পৃথিবীর পাঠশালা

ওষুধে হেরোইন

আজ আমরা জানি হেরোইন এক মারাত্মক মাদক। কিন্তু ১৮৯০-এর দশকে বায়ার (Bayer) কোম্পানি হেরোইনকে 'কাশির ওষুধ' হিসেবে বিক্রি করত! তারা বিজ্ঞাপন দিত যে এটি শিশুদের সর্দি, কাশি এবং ব্রংকাইটিসের জন্য খুব ভালো এবং এতে মরফিনের মতো নেশা হয় না। প্রায় ২০ বছর ধরে মানুষ নির্দ্বিধায় এই মারণ নেশার প্রবৃত্তি ওষুধ হিসেবে খেয়েছিল। ১৯২৪ সালে এর ভয়াবহতা বুঝতে পেরে আমেরিকা এটি নিষিদ্ধ করে।

দেরি করে ফেরা

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শেষ হয়েছিল ১৯৪৫ সালে। কিন্তু হিরু ওনোদা নামের এক জাপানি সৈন্য তা বিশ্বাস করেননি। তিনি ফিলিপিন্সের জঙ্গলে লুকিয়ে ছিলেন এবং যুদ্ধ চালিয়ে যাচ্ছিলেন। তিনি মনে করতেন যুদ্ধের খবরগুলো সব শত্রুপক্ষের চাল। দীর্ঘ ২৯ বছর পর, ১৯৭৪ সালে তাঁর প্রাক্তন কমান্ডিং অফিসার এসে তাঁকে আদেশ দেওয়ার পরই তিনি আত্মসমর্পণ করেন। আধুনিক যুগেও একজন মানুষ ২৯ বছর জঙ্গলে একা কাটিয়েছেন কেবল দেশের প্রতি আনুগত্যের কারণে!

ভয়ানক ইতিহাস

গাছ কাটার করাত বা চেন স দেখলে আমাদের গা শিউরে ওঠে। কিন্তু এটি শুরুতে গাছ কাটার জন্য তৈরি হয়নি। ১৮ শতকে স্কটিশ চিকিৎসকরা প্রসবের সময় মায়েদের সিজারিয়ান অপারেশনে হাড় কাটার জন্য এই যন্ত্র আবিষ্কার করেছিলেন। তখন এর আকার ছিল ছোট এবং হাতে ঘোরানো যেত। পরে ১৯৫০-এর দশকে বড় আকারে তৈরি করে একে কাঠ কাটার কাজে লাগানো হয়। চিকিৎসার ইতিহাস যে কত ভয়ানক হতে পারে, এটি তার প্রমাণ।

সেরা দাবার চাল

দাবা খেলায় সম্ভাব্য চালের সংখ্যা কত হতে পারে জানেন? গণিতবিদরা হিসেব করে দেখেছেন, দাবা খেলায় যতগুলো সম্ভাব্য গেম খেলা সম্ভব, সেই সংখ্যাটি মহাবিশ্বে থাকা মোট পরমাণুর সংখ্যার চেয়েও বেশি! একে বলা হয় 'শ্যানন নম্বর' (Shannon Number)। মহাবিশ্বে পরমাণু আছে আনুমানিক $১০^{৮০}$টি, আর দাবার চালের সম্ভাবনা $১০^{১২০}$ টি। এই সামান্য ৬৪ খোপের বোর্ডের গভীরতা সত্যিই অসীম।

শিশু সুরক্ষায় তৎপর রেল

মালিগাঁও, ২৫ জানুয়ারি : নানা কারণে পরিবার থেকে বিচ্ছিন্ন বা হারিয়ে যাওয়া এবং যাদের সুরক্ষার প্রয়োজন এমন শিশুদের উদ্ধার করার কাজ করছে উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে। ২০২৫-এ রেলওয়ে সুরক্ষাবাহিনী মোট ১১০১ শিশুকে উদ্ধার করে সিডব্লিউসি বা অভিভাবকদের কাছে হস্তান্তর করেছে। তাদের মধ্যে ৮০২ জন ছেলে এবং ২৯৯ জন মেয়ে। এছাড়া মিশন অ্যাকশন এগেনস্ট হিউম্যান ট্রাফিকিং (এএএইচটি)-এর অধীনে ৯ জন পাচারকারীকে গ্রেপ্তারের পাশাপাশি নয়জন শিশু এবং ৮০ জন প্রাপ্তবয়স্ককে উদ্ধার করা হয়েছে। ২০২৬-র ২১ জানুয়ারি গুয়াহাটির রেলওয়ে সুরক্ষাবাহিনী, সিপিডিএস এবং সিআইবি'র দলের সহযোগিতায় গুয়াহাটি রেলওয়ে স্টেশন থেকে দুজন পলাতক নাবালককে উদ্ধার করা হয়েছে। একইদিনে কামাখ্যা রেলওয়ে স্টেশনে একজন পলাতক নাবালিকাও উদ্ধার হয় বলে জানিয়েছেন উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের মুখ্য জনসংযোগ আধিকারিক কপিঞ্জলকিশোর শর্মা।

ঝুলন্ত দেহ

কালিয়াচক, ২৫ জানুয়ারি : মোথাবাড়ি এলাকায় রবিবার এক তরুণের ঝুলন্ত দেহ উদ্ধার হয়েছে। মৃতের নাম রাজু রবিদাস (২৬)। বাড়ি মোথাবাড়ি থানার বাঙ্গীটোলা ফিল্ড কলোনি এলাকায়। স্থানীয়রা এদিন সকালে ওই তরুণকে লিচু গাছে ঝুলন্ত অবস্থায় দেখতে পান। তাঁরা তাঁকে উদ্ধার করে বাঙ্গীটোলা প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রে নিয়ে যান। সেখানে দায়িত্বরত চিকিৎসক তাঁকে মৃত বলে ঘোষণা করেন।

ফরাক্কায় সরব সুকান্ত

জেলা শাসককে সাসপেন্ডের নিদান

অর্ণব চক্রবর্তী

ফরাক্কা, ২৫ জানুয়ারি : নির্বাচন কমিশন ভাবছে দেশের বাকি অংশের মতো এ রাজ্যেও সবকিছু অনায়াসে ঠিকঠাক হবে। কিন্তু মনে রাখতে হবে, এটা পশ্চিমবঙ্গ, অত সহজে ঠিক হওয়ার নয়। বক্তব্য কেন্দ্রীয় প্রতিমন্ত্রী ও বালুরঘাটের সাংসদ সুকান্ত মজুমদারের। 'চোর, বদমাশদের ঠিক করতে হলে একজন জেলা শাসককে সাসপেন্ড করতে হবে। তাহলেই সব লাইনে চলে আসবে', তৃণমূল বিধায়ক মণিরুল ইসলাম ইস্যুতে সরগরম যখন ফরাক্কা, তখন এখানে পা রেখে নির্বাচন কমিশনের উদ্দেশে এমনই মন্তব্য করলেন সুকান্ত।

রবিবার সকালে বহরমপুর যাওয়ার পথে দলীয় কর্মীদের সঙ্গে মিলিত হন সুকান্ত। এখানে প্রধানমন্ত্রীর মন কি বাত অনুষ্ঠান শোনেন এবং স্থানীয় মহিলাদের সঙ্গে কথা বলেন। সেসময় স্থানীয় অনেকেই তাঁদের অভাব-অভিযোগের কথা জানান মন্ত্রীকে। ফরাক্কার বিডিও অফিস ভাঙচুর প্রসঙ্গে সংবাদমাধ্যমকে সুকান্ত বলেন, 'মণিরুল ইসলামকে রাজ্য প্রশাসন মামার বাড়ির আদরে আড়াল করে রাখছে। এটা যোগী প্রশাসন হলে প্যান্ট খুলে পালাতে হত। তাই কমিশনকে বলব কঠোর হাতে হাল ধরতে হবে। মমতা সারা রাজ্যে বিশৃঙ্খলা তৈরি করার চেষ্টা করছেন। কিন্তু এসব করে এসআইআর বানচাল কখনোই হবে না। আমাদের দাবি, নো এসআইআর, নো ভোট।' শনিবার দক্ষিণ দিনাজপুরের কুমারগঞ্জে এক মাইক্রো অবজার্ভারের ওপর হামলার ঘটনাপ্রসঙ্গে কেন্দ্রীয় মন্ত্রী বলেন, 'রাজ্যের বিভিন্ন জায়গায় তৃণমূলের পোষা গুন্ডারা মাইক্রো অবজার্ভারকে মারধর, বিভিন্ন জায়গায় অস্থিরতা তৈরি করছে। নির্বাচন কমিশনকে বলব জামিন অযোগ্য ধারা দিয়ে কঠোর হাতে এদের দমন করতে। ৬ মাস জেলের ভিতর থাকলে বুঝতে পারবে, কত ধানে কত চাল।'

কর্মসংস্থান প্রসঙ্গে তিনি বলেন, 'প্রধানমন্ত্রী বলেছেন জেলার উৎপাদন অনুযায়ী প্রতিটি জেলার একটি প্রোডাক্টকে সামনে আনা হবে। মুর্শিদাবাদে যদি রেশম ভালো হয়, তবে ওয়ান ডিস্ট্রিক্ট ওয়ান প্রোডাক্ট (ওডিওপি) তৈরি করে তাকে বিশ্বের দরবারে পৌঁছে দিতে হবে। রাজ্যে বিজেপি এলে পশ্চিমবঙ্গে প্রকৃত অর্থে উন্নয়ন হবে।'

দলীয় কর্মীদের সঙ্গে সুকান্ত মজুমদার। রবিবার ফরাক্কায়।

বেলডাঙ্গা কাণ্ডে আত্মহত্যা তত্ত্ব

পরাগ মজুমদার

বহরমপুর, ২৫ জানুয়ারি : বেলডাঙ্গা কাণ্ডে নয়া মোড়! গণপিটুনিতে খুন নয়, ঝাড়খণ্ডে আলাউদ্দিন শেখ আত্মহত্যা করেছেন। এমন রিপোর্ট প্রকাশ্যে আনল মুর্শিদাবাদ পুলিশ। আর তা প্রকাশ্যে আসতেই রাজ্য সরকারকে নিশানা করে সরব তৃণমূলের সাসপেন্ডেড বিধায়ক হুমায়ুন কবীর, কংগ্রেস ও বিজেপি। যদিও প্রশাসনের ভূমিকাকে হাতিয়ার করছে তৃণমূল। ঝাড়খণ্ডে আলাউদ্দিনকে খুন করা হয়েছে অভিযোগে কয়েকদিন আগে অগ্নিগর্ভ হয়ে ওঠে মুর্শিদাবাদের বেলডাঙ্গা। টানা দু'দিন ধরে চলে তাণ্ডব। জাতীয় সড়ক থেকে রেলপথ অবরোধ চলে দফায় দফায়। আগুন, সংবাদমাধ্যমের ওপর হামলা, বাদ যায়নি কিছুই। ঘটনায় ৩৭ জনকে গ্রেপ্তার করা হলেও সমালোচনা এড়াতে পারেনি রাজ্য প্রশাসন। শুক্রবার গ্রেপ্তার করা হয় মূল চক্রী শওকত আলি আলবেনিকে। এবার প্রকাশ্যে এল প্রকৃত ঘটনা।

আলাউদ্দিনের মৃত্যুরহস্যের কিনারায় পুলিশের একটি দল গিয়েছিল ঝাড়খণ্ডের পালামৌ জেলার বিশ্রামপুরে। এখানেই একটি ঘরভাড়া নিয়ে থাকতেন আলাউদ্দিন। স্থানীয় পুলিশকে সঙ্গে নিয়ে তদন্তে নামে মুর্শিদাবাদ পুলিশ। ময়নাতদন্তের রিপোর্ট সহ একাধিক তথ্যপ্রমাণ জোগাড় করে পুলিশের দলটি। যাতে স্পষ্ট হয়, আলাউদ্দিনের শরীরে কোনও আঘাতের চিহ্ন ছিল না এবং তিনি আত্মহত্যা করেছেন। রবিবার মুর্শিদাবাদের পুলিশ সুপার কুমার সানি রাজ বলেন, 'জেলা পুলিশের একটি বিশেষ দল ঝাড়খণ্ডে গিয়ে তদন্তকারী আধিকারিক এবং আলাউদ্দিনের সঙ্গীদের সঙ্গে কথা বলে। নানান তথ্যপ্রমাণ খুঁটিয়ে দেখে। প্রাথমিক তদন্তে খুনের কোনও প্রমাণ মেলেনি। ময়নাতদন্তের রিপোর্ট হাতে আসার পর স্পষ্ট, ঘটনাটি নিছক আত্মহত্যা।' যদিও মৃতার স্ত্রী রেশমা বিবির পালটা দাবি, তাঁর স্বামী কোনওভাবেই আত্মহত্যা করেননি। খুনই করা হয়েছে।

এদিকে, মৃত্যুর প্রকৃত কারণ সামনে আসায় রাজ্য প্রশাসনকে কাঠগড়ায় তুলেছেন হুমায়ুন। তিনি বলেন, 'যাবতীয় পরিস্থিতির জন্য তৃণমূল ও প্রশাসন দায়ী। যে তাণ্ডব চলেছে, তা আটকানো যেত। মৃত্যুটি যে আত্মহত্যা, তা ১৬ জানুয়ারি বলা উচিত ছিল প্রশাসনের। পুরোটাই প্রশাসনের ছক।' বিজেপির শাখারভ সরকার বলেন, 'আমরা ধিক্কার জানাই রাজ্য সরকার ও প্রশাসনকে। যারা একটা মৃত্যুকে গণপিটুনি বানিয়ে দিয়ে মুর্শিদাবাদ জেলায় অগ্নিগর্ভ পরিস্থিতি সৃষ্টি করল।' কংগ্রেসের অধীর চৌধুরীর রাজনৈতিক সচিব জয়ন্ত দাস বলেন, 'ওই বাঙালি পরিযায়ী শ্রমিকের মৃত্যুতে যেভাবে বেলডাঙ্গার জনজীবন বিপর্যস্ত হয়ে পড়েছিল, তার দায় রাজ্য প্রশাসনের।' কান্দির বিধায়ক তৃণমূলের অপূর্ব সরকার বলেন, 'আমাদের প্রশাসনই ঘটনার তদন্ত করে সত্য তুলে ধরেছে।'

পুলিশের রিপোর্টে বিরোধীদের নিশানায় রাজ্য

বড় হয়ে আমিও বাবার সাইকেল চালাব।। ঠাকুরপুর গ্রামে। ছবি : অভিজিৎ সরকার

সাজাপ্রাপ্ত আসামির মৃত্যু

বহরমপুর, ২৫ জানুয়ারি : প্রতিবেশী নাবালিকাকে ধর্ষণ ও পরবর্তীতে খুনে ফাঁসির সাজাপ্রাপ্ত আসামির মৃত্যু হয়েছে। বহরমপুর কেন্দ্রীয় সংশোধনাগারে ছিল দীনবন্ধু হালদার (৪১) নামে ওই ব্যক্তি।

২০২৪ সালের দুর্গাপুজোর দশমীর দিন দীনবন্ধুর বাড়ি থেকে প্রতিবেশী নাবালিকার বস্তাবন্দি দেহ খুঁজে বের করেন প্রতিবেশীরা। এরপর উত্তেজিত জনতা তাকে পুলিশের হাতে তুলে দেয়। একইসঙ্গে ঘটনার পর থেকে খুন ও ধর্ষণের দায়ে অভিযুক্ত দীনবন্ধুর পরিবারের সদস্যরা গ্রামছাড়া হন। ঘটনায় পুলিশ তদন্ত করে চার্জশিট জমা দেয়। আদালত ফাঁসির সাজা দেয়।

সম্প্রতি বহরমপুর কেন্দ্রীয় সংশোধনাগারে সে অসুস্থ হয়ে পড়লে মুর্শিদাবাদ মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। সেখানে রবিবার চিকিৎসক তাকে মৃত বলে ঘোষণা করেন।

অন্যের বিপদে ঝাঁপিয়ে মৃত

বহরমপুর, ২৫ জানুয়ারি : অন্যের বিপদে ঝাঁপিয়ে নিজের মৃত্যু ডেকে আনলেন এক সিভিক ভলান্টিয়ার। মানারুল হকের (৪১) এমন মৃত্যুতে প্রজাতন্ত্র দিবসের ২৪ ঘণ্টা আগে শোকস্তব্ধ হয়ে পড়ল জঙ্গিপুরের সামশেরগঞ্জ পুলিশ মহল। পেশায় সিভিক ভলান্টিয়ার সাহেবনগর এলাকার বাসিন্দা মানারুলকে সমাজসেবী হিসেবেই চেনেন এলাকার বাসিন্দারা। রবিবার এলাকার একটি দোকানে অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা ঘটলে স্বাভাবিকভাবে নেভাতে ঝাঁপিয়ে পড়েন মানারুল। দমকলকর্মীদের সঙ্গে দোকানের ভিতরে ঢুকে কাঁধ মিলিয়ে আগুন আয়ত্তেও আনেন। কিন্তু দোকানের বাইরে বেরিয়ে আসার কিছুক্ষণ পরই কথা বলার সময় অসুস্থ হয়ে পড়েন তিনি। তড়িঘড়ি ধুলিয়ান পুরসভার ওই এলাকা থেকে উদ্ধার করে তাঁকে নিয়ে যাওয়া হয় পাশের অনুপনগর হাসপাতালে। কিন্তু বাঁচানো যায়নি তাঁকে। হাসপাতালে নিয়ে যাওয়ার পর মানারুলকে মৃত বলে ঘোষণা করেন কর্তব্যরত চিকিৎসক।

মানারুলের মৃতদেহ শনাক্ত করার পর তাঁর নিকটাত্মীয় ইমন হোসেন বলেন, 'সিভিক ভলান্টিয়ার দায়িত্ব পালনের পাশাপাশি সাধারণ মানুষের আপদ-বিপদে সবসময় ছুটে যেতেন। সে কারণে অগ্নিকাণ্ডের খবর শোনার পরই তড়িঘড়ি সেখানে হাজির হন। সকলের প্রচেষ্টায় আগুন নেভাতে সক্ষম হলেও শেষপর্যন্ত এমন ভয়ানক কাণ্ড যে ঘটবে তা আমরা দুঃস্বপ্নেও ভাবিনি।' এমন মর্মান্তিক মৃত্যুর খবরে শোকপ্রকাশ করেন স্থানীয় তৃণমূল বিধায়ক আমিরুল ইসলাম এবং ধুলিয়ান পুরসভার চেয়ারম্যান ইনজামুল ইসলাম। আমিরুল বলেন, 'সাধারণ মানুষের বিপদে পাশে দাঁড়াতে গিয়ে সিভিক ভলান্টিয়ারের এমন মৃত্যু অত্যন্ত বেদনাদায়ক। মৃতের পরিবারের পাশে আমরা সাধ্যমতো দাঁড়াব।'

স্বাধীনতা সংগ্রামীরা

প্রথম পাতার পর

সেই বলদেবানন্দ গিরি কে ছিলেন, তা জানেনই না মালদার অধিকাংশ মানুষ। বলদেবানন্দ গিরি ছিলেন দশনামী সম্প্রদায়ভুক্ত ব্যক্তি। বিভিন্ন সময় মালদায় আসা নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসু, দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ, সরোজিনী নাইডুর মতো স্বাধীনতা সংগ্রামীদের নিজের বাড়িতে আশ্রয় দিতেন তিনি।

এই বলদেবানন্দ গিরি রোডের এক পাশে প্রতিদিন ডালপুরি বিক্রি করতে বসেন বেশ কয়েকজন বিক্রেতা। রবিবার সকালে ওই ডালপুরির দোকানে এসেছিলেন দুই পড়ুয়া অমল চক্রবর্তী আর সোমেশ অধিকারী। জিজ্ঞাসা করতেই তাঁদের সাফ জবাব, আমরা তো এই এলাকাকে রাজমহল রোড নামেই চিনি।

মালদা শহরের আরেক ব্যস্ত এলাকা নেতাজি মোড়। নেতাজি মোড় থেকে পূর্ব প্রান্তে মহানন্দা নদীর দিকে যে রাস্তা চলে গিয়েছে সেই রাস্তার নাম খাতায়-কলমে রাধেশচন্দ্র রোড। বছরখানেক আগে ইংরেজবাজার পুরসভা ওই এলাকায় মালদা জেলার অন্যতম স্বাধীনতা সংগ্রামী তথা সাংবাদিক রাধেশচন্দ্র শেঠের মূর্তি বসানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছিল। এখনও অবধি তা বাস্তবায়িত হয়নি। অথচ এই মানুষটির জন্য উদ্বুদ্ধ হয়ে এই জেলার কত তরুণ স্বাধীনতা সংগ্রামের জন্য ঝাঁপিয়ে পড়েছেন, তার ইয়ত্তা নেই। ওই এলাকার ব্যবসায়ী তরুণ দে বলছিলেন, 'সত্যিই এইসব মানুষের জীবনী নিয়ে এলাকায় বোর্ড থাকা খুব জরুরি। তাতে এলাকার মানুষ সহ মালদার মানুষ জানতে পারবেন তাঁদের কথা। না হলে এলাকার নাম থেকে যাবে শুধুই পোস্টাল অ্যাড্রেসে।'

খালি এই তিনজনই নয়, মালদা শহরে স্বাধীনতা সংগ্রামী শান্তি সেন, উমা রায়ের নামেও রাস্তার নামকরণ হয়েছে। কিন্তু তাঁদের কর্মকাণ্ড মালদার মানুষের কাছে আজ অজানা। মালদার শিক্ষক অভিজ্ঞান সেনগুপ্ত দাবি তুলেছেন, 'রাস্তার নামের সঙ্গে স্বাধীনতা সংগ্রামীদের কর্মকাণ্ডের সংক্ষিপ্ত পরিচয় সাধারণ মানুষের কাছে তুলে ধরা উচিত। তবেই ওই স্বাধীনতা সংগ্রামীদের যথার্থ সম্মান দেওয়া হবে।'

শ্লীলতাহানির অভিযোগ

বালুরঘাট, ২৫ জানুয়ারি : রবিবারও শান্ত হল না পরিস্থিতি। পশুপ্রেমীর স্বামীর বিরুদ্ধে বালুরঘাট থানায় শ্লীলতাহানির অভিযোগ দায়ের করলেন জনৈক গ্রামবাসী। গভীর রাতে ওই মহিলা থানায় গিয়ে লিখিত অভিযোগে জানান, তাঁকে মারধরের পাশাপাশি শ্লীলতাহানি করা হয়েছে। এদিকে, শনিবার রাতেই তন্দ্রা চাকি নামে ওই মহিলা পশুপ্রেমী অসুস্থ হয়ে হাসপাতালে ভর্তি হয়েছেন। ফলে অভিযোগ, পালটা অভিযোগে উত্তপ্ত থাকল কামারপাড়া হাসপাতাল মোড় চত্বরের পরিস্থিতি। ঘটনার সূত্রপাত দিনকয়েক আগে। গ্রামবাসীর অভিযোগ, তন্দ্রা এবং তাঁর পরিবারের তত্ত্বাবধানে থাকা কিছু পথকুকুর, গবাদিপশু এবং মানুষকে কামড়ে দিচ্ছে। এদিকে তন্দ্রার বক্তব্য, গ্রামের তিন তরুণ তাঁকে ও তাঁর পরিবার লোকজনকে হুমকি দিয়েছেন। কুকুরদের খেতে দেওয়া যাবে না।

বিয়েতে নিমন্ত্রণ দুঃস্থদেরও

বালুরঘাট, ২৫ জানুয়ারি : লাঠি হাতে এক সত্তরোর্ধ্ব বৃদ্ধা বসে আছেন, চোখে তাঁর করুণ দৃষ্টি। জিজ্ঞেস করাতে তিনি জানালেন, নাম পূর্ণিমা মহন্ত, হিলি থেকে এসেছেন। ঝোলা থেকে বের করলেন বিয়ের নিমন্ত্রণ কার্ড। হ্যাঁ! তিনি বিয়ের নেমন্তন্ন খেতে এসেছেন। তাঁর সঙ্গে রয়েছেন আরও শতাধিক বৃদ্ধা। হিলি, মালঞ্চা, ত্রিমোহনী, তিওর থেকে এসেছেন বিয়েবাড়িতে খেতে। এঁদের বিয়ের কার্ড দিয়ে নেমন্তন্ন করে এসেছেন হরিদাস বর্মন।

একসময় নিজের পেটের ভাত জুটত না। হরিদাসের স্ত্রী মুড়ির বস্তা বোঝাই করে তা বালুরঘাট শহরে বিক্রি করে সংসার চালাতেন। এখন দুই রোজগেরে ছেলের কারণে সংসারে সচ্ছলতা ফিরেছে। তাই এমন আয়োজন করতে পেরেছেন হরিদাস।

স্বার্থপর দুনিয়াতে এক মুঠো ভাত পেতে যেখানে দশটা বাড়ি ঘুরতে হয় সেখানে পেটপুরে ভাত, ডাল, সবজি, মাংস, চাটনি, দই, মিষ্টি খাওয়ালেন ছেলের বিয়েতে। এমনই এক ভিন্নপথের নজির গড়লেন অমৃতখণ্ড গ্রাম পঞ্চায়েত সোদপুর গ্রামের (দৌলা মৌজা) হরিদাস বর্মন। তাঁর ছেলের বিয়েতে প্রায় শতাধিক দুঃস্থকে নেমন্তন্ন করে এনে খাওয়ানো হয়।

তিওর গ্রামের বৃদ্ধা নির্মলী মণ্ডল বলেন, 'এত আদরযত্ন পেয়ে খুব ভালো লাগছে। বাবুরা আরও বড় হোক। আমরা সকলেই আশীর্বাদ করছি।' হরিদাস বর্মন বলেন, 'একসময় ছোটবেলায় পেটে ভাত জুটত না। গরিব ছিলাম, গরিবদের দুঃখকষ্ট বুঝি। তাই একদিন তাঁদের মুখে যদি হাসি ফোটাতে পারি তার থেকে ভালো আর কিছু হয় না।'

মনোনীত ১১ জন

প্রথম পাতার পর

মরণোত্তর পদ্মবিভূষণ পাচ্ছেন সদ্যপ্রয়াত কৃতী অভিনেতা ধর্মেন্দ্র এবং কেরলের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী তথা সিপিএমের প্রতিষ্ঠাতা সদস্য ভিএস অচ্যুতানন্দন। এর আগে বাংলার প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য পদ্ম সম্মান প্রত্যাখ্যান করেছিলেন। অচ্যুতানন্দন এখন প্রয়াত। তাঁর অনুপস্থিতিতে তাঁর দল ও পরিবার কী অবস্থান নেবে, সেটাই এখন দেখার।

পদ্মভূষণ প্রাপক তালিকায় রয়েছেন গায়িকা অলকা ইয়াগনিক এবং অভিনেতা মাম্মুটি। ক্রীড়াজগৎ থেকে পদ্মশ্রী পাচ্ছেন ভারতীয় পুরুষ এবং মহিলা ক্রিকেট দলের দুজন রোহিত শর্মা ও হরমনপ্রীত কাউর। রাষ্ট্রপতি ভবনে আগামী মার্চ-এপ্রিলে এই কৃতীদের হাতে সম্মান তুলে দেবেন রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মু।

কৃতীকে পদ্ম সম্মান

প্রথম পাতার পর

মাত্র পনেরো বছর বয়সে 'তরুণ তীর্থ' নাট্যদল গড়ে তোলেন তিনি।

স্নাতকোত্তর ডিগ্রি নিয়ে বালুরঘাট কলেজে অধ্যাপক হিসেবে কর্মজীবন শুরু করার পাশাপাশি পেশাদার ও অপেশাদার নাট্যমঞ্চে সক্রিয় যুক্ত ছিলেন। ১৯৬৯ সালে প্রতিষ্ঠা করেন 'ত্রিতীর্থ' নাট্যদল। এই দলের হাত ধরেই 'জল', 'তিন বিজ্ঞানী', 'গ্যালিলিও', 'দেবাংশী' সহ সাতটি নাটক পরিচালনা দেন। জরুরি অবস্থায় তাঁর নির্দেশিত 'শিশুপাল' নাটক সরকার নিষিদ্ধ ঘোষণা করেছিল।

পদ্মশ্রী সম্মানে মনোনীত মহেন্দ্রনাথ বড় হয়েছেন কোচবিহারের সীমান্ত এলাকা হলদিবাড়ির ভোলারহাট গ্রামে কাঁচা রাস্তা, ধানখেত ও নোনা হাওয়ায়। অল্প বয়সে পিতৃবিয়োগের পর সংসারের হাল ধরতে মায়ের সঙ্গে কাজে নেমে পড়তে হয়েছিল। অভাবের সংসারেই পড়াশোনার আলো জ্বেলে রাখেন মহেন্দ্রনাথ। গ্রামের প্রাথমিক বিদ্যালয়ে পড়াকালীন জাতীয় মেধা বৃত্তি পাওয়ায় তাঁর অসামান্য প্রতিভার পরিচয় মিলেছিল।

অন্যদিকে, উদ্ভিদবিদ্যার ছাত্র গম্ভীর সিং ইয়নজন পশ্চিমবঙ্গ আঞ্চলিক স্কুল সার্ভিস কমিশনের চেয়ারম্যান (পার্বত্য জোন) হিসাবেও কাজ করেছেন। তাঁর আগে কালিম্পং থেকে ২০০৭ সালে সোনম ছিরিং লেপচা এবং ২০২২ সালে কাজি সিং পদ্মশ্রী পেয়েছিলেন।

সাহিত্যে পদ্মশ্রীর জন্য মনোনীত অশোকের বাড়ি মালদা শহরে ঝলঝলিয়ার বিধানপল্লিতে। টিভির পর্দায় রবিবার সকাল থেকে চোখ রেখেছিলেন তিনি। কারণ, পদ্মশ্রীর জন্য অশোকের স্ত্রী ইলা হালদার ও তাঁর ছেলেরা আবেদন করেছিলেন বলে তাঁর দাবি। রেলের ক্লার্ক হিসাবে তাঁর কর্মজীবন শুরু। পরে পদোন্নতি হয়ে রেলের গার্ড হন।

(তথ্য সংগ্রহ : শুভঙ্কর চক্রবর্তী, রণজিৎ ঘোষ, পঙ্কজ মহন্ত ও হরষিত সিংহ)

৬ ইঞ্চির স্ক্রিনে শুরু ভোটের 'খেলা'

প্রথম পাতার পর

রাজনৈতিক একটি ভিডিও ছেড়েছেন। মারাত্মক ভাইরাল সেই ভিডিও। বিষয়- ভোট দেওয়ার আগে মনে আনুন শাসকের কু-কীর্তি। একেবারে সিনেমার কায়দায়। সরকারবিরোধী স্ক্রিপটও নিখুঁত। দু'দিনেই সেই ভিডিও দেখে ফেলেছেন প্রায় ৬২ লাখ দর্শক। ঝড়ের গতিতে রোজ বাড়ছে ভিউজ, লাইক, শেয়ারও।

তৃণমূল কংগ্রেস এবং বিজেপি, বাংলার রাজনীতির দুই প্রধান প্রতিদ্বন্দ্বী আজ একই মুদ্রার এপিঠ-ওপিঠ হয়ে নেমেছে এই কদর্য কেনাবেচার খেলায়। তাদের হাতে টাকার থলি, আর উলটোদিকে দাঁড়িয়ে আছেন এইরকম একদল ডিজিটাল ফেরিওয়ালা। যাঁরা উপযুক্ত দাম পেলেই নিজেদের বিবেক, বুদ্ধি এবং ফলোয়ারদের বিশ্বাস বিক্রি করতে এক মুহূর্ত দ্বিধা করছেন না।

একটা সময় ছিল যখন নির্বাচনের আগে পাড়ার মোড়ে মোড়ে জটলা হত, চায়ের দোকানে ঝড় উঠত তর্কে-বিতর্কে। দেওয়াল লিখনে ফুটে উঠত কার্টুন, ছড়া আর রাজনৈতিক শ্লেষ। সেই সবকিছুর মধ্যে একটা প্রাণের স্পর্শ ছিল, একটা মতাদর্শগত লড়াইয়ের গন্ধ ছিল। কিন্তু আজ দেওয়াল লিখনের জায়গা নিয়েছে ফেসবুকের ওয়াল, আর পাড়ার মোড়ের বক্তার জায়গা নিয়েছেন ইউটিউব বা ইনস্টাগ্রামের তথাকথিত তারকারা।

সমস্যাটা অবশ্য মাধ্যম বদলানো নিয়ে নয়, সততা নিয়ে। যখন কোনও রাজনৈতিক দল তাদের ইস্তাহার বা উন্নয়নের প্রতিশ্রুতি নিয়ে মানুষের দুয়ারে যায়, তখন সেটা গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ার মধ্যেই পড়ে। কিন্তু যখন সেই একই দল আড়ালে মোটা টাকা দিয়ে ভাড়া করে এমন সব 'সোশ্যাল মিডিয়া স্টার'দের, যাঁদের রাজনীতির 'র' বোঝার ক্ষমতা নেই, অথচ লক্ষ লক্ষ মানুষ তাঁদের অন্ধের মতো অনুসরণ করেন, তখন সেটা আর প্রচার থাকে না, হয়ে দাঁড়ায় প্রতারণা। আজ তৃণমূলের হয়ে যে ব্লগার উন্নয়নের জোয়ারে ভাসছেন, খোঁজ নিলে দেখা যাবে কাল হয়তো তিনিই বিজেপির হয়ে ধর্ম ও জাতীয়তাবাদ-এর বুলি আওড়াবেন, যদি দর একটু বাড়িয়ে দেওয়া হয়। এই যে আনুগত্যের নিলাম এবং মতাদর্শের ভোল বদল- এটাই আজকের রাজনীতির সবথেকে বড় ট্র্যাজেডি।

তৃণমূল কংগ্রেসের কথাই ধরা যাক। আঞ্চলিক দল হলেও টাকার অভাব নেই। তাই তো গ্রামগঞ্জে কিংবা চা বাগানেও একেবারে কর্পোরেট ধাঁচে সভা করে বেড়ান দলের সেকেন্ড ইন কমান্ড অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। সেইসব সভার আয়োজন, খরচ দেখলে আপনার-আমার চোখ কপালে উঠতে বাধ্য। যাকগে সেকথা। এই যে এত বছর ধরে আইপ্যাকের মতো একটি পেশাদার সংস্থা তৃণমূলের হয়ে রণকৌশল ঠিক করছে, তার পেছনে কত খরচ হচ্ছে তা কি আমজনতা জানেন? সেই টাকার উৎসই বা কী, সেই প্রশ্নও কি কেউ করেছেন?

উত্তরটা খুব সহজ। 'না'।

মমতা বলুন বা অভিষেক, এঁরা সবাই খুব ভালো করেই জানেন, দুর্নীতি বা স্বজনপোষণ নিয়ে বিরোধী কিংবা সাধারণ মানুষের অভিযোগের জবাব যুক্তি দিয়ে দেওয়া কঠিন। তার চেয়ে অনেক সহজ হল, মানুষের মন ঘুরিয়ে দেওয়া। আর এই কাজের জন্যই প্রয়োজন ইনফ্লুয়েন্সারদের। এঁরা রাজনীতির জটিল কচকচানি বোঝেন না, কিন্তু বোঝেন কীভাবে ৩০ সেকেন্ডের রিলে সরকারের গুণগান গাইতে হয়। তৃণমূল তো ভোটের আগে আবার পুরোদস্তুর সিনেমা বানিয়ে ফেলেছে। সরকারের কোন প্রকল্পে কী সুবিধা, তা সেলুলয়েডে ফুটিয়ে তুলেছেন 'বিশ্বাস অ্যান্ড কোং' যাত্রাপালার একদল শিল্পী। ফলাও করে সেই সিনেমার প্রিমিয়ারও হয়েছে। দর্শক সেই সিনেমা দেখবেনও। তাঁদেরই কয়েকজন আবার হয়তো সরকারের প্রতি দরদি হয়ে ঘাসফুলে ছাপও দিয়ে ফেলবেন।

গেরুয়া শিবিরই বা কম যায় কীসে! ক'দিন আগে শিলিগুড়িতে রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সংঘের ১০০ বছর পূর্তি অনুষ্ঠানে যোগ দিতে এসেছিলেন মোহন ভাগবত। আরএসএস নিঃশব্দে ধর্মের বীজ ছড়িয়ে দেয় সেকথা সকলেরই জানা। সেই সংঘই কিন্তু এবার অন্য পন্থা নিয়েছে। ভাগবতের ওই সভায় ডাক পেয়েছিলেন উত্তরবঙ্গের বহু ইনফ্লুয়েন্সার, বুদ্ধিজীবী, চিকিৎসক, আইনজীবী। মোহন-মন্ত্রে উজ্জীবিত হয়ে তাঁদের অনেকেই এখন গেরুয়া রং মাখছেন সোশ্যাল মিডিয়ায়। এমনই এক পরিচিত ইনফ্লুয়েন্সার, যিনি ওই সভায় ছিলেন তিনিও সম্প্রতি রাষ্ট্র ও গেরুয়া স্বার্থে নানা ভিডিও বানাতে শুরু করেছেন।

রাজনীতিতে অর্থের ব্যবহার নতুন কিছু নয়। কিন্তু আগে সেই অর্থ ব্যবহার হত পেশিশক্তি বা বুথ দখলের কাজে। আর এখন সেই অর্থ ব্যবহৃত হচ্ছে মগজ দখলের কাজে। ইনফ্লুয়েন্সারদের কেনা মানে তাঁদের অনুগামীদের মগজকে লিজ নেওয়া। এক অদ্ভুত হ্যামলিনের বাঁশিওয়ালার গল্প যেন মঞ্চস্থ হচ্ছে বাংলায়। বাঁশিওয়ালারা বাঁশি বাজাচ্ছে (পড়ুন কনটেন্ট বানাচ্ছে), আর লক্ষ লক্ষ ইঁদুররূপী জনতা (পড়ুন ভোটার) মন্ত্রমুগ্ধের মতো তাদের পেছনে ছুটছে। ইনফ্লুয়েন্সারদের কাছে এটা শুধুই একটা প্রোজেক্ট।

এখানে সবথেকে বড় হয়ে উঠছে নৈতিকতার প্রশ্ন। একজন ইনফ্লুয়েন্সারের কি কোনও দায়বদ্ধতা নেই? সমাজ বা রাষ্ট্রের প্রতি তাঁদের কি কোনও কর্তব্য নেই? টাকার বিনিময়ে সত্যকে মিথ্যা আর মিথ্যাকে সত্য হিসেবে প্রতিষ্ঠা করার এই যে প্রতিযোগিতা, তা কি সাংবাদিকতার বা জনমত গঠনের কফিনে শেষ পেরেক নয়? অবশ্য, যে সমাজে সবকিছুই পণ্য, সেখানে মতামতও যে পণ্য হবে, তাতে আর আশ্চর্য কী!

তবুও, বাংলার ভোটকে কেন্দ্র করে ইনফ্লুয়েন্সার কেনার এই যে নির্লজ্জ প্রতিযোগিতা শুরু হয়েছে, তা গণতন্ত্রের স্বাস্থ্যের পক্ষে মোটেই শুভ লক্ষণ নয়। এটা রাজনীতির দেউলিয়াপনাকেই প্রকট করে। যখন কোনও দলের কাছে নিজস্ব কর্মী-সমর্থকদের দিয়ে প্রচার চালানোর মতো বিশ্বাসযোগ্যতা থাকে না, তখনই তাদের ভাড়াটে সৈন্যদের দ্বারস্থ হতে হয়। আজ তৃণমূল এবং বিজেপি একে অপরকে টেক্কা দিতে গিয়ে যে সংস্কৃতি আমদানি করছে, তা ভবিষ্যতে বুমেরাং হয়ে ফিরতে পারে। কারণ, টাকা দিয়ে কেনা আনুগত্যের মেয়াদ ততক্ষণই, যতক্ষণ পকেট ভারী থাকে। কাল অন্য কেউ বেশি দাম দিলে এই ইনফ্লুয়েন্সাররাই ডিগবাজি খাবেন।

সবশেষে যেটা বলার সেটা হল, বল কিন্তু সাধারণ ভোটারের কোর্টেই। তাঁদেরই ঠিক করতে হবে, তাঁরা কি কোনও কনটেন্ট ক্রিয়েটরের কথায় রাজ্যের ভবিষ্যৎ নির্ধারণ করবেন, নাকি নিজেদের বিচারবুদ্ধি প্রয়োগ করবেন। ভার্চুয়াল জগতের এই মায়াজাল ছিঁড়ে বাস্তবের মাটিতে পা না রাখলে কিন্তু সমূহ বিপদ।

মাথায় রাখতে হবে, ভোট আপনার নিজস্ব অধিকার। তাই রাজনীতির এই 'খেলা'য় দর্শক হয়ে হাততালি না দিয়ে, এবার একটু সতর্ক হওয়ার সময় এসেছে। কারণ, খেলাটা যারা খেলছে তারা রাজনীতির ব্যবসায়ী, আর বাজিটা ধরা আপনার আর আমার ভবিষ্যৎ নিয়ে।

শহরের ক্ষোভে উর্বর

প্রথম পাতার পর

কৃষকবন্ধু, স্বাস্থ্যসাথী কিংবা অন্য কিছু পাওয়া) হিসেব কষে ভোট দেন।

৬০ শতাংশই আগে থেকে ঠিক করে রাখেন কাকে ভোট দেবেন। পরিসংখ্যানে স্পষ্ট, ধূপগুড়ি পুর এলাকার এমন ভোটারদের মতামতেই বারবার ধাক্কা খায় বাংলার শাসকদল। ২০১৯ থেকে সেই ট্র্যাডিশন সমানে চলেছে। ২০১৭ সালে ১৬টি ওয়ার্ডের ১২টিতে জিতে পুরসভা দখলের দু'বছরের মধ্যে ২০১৯-এর লোকসভা নির্বাচনে এই শহরে ৫৭৮৮ ভোটে পিছিয়ে পড়েছিলেন তৃণমূল প্রার্থী।

২০২১-এর বিধানসভা নির্বাচনেও শহরে ৩৯৮৩ লিড নিয়ে ধূপগুড়ি থেকে ৪৩৫৫ ভোটে জিতেছিলেন বিজেপির বিষ্ণুপদ রায়। তাঁর মৃত্যুর পর ২০২৩-এর উপনির্বাচনে শহরে সেই লিড হাজারের নীচে নেমে যাওয়ায় জয়ী হন তৃণমূলের নির্মলচন্দ্র রায়। কট্টর তৃণমূল সমর্থকরা স্বীকার করেন, সময় বেঁধে মহকুমার প্রতিশ্রুতি না দিলে লিড কমানো অসম্ভব ছিল। উপনির্বাচনে জয়ও আসত না।

বছর ঘুরতে সেই হিসেব আরও স্পষ্ট হয়ে যায় বিধায়ক নির্মলচন্দ্র রায় প্রার্থী হওয়া সত্ত্বেও ২০২৪-এর লোকসভায় ফের শহরে বিজেপির লিড দাঁড়ায় ৬৯৩৬। শহরে মানুষের ক্ষোভের আরেক কারণ, পুর বোর্ডের মেয়াদ শেষ হওয়ার পর তিন বছরেও পুরভোট না করা। সেই পুরসভায় এখন প্রশাসক মহকুমা শাসক। তাতে নাগরিক পরিষেবা কার্যত থমকে গিয়েছে। অথচ পুর এলাকায় লিড না বাড়লে শাসকের কপালে দুঃখ অনিবার্য।

আর্থিক সহযোগিতা

কালিয়াগঞ্জ, ২৫ জানুয়ারি : দুটি কিডনি নষ্ট কুনোরের খটসা এলাকার বাসিন্দা গুরুচরণ দেব সিংহের। তাঁর চিকিৎসায় আর্থিকভাবে সহযোগিতা করতে এগিয়ে এলেন উত্তর দিনাজপুরের ইউটিউবাররা। শনিবার সন্ধ্যায় তাঁরা কালিয়াগঞ্জ শহরের বিভিন্ন দোকান থেকে আর্থিক সাহায্য তোলেন। গুরুচরণ জানান, দশ মাস আগে তিনি জানতে পারেন তাঁর দুটি কিডনি নষ্ট। এখন তাঁর ডায়ালিসিস চলছে। কলকাতায় বিনামূল্যে কিডনি ট্রান্সপ্লান্ট হলেও ওষুধের জন্য প্রচুর টাকা খরচ হয়েছে। তাই তিনি ইউটিউবারদের কাছে সাহায্য চেয়েছেন। ইউটিউবার উত্তম বর্মন বলেন, 'আমরা সাতজন ইউটিউবার মিলে এই উদ্যোগ নিয়েছি। সাধারণ মানুষ আমাদের কাছে গুরুচরণের কথা শুনে আর্থিক সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিচ্ছেন।'

কর্মসূচি

বালুরঘাট, ২৫ জানুয়ারি : বেঙ্গল কেমিস্ট অ্যান্ড ড্রাগিস্ট অ্যাসোসিয়েশন (বিসিডিএ) বালুরঘাট জোনের উদ্যোগে রবিবার বালুরঘাট নাট্যমন্দির হলে ২৩তম বার্ষিক স্বেচ্ছাসেবামূলক অনুষ্ঠান আয়োজিত হয়। উদ্যোক্তাদের দাবি, প্রায় ৫০০ মানুষকে বিভিন্ন সাহায্য করা হয়েছে। শনিবার অঙ্কন প্রতিযোগিতা সহ বিভিন্ন সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান হয়েছে। বিসিডিএ বালুরঘাট জোনের সম্পাদক সঞ্জয়কুমার সাহা বলেন, 'এই কর্মসূচি সর্বসাধারণের জন্য উন্মুক্ত।'

চোখ পরীক্ষা

রায়গঞ্জ, ২৫ জানুয়ারি : রায়গঞ্জ বিশ্ববিদ্যালয় কলেজ স্টুডেন্ট ওয়েলফেয়ারের পরিচালনায় আয়োজিত হল বিনামূল্যে চোখ পরীক্ষা শিবির। রবিবার রায়গঞ্জের বোগ্রাম প্রাইমারি স্কুলে ও মাড়াইকুড়াতে এই শিবির হয়। দুই শিবিরে প্রায় দেড় শতাধিক বৃদ্ধ-বৃদ্ধা চোখ দেখান। আয়োজক সংস্থার সম্পাদক ডাঃ পীযূষকুমার দাস জানান, প্রতি বছর তাঁরা স্বাস্থ্য পরীক্ষা এবং চোখ পরীক্ষা শিবিরের আয়োজন করে থাকেন।

রায়গঞ্জে শুরু আধুনিক নিউরো সার্জারি পরিষেবা, উপকৃত হবেন উত্তরবঙ্গবাসী

রায়গঞ্জ, ২৫ জানুয়ারি : উত্তরবঙ্গের চিকিৎসা পরিকাঠামোয় যুক্ত হল আরও এক গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়। রায়গঞ্জের Jeevan Rekha Hospital-এ শুরু হল আধুনিক নিউরো সার্জারি চিকিৎসা পরিষেবা। এর ফলে নিউরো সার্জারি সংক্রান্ত জটিল রোগের চিকিৎসার জন্য আর কলকাতা বা ভিনরাজ্যের ওপর নির্ভর করতে হবে না উত্তরবঙ্গবাসীকে।

হাসপাতাল সূত্রে জানা গিয়েছে, মস্তিষ্ক, স্নায়ু ও মেরুদণ্ড সংক্রান্ত বিভিন্ন জটিল রোগ—যেমন ব্রেন টিউমার, স্ট্রোক, মাথায় আঘাতজনিত সমস্যা, স্পাইন ইনজুরি ও স্নায়ুজনিত অসুস্থতার চিকিৎসা এখন রায়গঞ্জেই সম্ভব হচ্ছে।

এই পরিষেবার জন্য হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ অত্যাধুনিক অপারেশন থিয়েটার, আধুনিক নিউরো ডায়াগনস্টিক যন্ত্রপাতি এবং আন্তর্জাতিক মানের চিকিৎসা পরিকাঠামো গড়ে তুলেছে। পাশাপাশি অভিজ্ঞ ও দক্ষ নিউরো সার্জনদের তত্ত্বাবধানে রোগীদের চিকিৎসা করা হচ্ছে বলে হাসপাতাল সূত্রে জানানো হয়েছে।

হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ আরও জানিয়েছে, রোগীদের সঠিক রোগ নির্ণয় ও স্বচ্ছ পরামর্শ দেওয়ার বিষয়টিকে বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছে। প্রতিটি রোগীর ক্ষেত্রে ব্যক্তিগতভাবে চিকিৎসা পরিকল্পনা তৈরি করা হচ্ছে, যাতে উন্নত চিকিৎসার পাশাপাশি মানবিক যত্নও নিশ্চিত করা যায়।

চিকিৎসা মহলের মতে, রায়গঞ্জে এই নিউরো সার্জারি পরিষেবা শুরু হওয়ায় উত্তর দিনাজপুর সহ সমগ্র উত্তরবঙ্গের মানুষের চিকিৎসা খরচ ও সময়—দুটিই সাশ্রয় হবে। জরুরি পরিস্থিতিতে দ্রুত চিকিৎসা পাওয়ার সুযোগ তৈরি হওয়ায় বহু মানুষের জীবন রক্ষা করা সম্ভব হবে বলেই আশা।

স্থানীয় বাসিন্দাদের মতে, এই উদ্যোগ উত্তরবঙ্গের স্বাস্থ্য পরিষেবার মানোন্নয়নে এক উল্লেখযোগ্য পদক্ষেপ।

(Ad.)

বিশ্বকাপ খেলা নিয়ে লুকোচুরি দুই প্রতিবেশীর

সরকারি নিষেধাজ্ঞার কারণে না, ঘোষণা বিসিবি-র

ঢাকা, ২৫ জানুয়ারি : সরকারি ঘোষণা হয়ে গিয়েছে। গতকালই দুনিয়া জেনে গিয়েছে, ৭ ফেব্রুয়ারি থেকে শুরু হতে চলা টি২০ বিশ্বকাপে খেলছে না বাংলাদেশ। তাদের পরিবর্ত হিসেবেও স্কটল্যান্ডের নাম ঘোষণাও হয়ে গিয়েছে। কিন্তু কেন বাংলাদেশ কুড়ির বিশ্বকাপে খেলল না? ভারতে কি সত্যিই লিটন দাসদের নিরাপত্তার সমস্যা ছিল?

প্রশ্নগুলো এখনও উঠছে। চলছে আলোচনাও। তার মধ্যেই আজ বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ডের তরফে প্রথমবার সরকারিভাবে তাদের অবস্থান স্পষ্ট করা হয়েছে। জানানো হয়েছে, বিসিবি টি২০ বিশ্বকাপে অংশ নিতে চেয়েছিল। কিন্তু ইউনূস সরকারের নিষেধাজ্ঞার কারণে শেষপর্যন্ত বাংলাদেশ বিশ্বকাপ থেকে সরে দাঁড়িয়েছে। আইসিসির সিদ্ধান্ত মেনে নিয়ে তারা আর কোনও আবেদনও করবে না বলে জানিয়েছে বিসিবি।

বাংলাদেশের আইসিসি-র কড়া শাস্তির মুখে পড়া এখন সময়ের অপেক্ষা। বিসিবি-ও সেটা জানে। এমন অবস্থায় আজ বিসিবি-র ডিরেক্টর আমজাদ হোসেন বলেছেন, 'আমাদের সরকারের পক্ষ থেকে জানিয়ে দেওয়া হয়েছিল, ভারতে গিয়ে বিশ্বকাপ খেলা নিরাপদ হবে না। তাই আমরা শ্রীলঙ্কায় খেলতে চেয়েছিলাম। আইসিসি রাজি হয়নি। আসলে সিদ্ধান্তটা আমাদের থেকেও বেশি করে সরকারি। নিরাপত্তার কারণে বাংলাদেশ সরকার কোনও সিদ্ধান্ত নিলে আমাদের কিছুই করার থাকে না।' মুহাম্মদ ইউনূস সরকারের উচ্চপদস্থ কর্তাদের সঙ্গেও বিসিবি-র বারবার বৈঠক হয়েছে বলে জানিয়েছেন তিনি। কিন্তু তারপরও বিশ্বকাপ জট কাটেনি। বরং এখন এমন একটা পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে ওপার বাংলার ক্রিকেটে, যেখানে আর যাই হোক না কেন পজিটিভ কিছু নেই। বরং রয়েছে আগামীর প্রবল অনিশ্চয়তা।

> আমাদের সরকারের পক্ষ থেকে জানিয়ে দেওয়া হয়েছিল, ভারতে গিয়ে বিশ্বকাপ খেলা নিরাপদ হবে না। তাই আমরা শ্রীলঙ্কায় খেলতে চেয়েছিলাম। আইসিসি রাজি হয়নি। আসলে সিদ্ধান্তটা আমাদের থেকেও বেশি করে সরকারি। নিরাপত্তার কারণে বাংলাদেশ সরকার কোনও সিদ্ধান্ত নিলে আমাদের কিছুই করার থাকে না।
>
> -আমজাদ হোসেন
> বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ডের ডিরেক্টর

বিসিবি শীর্ষকর্তার কথা যে খুব একটা ভুল নয়, আজই তার প্রমাণ মিলেছে। দিন কয়েক আগে বাংলাদেশ ক্রিকেটারদের নিয়ে কুরুচিকর মন্তব্যের জন্য বহিষ্কৃত হওয়া কর্তা নাজমুল ইসলামকে তার পদে ফেরানো হয়েছে। পুরোটাই সরকারি সিদ্ধান্তে হয়েছে বলে খবর। শুধু তাই নয়, বিশ্বকাপ বিতর্ক ও বাংলাদেশ প্রিমিয়ার লিগ শেষ হওয়ার পর তাঁকে দায়িত্বে ফেরানোর সিদ্ধান্তে অবাক ওপার বাংলার ক্রিকেটমহল।

বাংলাদেশ প্রিমিয়ার লিগ শেষ হতেই পদ ফেরানো হল নাজমুলকে

টি২০ বিশ্বকাপের জন্য পাকিস্তানের দল ঘোষণায় প্রধান নির্বাচক আকিব জাভেদ। সঙ্গে ছিলেন পাকিস্তানের কোচ মাইক হেসন ও অধিনায়ক সলমন আলি আঘা।

বিতর্কের মাঝেই দল ঘোষণা পাকিস্তানের

লাহোর, ২৫ জানুয়ারি : বিতর্ক চলছেই। হয়তো চলবেও। বাংলাদেশ আসন্ন টি২০ বিশ্বকাপের আসর থেকে ছাঁটাই হয়ে যাওয়ার পর আচমকাই পাকিস্তান বনাম আইসিসি যুদ্ধ শুরু হয়েছে। আর সেই যুদ্ধের আসরে নেমে পাকিস্তান চমকপ্রদভাবে বাংলাদেশের পাশে দাঁড়িয়েছে। পাকিস্তানের এমন মনোভাব ও তাদের বোর্ড প্রধান মহসিন নকভির মন্তব্য নিয়েও চলছে বিতর্ক। তার মধ্যে আজ দুটি বিষয় সামনে এসেছে। এক, আইসিসি-র বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা, বিশ্বকাপ থেকে সরে যাওয়ার হুমকির পরদিনই টি২০ বিশ্বকাপের দল ঘোষণা করেছে পাকিস্তান। দুই, নকভির মন্তব্য ও পাকিস্তানের বাংলাদেশ প্রীতি নিয়ে চটেছে আইসিসি। সূত্রের খবর, ক্রিকেটের নিয়ামক সংস্থার বিরুদ্ধে সরাসরি যুদ্ধ ঘোষণার পর পাকিস্তানও শাস্তির কবলে পড়তে পারে। হতে পারে তাদের আর্থিক জরিমানাও। সঙ্গে ক্রিকেট থেকে একঘরে হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনাও রয়েছে।

শেষ পর্যন্ত পাকিস্তানের ভাগ্যে কী রয়েছে, সময় তার জবাব দেবে। কিন্তু তার আগে আজ সলমন আলি আঘার নেতৃত্বে ১৫ সদস্যের দল ঘোষণা করেছে পাকিস্তান। দলে রয়েছেন প্রাক্তন অধিনায়ক বাবর আজমও। পাকিস্তানের দল ঘোষণার পর স্বাভাবিকভাবেই তাদের অবস্থান নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে। পাকিস্তান টি২০ বিশ্বকাপ খেলতে চায় কি না, এমন জল্পনার মধ্যে বিশ্বকাপের দল ঘোষণা করে তারা কী বার্তা দিতে চাইল, তা নিয়েও চলছে জল্পনা। পাক বোর্ড এমন ঘটনা নিয়ে কতটা চাপে, জানে না দুনিয়া। যদিও ওয়াকিবহাল মহলের দাবি, আজ বিশ্বকাপের দল ঘোষণা করে পাকিস্তান আইসিসির সঙ্গে নীরব সমঝোতার পথে যেতে চাইছে।

মহম্মদ রিজওয়ান ও হ্যারিস রউফের মতো দুই সিনিয়ার, অভিজ্ঞ ক্রিকেটার বিশ্বকাপের স্কোয়াডে জায়গা পাননি। তবে বাবর দলে রয়েছেন। রয়েছেন শাহিন শা আফ্রিদি, ফখর জামানদের মতো অভিজ্ঞরাও। ১৫ সদস্যের পাকিস্তান দল ঃ সলমন আলি আঘা (অধিনায়ক), আবরার আহমেদ, বাবর আজম, ফাহিম আশরফ, ফখর জামান, খাজা মহম্মদ নাফে, মহম্মদ নওয়াজ, মহম্মদ সলমন মির্জা, নাসিম শা, সাহিবজাদা ফারহান, সাইম আয়ুব, শাহিন শা আফ্রিদি, শাদাব খান, উসমান তারিক।

ফেডারেশন-ক্লাব মিলিত উদ্যোগে আসে সমাধানের রাস্তা

সুস্মিতা গঙ্গোপাধ্যায়

কলকাতা, ২৫ জানুয়ারি : গত ১১ বছরে অল ইন্ডিয়া ফুটবল ফেডারেশনের কোনও গুরুত্ব ছিল না ইন্ডিয়ান সুপার লিগের ক্লাবগুলির কাছে। এই প্রথমবার ঐকমত্য-দ্বিমত যাই হোক না কেন, দুই পক্ষ একে অপরকে চিনতে শুরু করেছে।

আইএসএল শুরু হয় ২০১৪ সালে। শুরুতে দুই-এক মরশুম তবুও বিভিন্ন ভেনুতে ফেডারেশনের তরফে অপারেশনের লোকজন দেখা যেত। বা ম্যাচের আগে-পরের সাংবাদিক সম্মেলনেও এআইএফএফ-কে ধন্যবাদ জানানোর একটা প্রথা ছিল। কিন্তু ক্রমশ সেই সৌজন্য শেষ হয়ে গেল। বিশেষ করে ২০১৮ সালে সরকারিভাবে আইএসএল এক নম্বর লিগ হয়ে যাওয়ার পর এআইএফএফের কোনও অস্তিত্বই আর ছিল না আইএসএল ক্লাবগুলির কাছে। কারণ সেই সময় এদেশের ফুটবলেরই ভাগ্য নিয়ন্তা হয়ে ওঠে রিলায়েন্স পরিচালিত ফুটবল স্পোর্টস ডেভেলপমেন্ট লিমিটেড। এর বাইরে যে আর কোনওকিছুর অস্তিত্ব আছে, সেও মনে হত না। কিন্তু এবারের পরিস্থিতি সম্পূর্ণ বদলে গেল যখন এফএসডিএল লিগ থেকে নিজেদের সরিয়ে নেয় চুক্তির ধুয়ো তুলে। ফলে এই ১১ বছরে প্রথমবার ফেডারেশন এবং আইএসএল ক্লাবগুলির মধ্যে কথাবার্তা থেকে বৈঠকের পর বৈঠক চলতে থাকে। শুরুতে এআইএফএফের সঙ্গে প্রায় সবকিছুতেই অমিল থেকে ক্রমশ কিছু কিছু বিষয়ে ঐকমত্যে পৌঁছানো শুরু হল। যা শেষপর্যন্ত খেলা শুরু করার ক্ষেত্র তৈরি করতে সাহায্য করেছে। যখন লিগ শুরু প্রায় অবাস্তব বলে মনে হয়েছে তখনই রাস্তা তৈরি হয়েছে দুই পক্ষের আলোচনার ভিত্তিতে। ফেডারেশন সভাপতি কল্যাণ চৌবে বারবার বলেছেন, 'শুধুমাত্র টাকা আর নানা সমস্যার জন্য খেলা বন্ধ হয়ে যাওয়া উচিত নয়। ফুটবলাররা সমস্যায় পড়ছে, দর্শকরা বঞ্চিত হচ্ছেন।'

অবশেষে লিগ শুধু হচ্ছেই না। এখন বলতে গেলে মিলিজুলি সরকারে (ফেডারেশন ও ক্লাব) যে কাজ হচ্ছে তা লক্ষণীয়ভাবে তারিফযোগ্য। ক্লাবগুলি নিজেরাই কবে কোন মাঠ পাওয়া যাবে, কীভাবে সূচি বানানো হবে, বিপণন সঙ্গী কীভাবে নেওয়া হবে, এই সব নিয়ে আলোচনা চালাচ্ছে, চিঠি চালাচালি করছে ফেডারেশনের সঙ্গে। কল্যাণ যেমন বলছিলেন, 'ক্লাবগুলিকে নিয়েই তো ফেডারেশন। ওদের যেভাবে সুবিধা হয়, আমরা সেটাই করতে রাজি।' সত্যিই প্রতিটি বিষয়ে ফেডারেশন সঠিক অর্থেই পেরেন্ট বডি হিসাবে সমস্যার সমাধানে ক্লাবগুলির যাবতীয় আবদারে রাজি হয়ে গিয়েছে। এমনকি গভর্নিং কাউন্সিলের নিয়মকানুন ও ভেটো পাওয়ার বদলেও। প্রতিটি ক্ষেত্রেই ফেডারেশন যথেষ্ট ধৈর্যশীল পদক্ষেপ নিয়েছে। যা বুঝে ক্লাবগুলিও এখন ফেডারেশনের সঙ্গে কাঁধে কাঁধ মিলিয়েই কাজ করছে। তবে এটা সবে শুরু। দুই পক্ষেরই এখনও অনেক পথ চলা বাকি।

এক ম্যাচ বাকি থাকতেই রনজি কোয়ার্টারে বাংলা

বাংলা-৫১৯ সার্ভিসেস-১৮৬ ও ২৮৭
(ইনিংস ও ৪৬ রানে জয়ী বাংলা)

নিজস্ব প্রতিনিধি, কল্যাণী, ২৫ জানুয়ারি : ভাগ্যনির্ধারণ হয়ে গিয়েছিল গতকালই। কিন্তু তারপরও বাকি ছিল কিছু নিয়মরক্ষার কাজ।

কল্যাণীর বাংলা ক্রিকেট অ্যাকাডেমির মাঠে রবিবার সকালে এক ঘণ্টার মধ্যে সার্ভিসেসের বাকি থাকা ২ উইকেট তুলে নিয়ে বোনাস পয়েন্ট সহ ম্যাচ জিতল বাংলা। পৌঁছে গেল রনজি ট্রফির কোয়ার্টার ফাইনালে। গ্রুপ পর্বের একটি ম্যাচ বাকি থাকতেই। বাকি থাকা সেই হরিয়ানা ম্যাচ শুরু ২৯ জানুয়ারি থেকে। তার আগে ছয় ম্যাচে ৩০ পয়েন্ট নিয়ে গ্রুপের শীর্ষস্থান দখলের পরও বাংলা দলের অন্দরে আবেগ নেই। বরং রয়েছে সতর্কতা।

এমন সতর্কতার নেপথ্যে সর্বভারতীয় ক্রিকেটে বারবার ব্যর্থতার যন্ত্রণা। সেই যন্ত্রণার শেষ কবে, কোথায়, কীভাবে হতে পারে, সময় তার জবাব দেবে। আজ সার্ভিসেসের শেষ ২ উইকেট তুলে নিয়ে বিপক্ষকে ২৮৭ রানে অল আউট করে রনজি কোয়ার্টার ফাইনাল নিশ্চিত হওয়ার দিনেও রয়ে গেল অশনিসংকেত। সৌজন্যে দলের ফিল্ডিং। আজ কল্যাণীর বাংলা ক্রিকেট অ্যাকাডেমির মাঠে সার্ভিসেসের ২ উইকেট নেওয়ার পথে মোট তিনটি ক্যাচ হাতছাড়া করেছে অভিমন্যু ঈশ্বরণের দল। অধিনায়ক অভিমন্যু নিজে একটি সহজ ক্যাচ ফেলেছেন। ম্যাচ জয়ের পর বাংলা অধিনায়ক অভিমন্যু স্বীকার করে নিয়েছেন, দলের ফিল্ডিংয়ে আরও উন্নতির প্রয়োজন রয়েছে। বলেছেন, 'ম্যাচ জিতে রনজি কোয়ার্টারে পৌঁছে গেলেও সার্বিকভাবে আরও উন্নতি করতে হবে আমাদের। বিশেষ করে দলের ফিল্ডিং আরও ভালো হওয়া দরকার।'

৫ উইকেট নিয়ে মহম্মদ সামি গতকালই বাংলার জয় নিশ্চিত করে দিয়েছিলেন। আজ শাহবাজ আহমেদ ও আকাশ দীপরা বাকি থাকা ২ উইকেট ভাগ করে নেন। সার্ভিসেস ম্যাচ জয়ের পর বাংলার কোচ লক্ষ্মীরতন শুক্লা বলেছেন, 'পথ চলার অনেক বাকি। এই ম্যাচের ছন্দ আমাদের আগামীদিনেও ধরে রাখতে হবে।' ২৯ জানুয়ারি থেকে হরিয়ানার বিরুদ্ধে ম্যাচ। লাহলিতে সেই অ্যাওয়ে ম্যাচে সামিকে বিশ্রাম দিতে পারে টিম বাংলা। লাহলির বাইশ গজ তার চরিত্র হারিয়েছে বলে খবর। একসময় দেশের সবচেয়ে দ্রুতগতির মাঠের বাইশ গজে এখন স্পিনারদের শাসন দেখা যায়। তাই হরিয়ানার বিরুদ্ধে ম্যাচে তিন বা চার স্পিনার খেলাতে পারে বাংলা।

বিশেষভাবে সক্ষম এক সমর্থককে বল উপহার দিলেন মহম্মদ সামি ও বাংলার কোচ লক্ষ্মীরতন শুক্লা।

'ক্লান্ত না হওয়া পর্যন্ত খেলব ক্রিকেট'

অরিন্দম বন্দ্যোপাধ্যায়

কল্যাণী, ২৫ জানুয়ারি : কথা দিয়েছিলেন। কথা রাখলেন।

দিন কয়েক আগে কলকাতায় এসআইআর শুনানিতে হাজিরা দেওয়ার পর মহম্মদ সামি উত্তরবঙ্গ সংবাদ-কে একান্ত সাক্ষাৎকার দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন। আজ কল্যাণীর মাঠে সার্ভিসেসকে উড়িয়ে রনজি ট্রফির কোয়ার্টার ফাইনাল নিশ্চিত করার পর দিলেন সাক্ষাৎকার। তার আগে বড় দাদার মতো সার্ভিসেসের ক্রিকেটারদের ক্লাসও নিলেন। তাঁদের সঙ্গে ভাগ করে নিলেন নিজের ক্রিকেটীয় অভিজ্ঞতাও। সাক্ষাৎকারের শুরুতে সামি অনুরোধ করলেন গৌতম গম্ভীর নিয়ে কোনও প্রশ্ন করা যাবে না। সময়ের সঙ্গে তাল মিলিয়ে সেই শর্ত উড়িয়ে জবাবও দিলেন। বলে দিলেন,

একান্ত সাক্ষাৎকারে মহম্মদ সামি

ভক্তকে অটোগ্রাফ দিচ্ছেন মহম্মদ সামি। রবিবার কল্যাণীতে।

আমি আমার কাজটা করে যাব। ক্লান্ত না হওয়া পর্যন্ত ক্রিকেট খেলে যাব।

ঘরোয়া ক্রিকেটে এখনও পর্যন্ত ৫৮ উইকেট

(হাসি) পরিসংখ্যানের হিসাব রাখার কাজটা আপনারা করুন। আমি আমার কাজটা করে যাই।

বাংলার হয়ে রনজি অভিযান

সার্ভিসেসকে হারিয়ে আজ রনজি কোয়ার্টার ফাইনাল নিশ্চিত করেছি আমরা। সামনে এখনও অনেক পথ চলার বাকি। বাংলার হয়ে রনজি ট্রফি জিততে পারলে দারুণ হবে। সেই লক্ষ্যেই নিজেকে উজাড় করে দিচ্ছি। বাকিটা আমার নিয়ন্ত্রণে নেই।

স্নাতক হওয়ার পর মাধ্যমিক

(হাসি) আমি এই সব নিয়ে কিছুই বলব না। যখন ভারতীয় দলে সুযোগ পেয়েছি, নিজের সেরাটা দিয়েছি। এখন বাংলার হয়ে সেই কাজটা করছি। স্নাতক না মাধ্যমিক, মানুষ বিচার করুক।

ফিটনেস ও সাফল্যের রহস্য

বিশ্বাস করুন আলাদা কোনও রহস্য নেই। সবসময় মাঠে নেমে নিজের সেরাটা দিতে চেয়েছি। সেটাই করে যাচ্ছি এখনও। ক্লান্ত না হওয়া পর্যন্ত এই কাজটাই করে যাব। আর ফিটনেসের যে কথা বলছেন, সব ক্রীড়াবিদের জীবনেই চোট আসে। অস্ত্রোপচারের ধাক্কাও আসে। সেটা সামলে সামনে তাকানোই তো চ্যালেঞ্জ। আমি সেই চ্যালেঞ্জ নিয়ে কাজ করে চলেছি।

টি২০ বিশ্বকাপে ভারত

ভালো দল। নিশ্চিতভাবেই সূর্যকুমার যাদবদের সফল হওয়া উচিত।

আগামীর ব্যক্তিগত লক্ষ্য

নির্দিষ্ট কোনও লক্ষ্য নেই। যখনই মাঠে নামার সুযোগ আসবে, সেরাটা দেব। বাকিটা সময়ের উপর ছেড়ে দেওয়াই ভালো। পরিশ্রম করা ও মাঠে নেমে পারফর্ম করা ছাড়া আর কী-ই বা করতে পারি আমি।

গৌতম গম্ভীর ও অজিত আগরকার

এই প্রশ্নটার তো কথা ছিল না। প্লিজ অন্য প্রশ্ন করুন।

আসমুদ্রহিমাচল আপনার কামব্যাক নিয়ে জানতে চায়

আমি কিছু বলব না। চেষ্টা করে যাব। পরিশ্রম করব আরও। যতদিন ক্লান্তি না আসবে, ক্রিকেট খেলাটা চালিয়ে যাব। বাকিটা সময়ের উপর ছেড়ে দিন না।

আইপিএল লক্ষ্য

নির্দিষ্টভাবে কিছু ঠিক করিনি। দেখা যাক কী হয়।

ডব্লিউপিএলে আজ

মুম্বই ইন্ডিয়ান্স বনাম রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স বেঙ্গালুরু

সময় : সন্ধ্যা ৭.৩০ মিনিট
স্থান : ভদোদরা
সম্প্রচার : স্টার স্পোর্টস নেটওয়ার্ক ও জিও হটস্টার

জিতলেও রেফারির ওপর ক্ষুব্ধ পেপ

লন্ডন, ২৫ জানুয়ারি : দুঃস্বপ্নের পরাজয়!

নতুন বছরে প্রিমিয়ার লিগে লিভারপুলের জয়ের অপেক্ষা আরও বাড়ল। গত ২৭ ডিসেম্বর উলভারহ্যাম্পটন ওয়ান্ডারার্স ম্যাচের পর থেকেই ঘরোয়া লিগে জয়হীন আর্নে স্লটের দল। টানা চার ম্যাচ ড্রয়ের পর এবার বোর্নমাউথের বিপক্ষে ৩-২ গোলে হেরেই বসল লিভারপুল।

এই হারের পর নিজেদের দায় স্বীকার করলেও একাধিক বাস্তব কারণও তুলে ধরলেন লিভারপুল কোচ স্লট। তিনি জানান, প্রতিকূল আবহাওয়া, ঠাসা ক্রীড়াসূচি ও একাধিক চোটে জেরবার তাঁর দল। ম্যাচের পরে স্লট স্পষ্ট ভাষায় বলেছেন, 'ফলাফলের দায় আমাদেরই।' তবে তিনি বিশেষভাবে উল্লেখ করেছেন, 'ম্যাচের সময় বাতাসের দিক ও গতি বলের নিয়ন্ত্রণ ও অনুমানকে কঠিন করে তুলেছিল। এমন পরিস্থিতিতে রক্ষণভাগে ভুল হয়ে যায়, যার মূল্য দিতে হয়েছে দলকে।'

উলভসকে ২-০ গোলে হারিয়ে আর্সেনালের ওপর চাপ আরও বাড়াল ম্যাঞ্চেস্টার সিটি। ম্যাচ জিতলেও রেফারির সিদ্ধান্ত নিয়ে অসন্তোষ প্রকাশ করেছেন সিটি কোচ পেপ গুয়ার্দিওলা। তাঁর দাবি, রেফারির একাধিক গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত সিটির পক্ষে ছিল না, তবুও দল সফল হয়েছে। ম্যাচে একটি পেনাল্টি না পাওয়া নিয়েও ক্ষোভ উগরে দেন পেপ। তাঁর কথায়, 'আমরা রেফারির সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধেও জিতেছি। এটা সহজ নয়।' আগের ম্যাচগুলিতেও সিটির বিরুদ্ধে বেশ কিছু বিতর্কিত সিদ্ধান্তের প্রসঙ্গ তোলেন তিনি। তবে অভিযোগের আড়ালে কোনও অজুহাত খোঁজেননি গুয়ার্দিওলা। বরং তিনি জানান, এই মানসিকতা মরশুমে বাকি সময়ে সিটির জন্য বড় শক্তি হয়ে উঠতে পারে।

জয়ের হ্যাটট্রিকে খুশি সঞ্জয় সেন

সায়নের গোলে শেষ আটে বাংলা

বাংলা- ১ (সায়ন) রাজস্থান-০

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ২৫ জানুয়ারি : জয়ের হ্যাটট্রিক। সন্তোষ ট্রফির শেষ আটে জায়গা করে নিল ডিফেন্ডিং চ্যাম্পিয়ন বাংলা।

প্রথম ম্যাচে নাগাল্যান্ডকে ৪-০ গোলে উড়িয়ে সন্তোষ অভিযান শুরু করে বাংলা। দ্বিতীয় ম্যাচে উত্তরাখণ্ডের বিরুদ্ধে অবশ্য লড়াই করে তিন পয়েন্ট পেতে হয়েছিল। রবিবার রাজস্থানের বিরুদ্ধে ম্যাচেও যথেষ্ট ঘাম ঝরল রবি হাঁসদা, করণ রাইদের। তবুও জয় আটকায়নি। ৮৯ মিনিটের মাথায় সায়ন বন্দ্যোপাধ্যায়ের করা গোলে ৩ পয়েন্ট নিশ্চিত করে সঞ্জয় সেনের বাংলা।

ম্যাচের প্রথমার্ধ গোলশূন্য। রাজস্থান বেশ কিছু সুযোগ পেলেও সদা সজাগ ছিলেন বাংলার গোলরক্ষক সোমনাথ দত্ত। তাঁকে পরাস্ত করতে পারেননি রাজস্থানের ফুটবলাররা। আক্রমণে ঝাঁঝ বাড়িয়ে প্রতিপক্ষকে টেক্কা দেওয়ার মরিয়া চেষ্টা চালাল বাংলাও। কিন্তু কিছুতেই ডেডলক ভাঙছিল না।

এদিন নরহরি শ্রেষ্ঠা বা সায়ন কাউকেই প্রথম একাদশে রাখেননি সঞ্জয়। দ্বিতীয়ার্ধে পরিবর্ত হিসেবে ইস্টবেঙ্গলের সায়নকে নামান তিনি। সেই সায়নই অনবদ্য গোল করে বাংলাকে জয় এনে দিলেন। একইসঙ্গে প্রতিযোগিতায় তিন ম্যাচের সবকয়টিতে জিতে ৯ পয়েন্ট নিয়ে কোয়ার্টার ফাইনালে জায়গা করে ফেলল সঞ্জয় সেনের দল। জয়ের ধারাবাহিকতায় খুশি কোচ সঞ্জয়। তবে উচ্ছ্বাসে গা ভাসাতে নারাজ বাংলার 'চ্যাম্পিয়ন' কোচ। রবিবার রাজস্থান বধের পর তিনি বলেছেন, 'আমাদের লক্ষ্য খেতাব জয়। তার জন্য আরও পাঁচটা ম্যাচ খেলতে হবে। সবকটা জিততে হবে।' এবার সন্তোষে এই পর্যন্ত কোনও গোল হজম করেনি বাংলা। যা আরও স্বস্তি দিচ্ছে সঞ্জয়কে।

প্রত্যাশিত জয় মুম্বই, ঝাড়খণ্ডের

হায়দরাবাদ, ২৫ জানুয়ারি : ইনিংসে জয় হাতছাড়া। রনজি ট্রফির ম্যাচে হায়দরাবাদকে ৯ উইকেটে হারাল মুম্বই। অন্যদিকে উত্তরপ্রদেশের বিরুদ্ধে ইনিংস ও বড় ব্যবধানে ম্যাচ জিতল ঝাড়খণ্ড।

ফলো অন করে ব্যাটিংয়ে নেমেও তৃতীয় দিনের শেষে মুম্বইয়ের থেকে ১২৭ রান পিছিয়ে ছিল হায়দরাবাদ। হাতে ছিল ৩ উইকেট। ৩০ রান করে উইকেটে ছিলেন চামা মিলিন্দ। এদিন আরও ৫০ রান যোগ করেন তিনি। সেইসঙ্গে নীতিন সাই যাদবের ৩২ ও মহম্মদ সিরাজের করা ৩২ রানে ভর করে ইনিংসে হারের লজ্জায় বাঁচায় হায়দরাবাদ। সবমিলিয়ে দ্বিতীয় ইনিংসে ৩০২ রান করে। ফলে মুম্বইয়ের সামনে জয়ের জন্য লক্ষ্যমাত্রা দাঁড়ায় ১০ রান। ১ উইকেট হারিয়েই জয়ের জন্য প্রয়োজনীয় রান তুলে নেয় মুম্বই। অন্যদিকে উত্তরপ্রদেশের বিরুদ্ধে ইনিংস ও ৩০১ রানে ম্যাচ জিতল ঝাড়খণ্ড। ফলো অন নিয়ে দ্বিতীয় ইনিংসে ব্যাট করতে নেমে ৮৪ রানেই গুটিয়ে যায় উত্তরপ্রদেশ। একাই ৫ উইকেট নেন ঝাড়খণ্ডের সৌরভ শেখর।

রিকির দাপটে যুব ডার্বিতে জ্বলল মশাল

ইস্টবেঙ্গল-২ (রিকি-২) মোহনবাগান-০

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ২৫ জানুয়ারি : মোহনবাগান ফুটবলারের ভক্তের হাতেই পরাজয় সবুজ-মেরুনের। রবিবার রিলায়েন্স ফাউন্ডেশন ডেভেলপমেন্ট লিগের আঞ্চলিক যোগ্যতা অর্জন পর্বের ডার্বিতে ইস্টবেঙ্গলের কাছে ২-০ গোলে হার মোহনবাগানের। ম্যাচের নায়ক ইস্টবেঙ্গলের রিকি সিং আবার বাগান তারকা সাহাল আবদুল সামাদের ভক্ত। এদিন লাল-হলুদের মণিপুরি ফুটবলারের পা থেকেই এল জোড়া গোল।

ম্যাচের আগেই দুই দল কিন্তু জোনাল পর্বের ছাড়পত্র পেয়ে গিয়েছিল। এই ম্যাচটা ছিল আঞ্চলিক যোগ্যতা অর্জন পর্বে শীর্ষে থাকার লড়াই। যে লড়াইয়ে শেষ হাসি হাসল বিনো জর্জের ছেলেরা। ম্যাচের প্রথমার্ধে কোনও দল গোল পায়নি। উলটে ৪৫ মিনিটে রিকি সিংকে থুমসল টংসিন ফাউল করার পর পরিস্থিতি উত্তপ্ত হয়ে উঠেছিল।

শীর্ষে থেকে পরের রাউন্ডে ইস্টবেঙ্গল

দ্বিতীয়ার্ধের শুরুতে গোল পায় ইস্টবেঙ্গল। গুণরাজের ভুল ক্লিয়ারেন্স থেকে গোল করে যান ইস্টবেঙ্গলের রিকি সিং। ৮৬ মিনিটে রেফারির সঙ্গে তর্ক করে লাল কার্ড দেখেন ভানলালপেকা গুইতে। ফলে বাকি সময় ইস্টবেঙ্গলকে দশজনে খেলতে হয়। সেই সুযোগ মোহনবাগান কাজে লাগাতে পারেনি। উলটে ৯২ মিনিটে দলের ও নিজের দ্বিতীয় গোলটি করে যান রিকি সিং।

এদিন ম্যাচ দেখতে এসেছিলেন মোহনবাগান সিনিয়ার দলের কোচ সের্জিও লোবেরা। দলের পারফরমেন্স দেখে কিছুটা গম্ভীর মুখে মাঠ ছাড়লেন তিনি। ম্যাচের পর জয়ের নায়ক রিকি সিং বলেছেন, 'ডার্বি খেলতে নামার আগে প্রতিজ্ঞা করেছিলাম গোল করব। এই ম্যাচে গোল করতে পেরে ভালো লাগছে।'

এদিকে, ডেভেলপমেন্ট লিগের অপর ম্যাচে ইউনাইটেড স্পোর্টসকে ১-০ গোলে হারিয়ে তৃতীয় দল হিসেবে পরের রাউন্ডে উঠল ডায়মন্ড হারবার এফসি।

KHOSLA ELECTRONICS

এই প্রথম বার KHOSLA নিয়ে এলো DOUBLE DISCOUNT, EMI এর ওপর DISCOUNT এবং PRODUCT এর ওপরেও DISCOUNT

KHOSLA ELECTRONICS COST TO COST OFFER

EXCLUSIVE AT KHOSLA 2 EMI OFF

প্রতিটি EMI -তে 10% ছাড়!!

Upto 80% DISCOUNT

0 DOWN PAYMENT | 36 MONTHS EMI | ₹500 EMI STARTS

গ্যারান্টিড পুরনো AC# -তে ₹10,000 EXCHANGE অফার

Upto ₹45,000 CASH BACK | Upto ₹45,000 EXCHANGE OFFER | BUY 1 GET 1 FREE

LED TV
LG SAMSUNG SONY KCA Haier LLOYD Hisense

UPTO 58% DISCOUNT

100 QLED EMI ₹ 4,545

75 QLED EMI ₹ 4,545 | 65 QLED EMI ₹ 3,112 | 55 4K UHD EMI ₹ 3,388 | 43 SMART LED EMI ₹ 1,633

32 LED Starting Price ₹ 8,990*

AIR CONDITIONER
DAIKIN LG VOLTAS Panasonic GENERAL BLUE STAR Haier LLOYD SAMSUNG Whirlpool MITSUBISHI Godrej IFB

5 YEARS COMPREHENSIVE WARRANTY* | FREE FREE STANDARD INSTALLATION + BRACKET worth ₹ 2,500*

GURANTEED 50% DISCOUNT ON ALL BIG BRANDS

COPPER AC

1.5 Ton 3* INV EMI ₹ 2,124 | 1.5 Ton 5* INV EMI ₹ 2,333 | 2 Ton 3* INV EMI ₹ 2,525

REFRIGERATOR
LG SAMSUNG Godrej Whirlpool Haier LLOYD Panasonic IFB BOSCH BLUE STAR

UPTO 41% DISCOUNT

FREE SAFARI Trolley Bag worth ₹ 10,500 — 600 Ltr. SBS EMI ₹ 2,525

FREE 2 Jar 500 watt Mixi worth ₹ 4,999 — 330 Ltr. DD EMI ₹ 2,916

FREE 2 Jar 500 watt Mixi worth ₹ 4,999 — 187 Ltr. SD EMI ₹ 922

WASHING MACHINE
SAMSUNG LG BOSCH IFB Whirlpool LLOYD Godrej Panasonic Haier SIEMENS

UPTO 50% DISCOUNT

8 Kg. Front Load EMI ₹ 2,416 | 7 Kg. Top Load EMI ₹ 1,399

8 Kg. Semi Auto EMI ₹ 958

FREE 1000 Watt Iron Worth ₹ 1,200

MOBILE — FREE BOAT NECKBAND OR CROSS BAGPACK OR REALME EARBUDS
iPhone SAMSUNG vivo oppo realme mi

iPhone 17 Pro (256GB) ₹ 1,30,900 EMI ₹ 11,242 Cashback ₹ 4,000

Buy any apple product and get an assured gift. Offer valid from 19th till 26th January

S25 Ultra (256GB) ₹ 1,11,990* EMI ₹ 9,325

V 60 (12/256GB) ₹ 40,999* EMI ₹ 2,278 Cashback ₹ 3,000

RENO 15 (8/256GB) ₹ 42,399* EMI ₹ 2,611 Cashback ₹ 4,600

16 PRO (8/256GB) ₹ 31,999* EMI ₹ 1,899 Cashback ₹ 2,000

NOTE 15 (8/256GB) ₹ 21,999* EMI ₹ 1,667 Cashback ₹ 3,000

LAPTOP — FREE GAMING WIRED KEYBOARD + MOUSE worth ₹ 1,999
DELL Technologies | ASUS | hp

Core i3 16GB Ram/512GB SSD/Win 11+OFC 24 ₹ 44,990* EMI ₹ 3,749

Core i3 8GB Ram/512GB SSD/Win 11+OFC 24 ₹ 39,900* EMI ₹ 3,325

i5, 16GB RAM, 512GB SSD, 3050A 4GB Graphics Win 11 + MSO 24 ₹ 72,900 EMI ₹ 6,083

BUY 1 GET 1 FREE
BUY 1.5 TON 3* INVERTER AC — COPPER AC — FREE 32 SMART LED TV worth ₹ 24,999 — COST PRICE ₹ 35,990 EMI ₹ 2,999 — DISCOUNT 50%

BUY 240 L FF — FREE 20 Ltr. MICROWAVE OVEN worth ₹ 8,499 — COST PRICE ₹ 25,990 EMI ₹ 2,166 — DISCOUNT 42%

BUY 55" QLED GOOGLE TV — FREE SOUND BAR worth ₹ 19,999 — COST PRICE ₹ 41,990 EMI ₹ 3,499 — DISCOUNT 60%

BUY 20 Ltr. MICROWAVE OVEN — FREE CHOPPER worth ₹ 695 — COST PRICE 20 Ltr. ₹ 5,490 25 Ltr. ₹ 6,990 — DISCOUNT 40%

BUY CHIMNEY — FREE 2BB Glass Cooktop worth ₹ 5,190 — 1400 Suc, 60 cm Auto Clean with Touch & Motion Sensor — COST PRICE ₹ 14,990 EMI ₹ 1,249 — DISCOUNT 57%

BUY WATER PURIFIER RO + UV 2X — FREE STAINLESS STEEL BOTTLE worth ₹ 1,399 — COST PRICE ₹ 13,999 EMI ₹ 1,167 — DISCOUNT 55%

VOLTAS — VOLTAS beko
CELEBRATE FREEDOM WITH Smart Upgrades

Unlock Republic Day savings on Voltas & Voltas Beko appliances

Offers valid till 31st January 2026

Fixed EMI of ₹2950 with multiple advance EMI Options for TVS Credit

Long Tenure Schemes for 18 months across all the major financiers

Low Down Payment Avail finance by paying balance in 9 months

Zero Down Payment Finance at zero down payment with 10, 8 & 6 month tenures.

Fixed EMI of ₹2888/1888/1088 with multiple advance EMI options for Bajaj on all appliances

5 years* Comprehensive Warranty Includes Gas Charging + Labor for Coil & Compressor Replacements

*T&C Apply, *Applicable on Voltas Split & Window ACs, *All Inverter ACs come with a 10 year compressor warranty

ALL BANK DEBIT & CREDIT CARDS ACCEPTED HDFC AXIS BANK SBI HSBC standard chartered citibank ICICI Bank kotak Bank of Baroda | Easy Finance by Bajaj Finserv IDFC FIRST Bank HDB Financial Services kotak

UP TO 15% INSTANT DISCOUNT* SBI card

#Min. Trxn.: ₹20,000; Max. Discount: ₹6,000 per card; Also valid on EMI Trxns.; Validity: 17 Jan - 02 Feb 2026. T&C Apply.

CUSTOMER CARE NO. 95119 43020 enquiry@khoslaelectronics.com | 89 SHOWROOMS

BUY 24 X 7 @ khoslaonline.com

locate your nearest Khosla store

*Terms & Conditions apply. Pictures are mere indicative. Finance at the sole discretion of the financier. Offer is at the sole discretion of Khosla Electronics. Offer price under Exchange Amount, Offers are not applicable on Samsung Products. # AC on working condition.

COOCHBEHAR Rail Gumti Ph : 9147417300 | RAIGANJ Mohonbati Bazar Ph : 9147393600 | ALIPURDUAR Shamuktala Road Ph : 9874287232 | SILIGURI Sevoke Road, 2nd Miles Ph: 9874241685 | BALURGHAT Hili More Ph: 98742 33392 | MALDAH 15/1, Pranth Pally Ph : 98742 49132

শুভেচ্ছা

জন্মদিন

স্নেহের সানভি বোস : তোমার মতো মিষ্টি ফুলের আগমনে আমাদের জীবন ভরে গিয়েছে অনাবিল স্বর্গীয় সুখে। আদরের সানভি সোনার সপ্তম জন্মদিনে (২৪/১/২০২৬) বাবা ও মায়ের পক্ষ থেকে ভালোবাসা ও শুভাশিস। এভাবেই সুরভিত রেখো আমাদের চিরকাল। শুভাশিস সহ - সৌরভ বোস(বাবা), রাজশ্রী সাহা(মা)। মেটেলি, জলপাইগুড়ি।

বিবাহবার্ষিকী

রাজাশীষ ও অনিন্দিতা : ২৬শে জানুয়ারি প্রজাতন্ত্র দিবসে ২৬তম বিবাহবার্ষিকীতে শুভেচ্ছা জানাচ্ছে কন্যা ঐশানী চ্যাটার্জী।

অস্ট্রেলিয়ান ওপেন

শেষ আটে আলকারাজ

মেলবোর্ন, ২৫ জানুয়ারি : অস্ট্রেলিয়ান ওপেনের কোয়ার্টার ফাইনালে উঠলেন স্প্যানিশ তারকা কার্লোস আলকারাজ।

রবিবার চতুর্থ রাউন্ডে আলকারাজ ৭-৬ (৮/৬), ৬-৪, ৭-৫ গেমে পরাজিত করেন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের টমি পলকে। পরের রাউন্ডে স্প্যানিশ তারকা মুখোমুখি হবেন অ্যালেক্স ডে মিনাউরের। পাশাপাশি এদিন জয় পেয়েছেন প্রতিযোগিতার তৃতীয় বাছাই আলেকজান্ডার জেরেভ। আর্জেন্টিনার ফ্রান্সিসকো সেরুন্ডোলোকে তিনি ৬-২, ৬-৪, ৬-৪ গেমে পরাজিত করেন। তবে লার্নার টিয়েনের কাছে ৬-৪, ৬-০, ৬-৩ গেমে হেরে প্রতিযোগিতা থেকে বিদায় নিয়েছেন ড্যানিল মেদভেদেভ।

মহিলাদের সিঙ্গলসে শীর্ষবাছাই আরিনা সাবালেঙ্কা ৬-১, ৭-৬ (৭/১) গেমে মোবোকে হারিয়ে পরের রাউন্ডে উঠেছেন। প্রতিযোগিতার তৃতীয় বাছাই কোকো গফ ৬-১,৩-৬,৬-৩ গেমে ক্যারোলিনা মুচোভাকে পরাজিত করেন।

বুমরাহ শোয়ের পর অভিষেক, সূর্যের তাণ্ডব

আগ্রাসী মেজাজে অভিষেক শর্মা।

নিউজিল্যান্ড-১৫৩/৯
ভারত-১৫৫/২ (১০ ওভারে)

গুয়াহাটি, ২৫ জানুয়ারি : কেউ বলছেন ম্যাজিক। কেউ বলছেন অবিশ্বাস্য। আবার কারও মনে হচ্ছে, আগ্রাসী ব্যাটিংয়ের দিক থেকে টিম ইন্ডিয়ার সঙ্গে বাকিদের বিশাল দূরত্ব তৈরি হচ্ছে। কুড়ির বিশ্বকাপের আগে যা ভারতীয় দলের জন্য পজিটিভ দিক।

পরিস্থিতি যেমনই হোক না কেন, স্কিল, পরিকল্পনা ঠিক থাকলে সব সম্ভব। হাতে গরম উদাহরণ হতেই পারে টিম ইন্ডিয়া। ৭ ফেব্রুয়ারি থেকে শুরু হতে চলা টি২০ বিশ্বকাপ যত এগিয়ে আসছে, ততই ছন্দে ফিরছে ভারত। বাড়ছে আত্মবিশ্বাসও। কিউয়িদের বিরুদ্ধে চলতি সিরিজের প্রথম দুই ম্যাচেই সেটা বোঝা গিয়েছিল। কিন্তু তারপরও কিছু অনিশ্চয়তার মেঘ ছিল।

গুয়াহাটির বর্ষাপাড়া ক্রিকেট মাঠে আজ সেই মেঘের চাদর সরে গেল। টসে জিতে নিউজিল্যান্ডকে ব্যাট করতে পাঠিয়েছিলেন অধিনায়ক সূর্যকুমার যাদব। দলের প্রথম একাদশে জোড়া বদলও করেছিলেন। রহস্য স্পিনার বরুণ চক্রবর্তীর বদলে রবি বিষ্ণোই (১৮/২)। আর অর্শদীপ সিংয়ের বদলে জসপ্রীত বুমরাহ (১৭/৩)। জোড়া বদল যে এভাবে 'চাক দে ইন্ডিয়ার' মঞ্চ গড়ে দেবে, কে আর জানত। রবি-বুমের বোলিং স্কিলে শুরু থেকে নিয়মিত ব্যবধানে উইকেট হারিয়ে নির্ধারিত ২০ ওভারে ১৫৩/৯-এর বেশি করতে পারেনি নিউজিল্যান্ড। রান তাড়া করতে নেমে প্রথম বলেই সঞ্জু স্যামসন (০) প্যাভিলিয়নে। কিন্তু সঞ্জু সাজঘরে ফেরার পর ব্যাট হাতে ঈশান কিষান (১৩ বলে ২৮) ও অভিষেক শর্মা (২০ বলে অপরাজিত ৬৮) এমন তাণ্ডব শুরু করবেন, জানত না দুনিয়া। অধিনায়ক সূর্যকুমারও (২৬ বলে অপরাজিত ৫৭) পিছিয়ে ছিলেন না। অভিষেক-স্কাইয়ের তাণ্ডবে শেষ পর্যন্ত ১০ ওভার বাকি থাকতে ১৫৫/২ করে ৮ উইকেটে অনায়াস জয় টিম ইন্ডিয়ার। সঙ্গে সিরিজও।

সিরিজ জয় ভারতের

কথায় বলে, সকাল দেখলে বোঝা যায় বাকি দিনটা কেমন যাবে। মহান অনিশ্চয়তার খেলা ক্রিকেটের জন্য এই আপ্তবাক্য কতটা সঠিক, তা নিয়ে বিতর্ক চলতেই পারে। বাস্তবে আজ গুয়াহাটির মাঠে দিনটা ছিল টিম ইন্ডিয়ারই। কিউয়িদের ব্যাটিং করতে পাঠানোর পর হার্দিক পান্ডিয়ার অবিশ্বাস্য ক্যাচ, বল হাতে বুমরাহর স্কিল, বিষ্ণোইয়ের ম্যাজিক-কোচ গৌতম গম্ভীর সহ ভারতীয় টিম ম্যানেজমেন্টকে নিশ্চিতভাবেই স্বস্তি দেবে। সাফল্যের আবহে কাঁটা হিসেবে সামনে আসছে দুটি দিক। এক, বল হাতে কুলদীপ যাদবের অফ ফর্ম। বিষ্ণোই যেদিন প্রথম সুযোগেই বাজিমাত করলেন, সেদিন কুলদীপ বড্ড ম্লান। আগামীদিনে বরুণের সঙ্গে বিষ্ণোইকে খেলানোর কথা ভাবতেই পারে টিম ইন্ডিয়া। দুই, ওপেনার সঞ্জুর অফ ফর্ম। একেবারেই রানের মধ্যে নেই সঞ্জু। শেষ ম্যাচে ৭৬ রানের তাণ্ডবের পর আজও ঈশানের ব্যাটে ঝড় ওপেনার সঞ্জুর প্রথম একাদশে জায়গা নিয়ে আগামীদিনে টানাটানি শুরু করলে অবাক হওয়ার থাকবে না।

সঞ্জু আগামীদিনে প্রথম একাদশে থাকবেন কিনা, সময় বলবে। তার আগে গুয়াহাটির মাঠে অভিষেক 'ম্যাজিক শো' অব্যাহত। ক্রমশ বোলারদের কাছে সাক্ষাৎ দুঃস্বপ্নে পরিণত হচ্ছেন তিনি। শুরু থেকেই এমন সব শট খেলছেন, ক্রিকেটীয় ব্যাকরণে যার ব্যাখ্যা নেই। থাকার কথাও নয়। সঙ্গে নিয়মিতভাবে রেকর্ড গড়া তাঁর কাছে রুটিন হয়ে দাঁড়িয়েছে। জ্যাকব ডাফি, ম্যাট হেনরিরা আজ ভালোরকম টের পেলেন অভিষেক ঝড় কী বিষম বস্তু। ভারতীয় ইনিংসের প্রথম ডেলিভারিতে যখন সঞ্জু আউট হলেন। তিন নম্বরে নেমেই ঝড় তুললেন ঈশান, তখনও অভিষেক শান্ত। কিছুক্ষণ পরে তিনি যখন ব্যাট চালাতে শুরু করলেন, দুনিয়া স্তব্ধ হয়ে গেল। ১৪ বলে হাফ সেঞ্চুরি করে ফের নয়া নজির গড়লেন। 'গুরু' যুবরাজের রেকর্ড ভাঙতে না পারলেও আগামীদিনে যে সেই রেকর্ড অক্ষত থাকবে না, আজ বুঝিয়ে দিয়েছেন অভিষেক।

টিম ইন্ডিয়ার তারকা ওপেনার অভিষেক তাণ্ডবের মাঝে অধিনায়ক সূর্যকুমারও ভুললে চলবে না। শেষ ম্যাচে তিনি বড় রান করেছিলেন। সেই রান তাঁর আত্মবিশ্বাস কোন পর্যায়ে নিয়ে গিয়েছে, আজ প্রমাণ করলেন সূর্যকুমার। ঈশান-অভিষেক-সূর্যের দাপটে পাওয়ার প্লে-তে ৯৪/২ করে ম্যাচের দখল নেওয়ার পাশে সিরিজও জিতে নিল টিম ইন্ডিয়া। চলতি সিরিজের বাকি দুই ম্যাচ হয়তো এখন নিয়মরক্ষার হয়ে দাঁড়াল। তবে বাকি থাকা দুই ম্যাচের আগে বিশ্বকাপ খেতাব ধরে রাখার ছন্দ ও আত্মবিশ্বাস, দুই এসে গেল ভারতীয় ক্রিকেট সংসারে। যার প্রভাব কতটা সুদূরপ্রসারী হয়, সেটাই এখন দেখার।

১৪ রবিবার অর্ধশতরানে পৌঁছাতে অভিষেক শর্মার খেলা বল। যা টি২০ আন্তর্জাতিকে যুবরাজ সিংয়ের (১২ বলে) পর ভারতীয়দের মধ্যে দ্রুততম।

ভাঙছে নিউজিল্যান্ড। দুর্দান্ত ক্যাচ ধরা হার্দিক পান্ডিয়াকে সাবাশি জসপ্রীত বুমরাহর। গুয়াহাটিতে রবিবার।

পদ্মভূষণ বিজয় অমৃতরাজ

পদ্মশ্রী পাচ্ছেন রোহিত-হরমন

নয়াদিল্লি, ২৫ জানুয়ারি : বিশ্বকাপ জেতার পাশাপাশি ভারতীয় ক্রিকেটে অবদান রাখার স্বীকৃতি পেতে চলেছেন রোহিত শর্মা ও হরমনপ্রীত কাউর।

প্রজাতন্ত্র দিবসের প্রাক্কালে 'পদ্ম পুরস্কার'-এর তালিকা ঘোষণা করা হয়েছে। এবারের পদ্মশ্রী প্রাপকের তালিকায় রোহিত ও হরমনপ্রীত।

পদ্ম পুরস্কার প্রাপকের তালিকা

পদ্ম ভূষণ

বিজয় অমৃতরাজ।

পদ্মশ্রী

রোহিত শর্মা, হরমনপ্রীত কাউর, সবিতা পুনিয়া, প্রবীণ কুমার, বলদেব সিং, কে পাজানিভেল, ভগবানদাস রায়কোয়াড় এবং ভ্লাদিমির মেস্টভিরিসিবালি।

বিশ্বকাপ এনে দেওয়ার স্বীকৃতি পেলেন রোহিত শর্মা ও হরমনপ্রীত কাউর।

বিশ্ব ক্রিকেটে 'হিটম্যান' নামে পরিচিত রোহিতের আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে ২০ হাজারের বেশি রান ও ৫০টি সেঞ্চুরি রয়েছে। তাঁর নেতৃত্বে ২০২৪ টি২০ বিশ্বকাপ ও ২০২৫ চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফি জিতেছে ভারত। তবে টেস্ট ও টি২০ ফর্ম্যাটকে বিদায় জানিয়েছে আপাতত ওডিআই-তে নিজের ক্যারিশমা দেখিয়ে চলেছেন রোহিত।

গত বছর হরমনপ্রীতের নেতৃত্বে ওডিআই বিশ্বকাপ চ্যাম্পিয়ন হয়েছে ভারত। শুধু নেতৃত্ব দিয়ে দেশকে বিশ্বকাপ জেতানো নয়, ভারতের মহিলা দলকে এক অনন্য উচ্চতায় নিয়ে গিয়েছেন হরমন। তারই স্বীকৃতি এবার পেতে চলেছেন তিনি।

এবারের পদ্মভূষণ পুরস্কার পাচ্ছেন টেনিস কিংবদন্তি বিজয় অমৃতরাজ। সাত ও আটের দশকে দাপিয়ে টেনিস খেলেছেন তিনি। ভারত দুইবার ডেভিস কাপের ফাইনালে তুলতে তাঁর গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা ছিল।

শেষ চারে ওঠার লড়াইয়ে নর্থবেঙ্গল

কল্যাণী, ২৫ জানুয়ারি : এক, দুই গোল নয়, স্ট্রাইকার সমস্যায় ভোগা নর্থবেঙ্গল ইউনাইটেড এফসি ৮-১ গোলে চূর্ণ করল এফসি মেদিনীপুরকে। একইসঙ্গে শেষ চারে ওঠার লড়াইয়েও ফিরে এসেছে নর্থবেঙ্গল। ১৩ ম্যাচ খেলে নর্থ ২৪ পরগনা এফসি-র মতো তাদেরও সংগ্রহে ২০ পয়েন্ট। যদিও বেঙ্গল সুপার লিগের পয়েন্ট টেবিলে নর্থ ২৪ পরগনা আছে চার নম্বরে। নর্থবেঙ্গল পঞ্চম স্থানে। কল্যাণী স্টেডিয়ামে নর্থবেঙ্গল প্রথম গোল পায় ৩৮ মিনিটে। করেন অ্যান্ডি। ৬ মিনিট পর ব্যবধান বাড়ান রৌনক। বিরতির আগেই ৩-০ করে দেন সোনম। ৬৩ মিনিটে আসে আমোসের গোল। ৭৭ মিনিটে অ্যান্ডি নিজের দ্বিতীয় গোলটি করেন। ৮১ ও ৮৮ মিনিটে যথাক্রমে রাজিবুল এবং ডেভিড স্কোরকার্ডে নাম তোলেন। রিকির গোলে নর্থবেঙ্গল ৮-০ এগিয়ে যাওয়ার পর মেদিনীপুর সুচন্দ্রের মাধ্যমে একটি ফেরায়।

Bengal SUPER LEAGUE
NORTH 24 PARGANAS FC vs NORTHBENGAL UNITED FC
26TH JAN | 1:00 PM
TICKETS AVAILABLE AT KALYANI STADIUM
ONLY ON বাংলাসোনার ১৫

এমবাপের দাপটে জয় রিয়ালের

ভ্যালেন্সিয়া, ২৫ জানুয়ারি : লা লিগার গুরুত্বপূর্ণ ম্যাচে ভিয়ারিয়ালকে তাদেরই ঘরের মাঠে ২-০ গোলে হারিয়ে পয়েন্ট টেবিলের শীর্ষস্থানে উঠে এল রিয়াল মাদ্রিদ। ম্যাচের নায়ক কিলিয়ান এমবাপে। তাঁর জোড়া গোলেই তিন পয়েন্ট নিশ্চিত করল মাদ্রিদ জায়েন্টরা।

ম্যাচের প্রথমার্ধে দুই দল আক্রমণাত্মক ফুটবল খেললেও গোলের দেখা পায়নি কেউই। দ্বিতীয়ার্ধের শুরুতেই ব্যবধান গড়ে দেন এমবাপে। এরপর একাধিক সুযোগ পেলেও ভিনিসিয়াস জুনিয়ার, রডরিগোর প্রচেষ্টা কাজে আসেনি। উলটো দিকে ভিয়ারিয়াল মাঝেমধ্যে পালটা আক্রমণে গোল শোধের চেষ্টা চালালেও রিয়ালের জমাট রক্ষণে চিড় ধরাতে ব্যর্থ তারা। ম্যাচের শেষমুহূর্তে পেনাল্টি থেকে নিজের দ্বিতীয় গোলটি করেন এমবাপে।

বেঙ্গালুরুর সেন্টার অফ এক্সেলেন্সে রিমো ভৌমিক (বাঁয়ে) ও দেবাশিস সাহা।

বিসিসিআই কোচিং কোর্সে দেবাশিস, রিমো

রায়গঞ্জ, ২৫ জানুয়ারি : বিসিসিআই-এর সেন্টার অফ এক্সেলেন্সের ব্যবস্থাপনায় আয়োজিত হাইব্রিড লেভেল-১ কোচিং কোর্স করলেন উত্তর দিনাজপুর জেলা ক্রীড়া সংস্থার দুই কোচ দেবাশিস সাহা ও রিমো ভৌমিক। ২২-২৪ জানুয়ারি বেঙ্গালুরুতে ভিভিএস লক্ষ্মণ, অমিত আশবা এবং দেবোপম সরকারের তত্ত্বাবধানে চলে তিনদিনের এই প্রশিক্ষণ শিবির। দেবাশিস ও রিমো দুজনেই বেশ কিছুদিন আগে সিএবি-র অধীনে লেবেল 'ও' কোর্স করেন। পরবর্তীতে অনলাইনে পরীক্ষা দিয়ে হাইব্রিড লেবেল কোর্স করার সুযোগ পান। সংস্থার সচিব সুদীপ বিশ্বাস বলেছেন, 'আমাদের জেলার জন্য এটা বড় প্রাপ্তি। এর আগে কেউ এরকম কোর্স করার সুযোগ পাননি। জেলার ক্রিকেটাররা অনেক কিছু শিখতে পারবেন।'

চ্যাম্পিয়ন ঐক্য সম্মিলনী

সামসী, ২৫ জানুয়ারি : চাঁচল ইউআর শান্তি ক্লাবের ৮ দলীয় নকআউট ফুটবলে চ্যাম্পিয়ন হল খেলেনপুর ঐক্য সম্মিলনী ক্লাব। চাঁচল কলেজ হোস্টেল মাঠে ফাইনালে তারা ৫-০ গোলে হারিয়েছে চাঁচল ধনিয়াপট্টি নজরুল পল্লী আদর্শ ক্লাবকে। ফাইনালের সেরা ঐক্যর সনাতন ওরাওঁ। প্রতিযোগিতার সেরাও একই দলের সমীর বেসরা। চ্যাম্পিয়ন দল ট্রফিসহ এক লক্ষ টাকা আর্থিক পুরস্কার পেয়েছে। রানার্সদের প্রাপ্তি ট্রফির সঙ্গে নগদ সত্তর হাজার টাকা।

চ্যাম্পিয়ন ট্রফি নিয়ে ঐক্য সম্মিলনী। ছবি : মুরতুজ আলম

ফাইনালে গ্রিন ভিউ, ফাইন হার্ট

বালুরঘাট, ২৫ জানুয়ারি : ডিওয়াইএফআই বালুরঘাট-১ লোকাল কমিটির ক্রিকেটে ফাইনালে উঠল গ্রিন ভিউ ক্রিকেট কোচিং ক্যাম্প এবং ফাইন হার্ট পতিরাম। রবিবার প্রথম সেমিফাইনালে গ্রিন ভিউ ৩ উইকেটে জিতেছে অভিযাত্রী ক্লাবের বিরুদ্ধে। বালুরঘাট টাউন ক্লাব মাঠে অভিযাত্রী প্রথমে ১৯.৩ ওভারে ১৩৪ রানে অল আউট হয়। ঋক দাসের অবদান ৩৮ রান। দেবাশিস দত্ত ১৯ রানে পেয়েছেন ৩ উইকেট। ভালো বোলিং করেন সুরজিৎ রায়ও (১৭/২)। জবাবে গ্রিন ভিউ ১৯.৫ ওভারে ৭ উইকেটে ১৩৫ রান তুলে নেয়। ম্যাচের সেরা ঈশান মালির সংগ্রহ ৭২ রান। সায়ন সাহা ২২ রানে ৩ উইকেট নেন।

দ্বিতীয় সেমিফাইনালে ফাইন হার্ট ৩৪ রানে হারিয়েছে বালুরঘাট টাউন ক্লাবকে। ফাইন হার্ট প্রথমে ১৯ ওভারে ৬ উইকেটে ২০৫ রান তোলে। সাহিল সরকার ৬৭ ও ম্যাচের সেরা সুমন বন্দোপাধ্যায় ৬৬ রান করেন। সৌভাগ্য সরকার ২৯ রানে ২ উইকেট নেন। জবাবে টাউন ১৯ ওভারে ৭ উইকেটে ১৭১ রানে আটকে যায়। বিপিন রায়ের অবদান ৫৯ রান। সুমন ৩৬ রানে পেয়েছেন ৩ উইকেট। ভালো বোলিং করেন বিকি ভদ্রও (২১/২)।

ম্যাচের সেরা ঈশান মালি। ছবি : পঙ্কজ মহন্ত

ম্যাচের সেরা বদরে খান (বাঁয়ে) ও মহম্মদ শাদাব। ছবি : রাহুল দেব

জয়ী ডালখোলা, ফ্রেন্ডস

রায়গঞ্জ, ২৫ জানুয়ারি : অণিমা দে ট্রফি ফ্রেন্ডশিপ কাপ ক্রিকেটে রবিবার ডালখোলা একাদশ ৮০ রানে হারিয়েছে হাইওয়ে ইয়ুথ ক্লাবকে। টাউন ক্লাব মাঠে ডালখোলা প্রথমে ২০ ওভারে ৮ উইকেটে ২২৫ রান করে। মহম্মদ উমর ১০২ ও মহম্মদ শাদাব ৬২ রান করেন। সায়ন্ত চন্দ ৩৪ রানে ফেলে দেন ৪ উইকেট। জবাবে হাইওয়ে ১৭.২ ওভারে ১৪৫ রানে অল আউট হয়। জেভি জ্ঞানেন্দ্র আনন্দ ২৬ রান করেন। ইনজামুল হক ৩১ রানে ৪ উইকেট নেন। ভালো বোলিং করেন ম্যাচের সেরা শাদাবও (২৬/৩)।

পরে কাটিহারের ফ্রেন্ডস ক্রিকেট অ্যাকাডেমি ৩৫ রানে জিতেছে টাউন ক্লাবের বিরুদ্ধে। প্রথমে ফ্রেন্ডস ১৯.৫ ওভারে ১৭২ রানে অল আউট হয়। ম্যাচের সেরা বদরে খান ৮৩ রান করেন। বিবেক দাসের শিকার ২৫ রানে ৪ উইকেট। জবাবে টাউন ১৬.৫ ওভারে ১৩৭ রানে সব উইকেট হারায়। প্রীতমকুমার মণ্ডল করেন ৪১ রান। বদরে খান ১৪ রানে ৫ উইকেট পেয়েছেন। মঙ্গলবার সেমিফাইনালে মুখোমুখি হবে বিধাননগর স্পোর্টিং ক্লাব-বজরং বয়েজ গাজোল এবং ডালখোলা একাদশ-ফ্রেন্ডস ক্রিকেট অ্যাকাডেমি কাটিহার।

ফাইনালে বারবিশা, ডিআরএস

বারবিশা, ২৫ জানুয়ারি : জোড়াই একাদশের জোড়াই প্রিমিয়ার লিগ ক্রিকেটে ফাইনালে উঠল বারবিশা একাদশ এবং ডিআরএস একাদশ শিলিগুড়ি খড়িবাড়ি।

শনিবার রাতে প্রথম সেমিফাইনালে বারবিশা একাদশ ৬ উইকেটে হারিয়েছে তুফানগঞ্জের রাজা একাদশকে। টসে জিতে রাজা একাদশ ১৪ ওভারে ১০১ রানে অল আউট হয়। অভি মাহির সংগ্রহ ২৭ রান। রবি সিং রাজপুত ১৮ রানে ৪ উইকেট নেন। জবাবে বারবিশা ১১.৪ ওভারে ৪ উইকেটে জয়ের রান তুলে নেয়। ম্যাচের সেরা সায়ন চক্রবর্তী ৪৩ রান করেন।

দ্বিতীয় সেমিফাইনালে ডিআরএস শিলিগুড়ি ৪৫ রানে হারিয়েছে আরসিএ রামপুরকে। টসে জিতে ডিআরএস ১৫ ওভারে ৯ উইকেটে ১৬৭ রান করে। ম্যাচের সেরা রামের অবদান ৫৯ রান। রঞ্জন বর্মন ২৩ রানে ৪ উইকেট নেন। জবাবে আরসিএ ১৫ ওভারে ৬ উইকেটে ১২২ রানে আটকে যায়। গৌতম দে ৩৩ রান করেন। আদিত্য সিং ২৬ রানে পেয়েছেন ২ উইকেট। ফাইনাল সোমবার রাতে।

৭৭তম সাধারণতন্ত্র দিবসের শুভেচ্ছা
TRANSFORM YOUR BODY, TRANSFORM YOUR LIFE
বুনিয়াদপুর
IRONMAX MULTI GYM CENTER
9635646767
UNLEASH YOUR TRUE POTENTIAL
JOIN NOW

বার্ষিক অ্যাথলেটিক্স মিট

রায়গঞ্জ, ২৫ জানুয়ারি : উত্তর দিনাজপুর জেলা ক্রীড়া সংস্থার দুইদিনের বার্ষিক অ্যাথলেটিক্স মিট শুরু হবে শুক্রবার। রায়গঞ্জ স্টেডিয়ামে উত্তর দিনাজপুর জেলার প্রায় ৩৪০ জন অ্যাথলিট অংশ নেবেন। বিভিন্ন দূরত্বের দৌড়, হাই জাম্প, লং জাম্প, শটপাট, ডিসকাস, জ্যাভলিন সহ বিভিন্ন ইভেন্ট অনুষ্ঠিত হবে। সংস্থার সচিব সুদীপ বিশ্বাস জানিয়েছেন, প্রথম স্থানাধিকারীরা পরবর্তী পর্যায়ে অংশগ্রহণ করবে।

বিজ্ঞাপন
ডিয়ার সাপ্তাহিক লটারির ১ কোটির ₹ বিজয়ী হলেন বীরভূম-এর এক বাসিন্দা

পশ্চিমবঙ্গ, বীরভূম - এর একজন

বাসিন্দা এস কে নজরুল ইসলাম - কে 01.11.2025 তারিখের ড্র তে ডিয়ার সাপ্তাহিক লটারির 58K 91237 নম্বরের টিকিট এনে দেয় এক কোটি টাকার প্রথম পুরস্কার। তিনি কলকাতায় অবস্থিত নাগাল্যান্ড রাজ্য লটারির নোডাল অফিসারের কাছে পুরস্কার দাবির ফর্ম সহ তার বিজয়ী টিকিটটি জমা দিয়েছেন। বিজয়ী বললেন "ডিয়ার লটারি আমাকে কোটিপতি করে অতিরিক্ত শক্তি দিয়েছে। আমি কখনও এত বিশাল পুরস্কারের টাকা জেতার আশা করিনি। এটি আমার জীবনের মান উন্নত করবে এবং পরিবারের যত্ন নেওয়ার পথও সুগম করবে। ডিয়ার লটারিকে আমার ধন্যবাদ।" ডিয়ার লটারির প্রতিটি ড্র সরাসরি দেখানো হয়।

* বিজয়ীর তথ্য সরকারি ওয়েবসাইট থেকে সংগৃহীত।

আমূল দুধ
প্রজাতন্ত্র দিবসের শুভকামনা!
আমূল দুধ ভালোবাসে ইন্ডিয়া